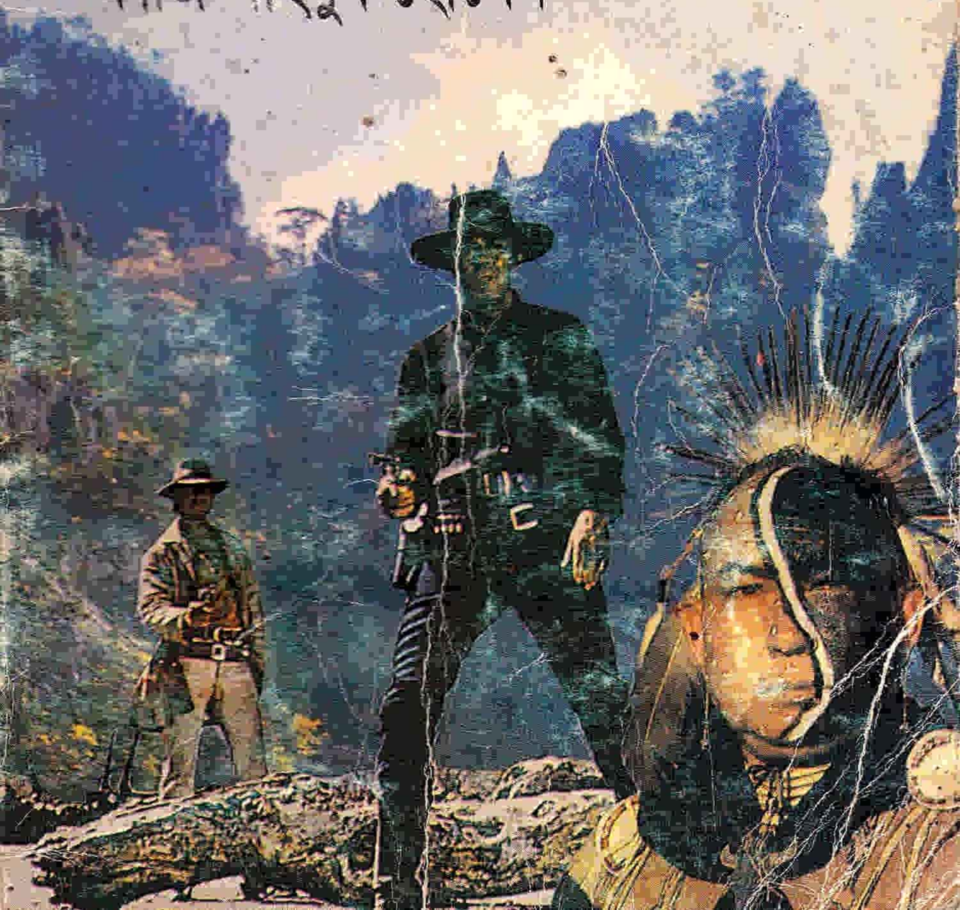
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

অ্যাপাচি চীফ

কাজি মাহবুব হোসেন



বিদ্রঃ এই বইয়ের কয়েকটি পাতা পাওয়া গেল না। এজন্য আমি দুঃখিত।

এক

হোলব্রুকের লোকজন রিচার্ড ম্যাকিনলেকে সাবধান করেছিল যে এই সময়ে অ্যাপাচি এলাকার ভিতর দিয়ে দক্ষিণে যাওয়াটা অত্যন্ত বোকার মত ঝুঁকি নেয়া হবে। কারণ, অ্যাপাচি নেতা নিনো ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন ছেড়ে তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমানে তার দলবল বিভিন্ন র‍্যাঞ্চ আর ওয়্যাগন ট্রেইনের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ওরা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে সুযোগ বুঝে ছোটছোট সৈন্যদলকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতেও পিছপা হচ্ছে না। অপদস্থ হয়ে সৈনিকদের বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হচ্ছে যে নিনোর বয়স মাত্র আটাশ হলেও যুদ্ধ কৌশলে লীডার হিসেবে ওর জুড়ি নেই।

'হোয়াইট আইজ' (অর্থাৎ সাদা চামড়ার) মানুষের ওপর নিনোর যতটা আক্রোশ আর ঘৃণা রয়েছে ততটা তীব্র তিক্ততা আর কোন অ্যাপাচির মনে নেই, কারণ স্ক্যাল্প হান্টাররা মেক্সিকান স্বর্ণমুদ্রা কামাবার লোভে ওর মাকে হত্যা করে খুলির চামড়া সহ তার মাথার চুল কেটে নিয়েছিল। এবং একটা খণ্ডযুদ্ধে এক 'হোয়াইট আইজ' সৈনিক নিনোর ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছে।

কিন্তু এসব সদুপদেশের কোন গুরুত্বই রিচার্ড দেয়নি। সে যার পিছনে ধাওয়া করছে সেই লোক ওর থেকে মাত্র দুদিনের পথ এগিয়ে আছে। লোকটাকে ট্রেইল করে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে অ্যাপাচি চীফ

এসেছে রিচার্ড। সেই সুদূর ক্যানসাস থেকে ইন্ডিয়ান নেশন এলাকার (বর্তমান ওকলাহোমা) ভিতর দিয়ে টেক্সাস হয়ে নিউ মেক্সিকো টেরিটোরির ফোস্কা-পড়া গরম মরু এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সাথে সে ভিনসেন্টকে এতদূর অনুসরণ করেছে। আর দুতিনদিনের মধ্যেই ওকে ধরে ফেলতে পারবে।

সেদিন শেষ বিকেলে মরুভূমি ছেড়ে রিচার্ড সবুজ কটনউডের সারির ভিতর ছোট্ট বসতিতে পৌছল। এখানে গত অ্যাপাচি রেইডের সময় থেকে বারোটা বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এতদিন বাদেও এখানকার সবকিছু ঠিক আগের মতই আছে। প্রায় কিছুই বদলায়নি। রাস্তার কেবল একপাশে তিনশো গজ পর্যন্ত এক সারি মাটির তৈরি বাড়ি। আশপাশে চাষকরা জমির প্লটগুলোর পাশে ছড়ানো-ছিটানো কিছু কেবিনও রয়েছে। জনসংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের বেশি নয়।

এদের মাঝে কিছু ভাসমান দাড়িওয়ালা খিটখিটে মেজাজের বুড়ো প্রসপেক্টরও রয়েছে। এরা অ্যাপাচি যোদ্ধা বা মেক্সিকান ডাকাত কাউকেই ভয় পায় না। এদের মধ্যে কিছু এমন লোকও আছে যারা আউটল, স্বয়ং ইবলিসকেও ওরা হার মানাতে পারে। কিছু আছে যারা সীমান্তের ওপাশ থেকে প্যাক ট্রেইনে চোরাপথে মাল পাচার করে নিয়ে আসে। মাঝেমাঝে কিছু কঠিন ছোটছোট শিকারি দল আসে, যারা অ্যাপাচি মহিলা আর বাচ্চাদের হত্যা করে তাদের মাথা থেকে কেটে আনা স্ক্যাল্পের বিনিময়ে সনোরা আর চিওয়াওয়া (Chihuahua)। শহর থেকে মেক্সিকান সোনার পেসো কামায়।

এদের মত মানুষ দেশের এমন সব জায়গায় আস্তানা গাড়ে যেসব জায়গায় জীবনের মূল্য সামান্যই এবং যেটা প্রায়ই দ্রুতগামী ঘোড়া বা ভাল পিস্তলবাজির ওপর নির্ভর করে।

এই বসতিতেই শেষ বিকেলে এসে পৌছেছে রিচার্ড। একটা

প্যাক হর্সও আছে ওর সাথে। ক্লান্ত দেহ, পাতলা গড়নের শক্ত কাঠামোর মানুষ; খয়েরি রঙের ভারী গোঁফ আছে ওর। কাপড়-জামা ধুলোময়, কোমরের বেল্টে .৪৪ ক্যালিবারের কার্তুজ রয়েছে ওর বহুল ব্যবহৃত পিস্তলের জন্য। বাম কাঁধে ঝুলানো দ্বিতীয় বেল্টটা ভারী হয়ে আছে ওর ডান পায়ের পিছনে স্যাডল বুটে ঝুল না শার্পস রাইফেলের .৪৫-৭০ বুলেটে।

র‍্যাঞ্চ এলাকায় .৪৪ ক্যালিবারের হালকা রাইফেলই যথেষ্ট হত, এবং ওই একই গুলি পিস্তলেও ব্যবহার করার সুবিধাও থাকে, কিন্তু রিচার্ডের কাছে এই এলাকা খুব ভাল করেই চেনা আছে এবং অ্যাপাচিদের মত ওদের অস্ত্রের সাথেও সে পরিচিত, তাই সে ভারী রাইফেলই বেছে নিয়েছে। কারণ লড়াই যদি বেধেই যায় তবে উইনচেস্টারের চেয়ে শার্পসই বেশি কাজে আসবে।

ঘোড়া দুটোকে ঝর্নায় পানি খাইয়ে নিয়ে গাছগুলোর তলা দিয়ে অদূরেই বড় কোরালটার দিকে এগোল সে। ওটা বারো বছর আগের সেই রেইডের সময়ও ঠিক এমনি ছিল, যখন এক সৈনিকের গুলিতে আহত হয়ে পড়ে গেছিল রিচার্ড এবং ক্যানসাসে তার পরিবারের কাছে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

লম্বা সময় ঘোড়ার পিঠে কাটানোর পর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিচে নেমে আড়মোড়া ভেঙে দেহের জট ছাড়াল সে। শেডের ভিতর থেকে একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল; ছোট্ট রোগা লোকটার একটা পা বাঁকা। গেইট খুলে সে বলল, 'হাওডি,' তারপর রিচার্ডকে ঘোড়াগুলো ভিতরে ঢুকাবার সুযোগ দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

'আমার ঘোড়া দুটোকে আজ রাতের জন্যে এখানে রাখা যাবে?'

'আনন্দের সাথেই রাখব। তোমাদের সেবা করার জন্যেই তো আমি আছি,' জবাব দিল সে। 'এখন আর আমি আগের মত চলাফেরা করে বেড়াতে পারি না।'

লোকটা তার বাঁকা পায়ের ওপর থেকে প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ক্ষতটা দেখাল। গুলিতে ওর পায়ের শিন-বোন চুর হয়ে গেছিল, যথাযথ যত্ন না হওয়ায় ওটা আর ঠিকভাবে জোড়া লাগেনি।

'বারো বছর আগে এক অ্যাপাচির গুলিতে আমার এই অবস্থা হয়েছে,' বলল সে। 'ওই লালচে শয়তানগুলো বড় একটা হামলা চালিয়ে আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। আমাদের কপাল ভাল ওই সময়ে একটা আর্মি পেট্রোল দল হাজির হওয়ায় আমরা রক্ষা পেলাম। ওরা একটা চোদ্দ বছরের সাদা বাচ্চাকেও অ্যাপাচিদের দল থেকে আটক করেছিল। এসব বারো বছর আগের ঘটনা।'

শেডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাচ্ছিল রিচার্ড। সে ভাবছে: হ্যাঁ, আমার ওই রেইডের কথা মনে আছে। আমার গুলিতেই একটা লোক কেবিনের দিকে ছুটে পালাবার সময়ে পায়ে চোট পেয়েছিল। আমি গুলি খেয়ে পড়ে গেলে নিনো আমাকে মাটি থেকে তার ঘোড়ার পিঠে তুলে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

লোকটা প্যাক হর্সের পিঠ থেকে মালপত্র নামাতে নামাতে আবার বলল, 'আমি শুনলাম ইদানীং ওরা আবার বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। তাই এখানকার সবাই আমরা একজোট হয়ে সতর্ক থাকছি। কেবল বিগ বার্থাই এর ব্যতিক্রম। ওই মেয়ের ভয়ডর বলে কিছু নেই। দেখা যাবে একদিন হয়তো সে আর তার মেক্সিকান প্যাকাররা মাথা নিচের দিকে লটকানো অবস্থায় ইন্ডিয়ানদের ধীরে আগুনের ওপর ঝলসাচ্ছে। ওই নিনো লোকটা জঘন্য রকম শয়তান আর বাইন মাছের মত পিছলা। সৈন্যদলকে সে বোকা বানিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে যদি সৈন্যদের দশ ফুটের মধ্যেও থাকে তবু ওরা কেউ ল্যাসোর ফাঁসে নিনোকে ধরতে পারবে না।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে জিনের পেটি খুলে জিন নামাতে হাত বাড়াল রিচার্ড। ওর মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। একেবারে ভাবলেশহীন একটা মুখ। ওটা দশ বছর অ্যাপাচিদের সাথে কাটানোর ফল। যেটা ওর মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে বসে গেছে, বেরোবার আর কোন পথ খুঁজে পায়নি। নিনোর কথাই ভাবছে সে। কিভাবে ওর সাথে খেলেছে আবার মারপিটও করেছে, এবং কিভাবে ওর সাথে সুন্দর সম্পর্ক তিক্ত শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। নিনো সেদিন তাকে আহত অবস্থায় মাটি থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলেও ওরা পরস্পরের শত্রুই।

স্যাডলটা তুলে নিয়ে শেডের ভিতরে ঢুকে পেগে ঝুলিয়ে রাখল রিচার্ড। পিঠের বোঝা হালকা হতেই ঘোড়া দুটো আস্তাবলের স্টলে গিয়ে ঢুকল। ওখানে ঘোড়ার খাবার রাখা রয়েছে। কাঁধের ভারী বেল্টটাও পেগে ঝুলিয়ে রাখল রিচার্ড।

'এখানে কোথাও খাবার ব্যবস্থা আছে?' প্রশ্ন করল সে।

'রাস্তার শেষ মাথার বাড়িতে একজন তরুণী মেক্সিকান বিধবা থাকে। ওখানে খাবার ব্যবস্থা আছে। মহিলার স্বামী এক স্ক্যাল্প হান্টারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে খুন হয়েছে। তুমি স্ক্যাল্প হান্টার নও তো?' জানতে চাইল খোঁড়া।

'না।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি। ওরা সবসময়ে জোট বেঁধে চলাফেরা করে। আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথায় দোষ আছে, নইলে তুমি এমন একা একা মরুভূমিতে ঘোরার সাহস পেতে না। নিনো সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই কেটে কুচিকুচি করছে। দেখতে পেলে তোমাকেও সে ছাড়বে না। তোমার নিশ্চয়ই এভাবে একা ঘোরার বিশেষ কোন কারণ আছে, তবে এখানে আমরা কোন মানুষকে কোন প্রশ্ন করি না। সেটা মাঝেমধ্যে স্বাস্থ্যহানিকর হয়। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি খোঁড়া বলে সবাই আমাকে লিম্পি বলেই ডাকে।'

রিচার্ড মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার পরিচয় জেনে খুশি হলাম।' স্বভাবসিদ্ধ ভাবে একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই মাথা নেড়েছে সে। যাকে বহুবছর আগে হত্যা করার জন্যে গুলি ছুঁড়ে সে খোঁড়া করেছে, তার সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার কোন ইচ্ছা ওর নেই। নিনোর কথাই সে ভাবছে।

ভাবছে, ও যে একদিন চীফ হবে তা সে আগে থেকেই জানত। লীডার হতে হলে যা যা প্রয়োজন সবই ওর আছে। বুদ্ধি, সাহস, এবং যারা ওর মা আর ভাইকে হত্যা করেছে সেই 'হোয়াইট আইজ'দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। সে ছিল এমন এক কিশোর, যে অ্যাপাচি মাপকাঠিতেও ছিল অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর। মাত্র ষোলো বছর বয়সে দেখা ঘটনায় একটা সৈন্যকে আটক করে কয়েকজন যোদ্ধার সাথে তিনদিন সময় লাগিয়ে কিভাবে কষ্ট দিয়ে নিনো লোকটার দেহের চামড়া ইঞ্চি ইঞ্চি করে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, তা এখনও ভুলতে পারেনি ও। এতেও তার শান্তি হয়নি, সদ্য কেটে নেয়া ক্ষতের ওপর জ্বলন্ত অঙ্গার ঠেসে ধরেছিল নিনো।

আশ্চর্যের বিষয় হলেও ওই সময়ে নিনোর মাথায় এতসব অভিনব নিষ্ঠুর বুদ্ধি কিভাবে আসে তা বিস্ময়ের সাথে ভেবে ওর হিংসাই হত। তবে ওই সময়ে দীর্ঘ এগারো বছর অ্যাপাচিদের সাথে কাটানোর পর ওর কাছে কেবল অ্যাপাচি জীবনধারা ছাড়া অন্য কোন জীবনধারা জানা না থাকায়, এসব নিষ্ঠুর অত্যাচার স্বাভাবিক বলেই মনে হত।

বর্তমানে নিনো অ্যাপাচিদের নিষ্ঠুরতম হত্যাকারী চীফ হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। সৈন্যদলকে সে এদিকে ব্যস্ত রাখছে আর অন্যদিকে অ্যাপাচি ছোটছোট দলগুলো পাহাড়ে শীতের খাবার সংগ্রহ করছে।

রাস্তার দিকে তাকাল রিচার্ড। কিছু লোক বিক্ষিপ্ত পৃথক জটলায় নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। ওরা চোরাচালানী, স্ক্যাল্প হান্টার বা অন্য যে কোন পেশার লোক হতে

পারে। বর্তমানে ওরা তোয়াক্কাহীন নিশিন্দির সাথে গল্প করছে। নিনো আর আত্মাবলরক্ষীর চিন্তা ছেড়ে সে এখন ভিনসেন্ট প্রাইসের কথাই ভাবছে। লোকটা এখনও এখানেই আছে নাকি সরে পড়েছে জানে না রিচার্ড।

প্রাইস সম্ভবত শুনেছে বা আঁচ করেছে ম্যাকিনলে ওর পিছু নিয়েছে। কোথাও সে একদিন বা দুদিনের বেশি থাকেনি। রিচার্ডের তরুণী বোনকে হঠাৎ নির্দয় ভাবে পিটিয়ে হত্যা করার আগে সে দুদুটো ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে অনেক টাকা নিয়ে রওনা হয়েছে। খুব ছিমছাম অবস্থায় দ্রুত পথ চলছে বলে প্রতিবারই রিচার্ডের চেয়ে সে একদিন থেকে এক সপ্তাহ এগিয়ে থেকেছে।

রাস্তার ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে লিম্পির দিকে ফিরল রিচার্ড। 'গত দু'তিনদিনের মধ্যে কোন নতুন লোক এই পথে গেছে?' প্রশ্ন করল সে।

খুদে খুদে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে লোকটা একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'বলতে পারি না, মিস্টার।'

'এখানে যেসব ঘোড়া রয়েছে সেগুলোর মালিকদের তুমি চেনো?'

আবার একই ভঙ্গিতে চেয়ে লিম্পি জবাব দিল, 'তা আমি বলতে পারি না, বন্ধু।'

রিচার্ড পিস্তল খাপে আটকে রাখার ফিতেটা খুলে পিছন দিকে গুঁজে দিল। বহুল ব্যবহৃত পিস্তলটার বাঁট ধরে টেনে একবার পরীক্ষা করে দেখল মসৃণ ভাবে ওঠে কিনা। কোরালের গেইট খুলে এবার রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। পঞ্চাশ গজ দূরে বাড়ির সারি লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। বাড়ির দরজা-জানালাগুলো খোলা। সামনে গোটা ছয়েক বাচ্চা-কুকুর ধুলোয় হুটোপুটি করে খেলছে। বারান্দায় বসা কয়েকজন লোক যে অলস চোখে না দেখার ভান করে ওকেই লক্ষ করছে, এ সম্পর্কে সে সচেতন।

জমাট বাঁধা মেটো পথ ধরে এগোচ্ছে রিচার্ড। চলার পথে

আড়চোখে খোলা দরজা-জানালা দিয়ে বাড়িগুলোর ভিতরটাও দেখে নিচ্ছে। এখানে ওখানে সৌজন্য দেখাতে মাঝেমাঝে নড করছে, কিন্তু কথা বলছে না। বাড়ির সারিতে মাঝামাঝি জায়গায় একটা সেলুন দেখে ঢুকে পড়ল। ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ছোট্ট কামরায় পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা একটা বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

আসলে ড্রিঙ্ক করার জন্যে সে সেলুনে ঢোকেনি। সাদা মানুষের হুইস্কি বা বিয়ারে তার কখনও আসক্তি জন্মায়নি। সে অ্যাপাচিদের ভুট্টার তৈরি কড়া বিয়ার 'টিস্‌উইন' খেতেই অভ্যস্ত। ওটা তার প্রিয় ড্রিঙ্ক। এখন প্রায় বারো বছর পার হয়ে গেছে, মদ সে খুব কমই খেয়েছে।

সেলুনে কোন খদ্দের নেই। কেবল একজন মাঝবয়সী মেক্সিকান কর্মচারী বারের পিছনে মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। ওই লোকটাই ড্রিঙ্ক সার্ভ করল। বিল মিটিয়ে দিয়ে এক চুমুকে ওটা শেষ করল রিচার্ড। এখানে তথ্য সংগ্রহ করার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। ওকে অপেক্ষা করতে হবে। ড্রিঙ্ক ওর দেহকে ভিতর থেকে গরম করে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি আর অবসাদ দূর করে খিদে চাঙা করে তুলছে। বাইরে বেরিয়ে এল সে। অন্যান্য শহরে যেমন ছিল, এখানেও রিচার্ড তেমনি সতর্ক আছে। ভিনসেন্ট আইন আর রিচার্ডের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে দ্রুত ট্রাভেল করে পালাচ্ছে। রিচার্ড যে হাউন্ডের নিষ্ঠা নিয়ে ওকে অনুসরণ করছে তা ওই লোকের অজানা থাকার কথা নয়।

শহরে এক বুড়ো চীনা ছোট একটা দোকান চালায়, কিন্তু ওটাও খালি। ওই দোকান, আস্তাবল, আর সেলুনটাই ওই নামহীন বসতির মোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কয়েকটা বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে রিচার্ড অনুমান করল ভিনসেন্ট যদি এখনও এখানে থেকে থাকে তাহলে সম্ভবত ওই বাড়িগুলোর মধ্যেই কোন একটায় লুকিয়ে আছে।

ভিনসেন্টের চিন্তা বাদ দিয়ে সে সারির শেষ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। বিশেষভাবে না তাকিয়েও চোখের সামনে যা আছে তার কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। এটা এগারো বছর অ্যাপাচিদের সাথে কাটানোর সুফল। ছেলেবেলাতেই অভিজ্ঞ বুড়ো যোদ্ধাদের কাছ থেকে হাতে-কলমে ওকে এই কৌশল শিখতে হয়েছে।

ওর মনে মেয়েদের কোন স্থান নেই, এমনকি মৃত বোনের জন্যেও না। অ্যাপাচিদের সাথে এতদিন থাকায় রিচার্ডের প্রতি একটা সহজাত ভীতি ওর বোন কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্ক্যাল্প হান্টাররা যখন আচমকা আক্রমণ করে নিনোর মায়ের সাথে কিছু বাচ্চাকেও হত্যা করেছিল তখন নিনো কাঁদেনি। রিচার্ডের চেহারাতেও বোনের নৃশংস খুনের খবরে কোন ভাবাবেগ প্রকাশ পায়নি। সে শুধু বাবার বিশাল র‍্যাঞ্চ থেকে সবথেকে ভাল দুটো ঘোড়া বেছে নিয়ে খুনীকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। নিজের পরিবারে লোকজন বা র‍্যাঞ্চের লোকজনের থেকে বিদায়ও সে নেয়নি। সে কখনও কাউকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারেনি। ওরা তাকে স্বল্পভাষী লোক বলেই জানে, যার একা থাকাই পছন্দ। যে লোক মুহূর্তে হত্যা করতে পারে, এবং যার অতল নীল চোখের ভাব কখনও বদলায় না।

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রিচার্ড।

দুই

কামরাটা চৌকো। লম্বা আর চওড়ায় সমান। শক্ত মাটির মেঝেতে একটা বড় টেবিল পাতা রয়েছে। দুপাশে চার-পাঁচজন করে লোক বসার মত লম্বা বেঞ্চ পাতা আছে। চারজন লোক ওখানে বসে খাচ্ছে। কয়েকটা চেয়ারও রয়েছে একপাশে, সম্ভবত টেবিলে বসার জায়গা না থাকলে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা। ভিতরের খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরের ভিতর দুটো বাচ্চাকে মেঝের ওপর খেলতে দেখা যাচ্ছে। মোটাসোটা যুবতী একজন মেক্সিকান মহিলা স্টোভের ওপর ঝুঁকে ব্যস্ত হাতে চামিচ দিয়ে খাবার নাড়ছে। এই মেক্সিকান মহিলার স্মাগলার স্বামীই একজন স্ক্যাল্প হান্টারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারা পড়েছে।

এই মনোরম মহিলাকে পুরুষ-প্রধান শহরে বেশিদিন একা থাকতে হবে না।

স্প্যানিশ ভাষায় রিচার্ড বলল, 'টিয়েনে উস্টেড আলগুন সেনা পারা মে, সেনইঅরা?' তুমি কি আমার জন্যে কিছু সাপার দিতে পারবে, লেডি?

'সি সেনইঅর।' নড করে টেবিল দেখাল সে। 'সিডেনটি।' বসো।

মেয়েটা আবার নড করে পিছনের দরজার দিকে ইশারা করে স্প্যানিশেই জানাল, মুখ হাত ধুতে চাইলে বাইরে ওখানে বেসিন আর তোয়ালে আছে। ধোয়ার কাজ সেরে সামনের কামরায় ফিরে

এল রিচার্ড।

ওখানে টেবিলে বসা একজন বলছিল, 'ওই লালচে শয়তানগুলোর সম্পর্কে কেউ যে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে না সেটা বারো বছর আগে ওদের হামলায় আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কোথাও অ্যাপাচিদের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। পরিবেশটা ছিল চমৎকার আর পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। দিনের আলো ফুটতেই উঠে আমি রোজকার মত সেলুন খুলেছি। লিম্পি—ওর নাম তখন লিম্পি ছিল না—সে একটা ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ক্রীকে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ওরা অকস্মাৎ আঘাত হানল। আমি লিম্পিকে গুলি খেয়ে ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে শুনলাম। আমরা রাইফেলের গুলিতে ওকে কাভার দেয়ায় সে ক্রল করে কোনমতে নিজের কেবিনে পৌঁছে দরজার খিল আঁটল। পরবর্তী দু'ঘণ্টায় আমরা তিনবার ওদের তাড়িয়েছি। ওরা কোরালের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময়ে ঘোড়া বা যা কিছু সামনে পড়েছে সেদিকেই গুলি ছুঁড়েছে; নিছক খুনের নেশায়—জীবন্ত কিছু হলেই হলো। ওরা কিছু পোল-কোরাল আগুনে ধরিয়ে দিল, কিন্তু মাটির তৈরি হওয়ায় কেবিনগুলোর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আমরা তখনও তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, এইসময়ে হঠাৎ একটা ছোট সেনাদল আমাদের সাহায্যে ছুটে এলে ওরা বেকায়দায় ফেঁসে গেল। পালাবার আগেই আটজন অ্যাপাচি সেনাদলের গুলিতে মারা পড়ল। ওদের দলের একজন আহত অবস্থায় ধরাও পড়েছিল।'

বক্তার পাশেই বসল রিচার্ড। হালকা গড়নের লোকটার ছোট্ট দেহটা দড়ির মত পাকানো। চোখ দুটো উজ্জ্বল। বয়স সম্ভবত পঞ্চাশ হবে। বক্তা ঘুরে রিচার্ডকে দেখে বলল, 'হাওডি, স্ট্রেঞ্জার। আমি টম হাডসন, এখানকার একমাত্র সেলুনের মালিক। আমার সেলুনে প্রথম ড্রিঙ্ক ফ্রি।'

'ধন্যবাদ, আমি পয়সা দিয়েই একটা খেয়ে এসেছি,' বলল

রিচার্ড।

দেখতে পাচ্ছে উপস্থিত সবাই ওর বিজাতীয় উচ্চারণের কথায় প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছে। আগেও অন্তত একশোবার এই একই ঘটনা ঘটেছে।

ষোলো বছর বয়সে একটা নতুন ভাষা শেখা রিচার্ডের কাছে বেশ কঠিনই মনে হয়েছে। মহিলা নিজেকে তার মা বলে পরিচয় দিয়ে বলেছিল যে, অ্যাপাচিরা তাকে অ্যারিজোনা টেরিটোরি থেকে পাঁচ বছর বয়সে চুরি করে নিয়ে গেছিল। কিভাবে শেষ পর্যন্ত বাচ্চাকে ফিরে পাওয়ার সব আশা ছেড়ে ওরা ক্যানসাসে ফিরে এসেছিল, এসব গল্প রিচার্ডের মনকে বিন্দুমাত্র নাড়া দেয়নি। মহিলার প্রতি প্রাণের কোন টানই সে অনুভব করেনি; পৃথিবীর কোন মানুষের জন্যেই কোন স্নেহ-মমতা তার নেই। সে নেহাতই একজন একাকী মানুষ, যার মনে কোন ভীতি বা আবেগ নেই। যে নিষ্ঠুর আর বর্বর লোকটাকে সে এতদিন ধরে ট্রেইল করছে তার ওপর ব্যক্তিগত বা নির্দিষ্ট কোন রাগ ওর হৃদয়ে নেই। যতদিন ওকে হত্যা করতে না পারে, ততদিন তাকে ট্রেইল করবে রিচার্ড। যদি লোকটাকে অতর্কিতে তার ক্যাম্পে কাবু বা গ্রেপ্তার করতে পারে, তবে ভিনসেন্ট প্রাইসকে কোন পিঁপড়ের ঢিবিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে রেখে ওখানেই বসে লোকটাকে মরতে দেখবে।

সহজ সরল ব্যাপার।

উপস্থিত একজন বলল, 'ওই হামলার কথা আমি শুনেছি, টম। মনে হয় ওদের সাথে কোন সাদা লোকও ছিল, যে আহত হয়ে ধরা পড়েছিল।'

হাডসন মাথা ঝাঁকাল, এবার লোকটার কথা রিচার্ডের মনে পড়ল। সেদিন লড়াইয়ে জখম হওয়ার পর এই হাডসনই সৈনিকদের সাথে তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সবাই মিলে রিচার্ডকে অ্যাপাচি মনে করে যখন বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন একজন ওর নীল চোখ জোড়া লক্ষ করল।

'ঠিক,' আবার মাথা ঝাঁকাল টম। 'ওর কাঁধে গুলি লেগেছিল। জখম অবস্থায় মাটিতে পড়ে প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছিল সে, তবু টুঁ শব্দটি করেনি। চুপ করে আমাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে ওখানে শুয়ে ছিল ছেলেটা। আমাদের সৈন্য দলের অ্যাপাচি স্কাউটদের সাথেও সহজে সে কথা বলতে রাজি হয়নি। ওকে যখন সেনারা ফোর্টের হাসপাতালে নিয়ে গেল তখন বাধ্য হয়ে ছেলেটাকে বিছানার সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। পরে খবর পেয়ে ওর বাপ-মা ওকে নিতে এসেছিল।'

একজন ভারী গড়নের রাইডার বড়াই করে বলল, 'আমার হাতে পড়লে ব্যাটাকে শান্ত রাখার জন্যে কোন শিকলের প্রয়োজন হত না, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

রিচার্ডের দিকে ফিরল টম। 'মাত্র এসেছ?' প্রশ্ন করল সে।

জবাবে কেবল মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড।

'এখানে আমরা মানুষকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি না। যার-যারটা তাদের নিজেদের ব্যাপার। আমাদেরটাও তাই।'

'ওই কথায় আমি এখানে কতদিন থাকব জানতে চেয়ে থাকলে বলছি, সম্ভবত আমি কাল সকালেই রওনা হয়ে যাব,' বলল রিচার্ড।

'না, কোন প্রশ্ন তুলিনি আমি। ভাবলাম এখানকার রীতিটা তোমাকে জানিয়ে রাখি।'

'আমি ল অফিসার নই। অর্থাৎ বেশি কিছু জানতে চাইব না আমি।'

আসলে ভিনসেন্ট এই শহর পেরিয়ে কবে গেছে জানা ছাড়া ওর আর কিছু জিজ্ঞাস্যও নেই। লোকটা যে এই পথেই এসেছে তা সে ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেই জেনেছে। রিচার্ডের মত ট্র্যাক দেখে ট্রেইল করার দক্ষতা খুব কম সাদা লোকেরই আছে। এটাও ছেলেবেলায় অ্যাপাচি অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের কাছেই সে শিখেছে। লোকটা এখনও এখানে আছে নাকি ছেড়ে চলে গেছে সেটাই ও

জানতে চায়।

রিচার্ডের সামনে যে লোকটা বসে খাচ্ছে সে নিঃসন্দেহে একজন হতভাগ্য জুয়াড়ী, যার কপালে ইদানীং মন্দা চলছে। ওর সাদা শার্টটা এতই নোংরা হয়েছে যে সাদা বলে চেনাই যায় না। ওর গলা এত সরু আর কণ্ঠা এতই উঁচু যে খাবার গিললে মনে হয় একটা আস্ত সেদ্ধ ডিম যেন গলা দিয়ে নেমে গেল।

'তোমার মতই, আমার নাম জেনে তোমার কোন লাভ নেই, স্ট্রেঞ্জার,' রিচার্ডকে বলল সে। 'তুমি আমাকে ওয়ান কার্ড বলে ডাকতে পারো। আমরা সাধারণত টমের সেলুনে সন্ধ্যায় একটা ছোট খেলায় বসি,' ইঙ্গিতে ওকে পরোক্ষ আমন্ত্রণ জানাল জুয়াড়ী।

'দুঃখিত, আমি কখনও তাস খেলিনি,' সংক্ষেপে জানাল রিচার্ড। আবার ওরা নিজেদের মধ্যে আগের মতই প্রশ্নবোধক চোরা-চাহনি বিনিময় করল।

চেহারা আর পোশাকে উপস্থিত আর সবার মতই...কিন্তু স্ট্রেঞ্জারের ওই উচ্চারণ আর অ্যাকসেন্ট? বিভ্রান্ত বোধ করছে ওরা। তাছাড়া এটাও কি সম্ভব যে একটা পরিণত বয়স্ক পুরুষ কোনদিন তাস খেলেনি? হয়তো বিদেশী লোক—ভাবছে ওরা।

জুয়াড়ী ওয়ান কার্ডের পাশেই বসেছে ভারী গড়নের রাইডার। লোভী পেটুকের মত খাবার গেলা শেষ করে সে এতক্ষণে আবার মুখ খুলল। 'আমি বার্থেলেমিউ, সবাই নামটাকে ছোট করে আমাকে বার্ট বলেই ডাকে,' যেচে নিজের পরিচয় দিয়ে শার্টের হাতায় মুখ মুছল সে। 'আমি ঘোড়া কেনা-বেচার একটা ছোটখাট ব্যবসা করি। যারা তাড়াহুড়ায় আছে এবং বেশি খুঁতখুঁতে নয়, তাদের সাথেই আমার কারবার,' বলে অর্থপূর্ণ ভাবে চোখ টিপল বার্ট।

চতুর্থ লোকটা কিছুই বলল না। খাবার শেষ করে ফাইনাল এক কাপ কফি খাচ্ছে সে।

মেক্সিকান মহিলা এক প্লেট গরম খাবার এনে হাসিমুখে রিচার্ডের সামনে নামিয়ে রাখল। নীরবে খাওয়া শুরু করল সে। উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো কথাবার্তা ওর কানে আসছে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দটা বাড়ির সামনে এসে থামল। পরক্ষণেই একটা মেয়ের গলা শোনা গেল। 'হ্যালো, লিম্পি, তোমার কারবার কেমন চলছে?'

তিন

খাওয়া থেকে মুখ তুলে তাকাল রিচার্ড। মেয়েটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল, পিছনে লিম্পি। মেয়েটা অনেক দিক থেকেই মেয়ে জাতির একটা অসাধারণ নমুনা। মাথায় একটা চওড়া রিমের কালো হ্যাট। হ্যাটের চূড়াটা চোখা হওয়ায় ওকে যতটা নয় তারচেয়ে বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। মেয়েটার প্রকৃত উচ্চতা সম্ভবত পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি হবে। মেয়েটার পরনে নীল রঙের পুরুষের শার্টের গলার অংশ খোলা। ফলে বাদামী রঙের গলার সাথে ওর পুষ্ট বুকের কাছ থেকে উপরের বেশ কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বুট, স্পার, চামড়ার স্কার্ট, এসবের সাথে ঘোড়া চালাবার একটা ছড়ি আর পিস্তলও ঝুলছে ওর কোমরে। ওই সোনালি চুলের মেয়ে ওজনে একশো পঞ্চান্ন পাউন্ড হবে। শক্ত-সমর্থা মেয়েটাকে দেখে বোঝা যায় যেকোন পুরুষের সাথে সে সমানে-সমানে যুঝতে পারবে।

'হ্যালো,' জোরালো স্বরে শুভেচ্ছা জানাল মেয়েটা। 'এ যে

দেখছি একেবারে হাউস ফুল!' হাসিমুখে বলল সে।

'তুমি আমার জায়গায় বসতে পারো, বার্থা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল টম। 'আমার খাওয়া শেষ।'

কালো হ্যাটটাকে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে রিচার্ডের পাশেই বসল বার্থা। নীরব চতুর্থ লোকটা উঠে চলে গেলে ওর জায়গায় বসল লিম্পি। পাইপ ধরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল টম হাডসন।

'অ্যাপাচিদের নতুন কোন খবর আছে?' প্রশ্নটা সবার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল বিগ বার্থা।

'গতকাল এই পথে যাওয়ার সময়ে একটা লোক ফ্রেশ ঘোড়া নিল,' বলে উঠল বার্ট। 'ওরা ষাট মাইল উত্তরে একটা র‍্যাঞ্চে হামলা চালিয়ে চট করে সরে পড়েছে। বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। সেনাবাহিনী ওদের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি ওই পিছলা শয়তানগুলোকে ধরার সম্ভাবনা কতখানি। নেই। একেবারেই নেই। এই দেশে কারও পক্ষে একা ট্র্যাভেল করা এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

'তাই বা কিভাবে বলি, পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে প্রতিবাদ করল টম। 'কিছু লোক আছে যারা তা বিশ্বাস করে না···এই স্ট্রেঞ্জারের মত। ভিনসেন্টও তা বিশ্বাস করেনি।'

ভিনসেন্ট! তাহলে লোকটা এখানে এসেছিল এবং চলেও গেছে, ভাবল রিচার্ড। কতক্ষণ আগে গেছে জানা দরকার। সম্ভবত খবরটা আমি পরে বের করতে পারব।

'তোমার ব্যবসার খবর কি, বার্থা,' ওয়ান কার্ড প্রশ্ন করল।

'মোটামুটি চলছে,' কাঁধ উঁচাল মেয়েটা। 'আমার মেক্সিকান প্যাকাররা আজ তিনটে চালান নিয়ে এসেছে। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত: ওরা সবাই ভয়ডরহীন শক্ত লোক। অ্যাপাচি থাব বা না থাক।'

'ওরা নিনোর হাতে পড়লে মজা টের পাবে,' বলে উঠল টম।

পরে সম্ভবত রিচার্ডকে শোনাতেই যোগ করল, 'আমরা সবাই মিলে যা রোজগার করি তারচেয়েও বেশি কামায় বার্থা।'

'যাঃ, বাজে কথা,' কপট রাগ প্রকাশ করল মেয়েটা। 'মেসকাল আর টেকিলা (দুটোই মেক্সিকান চোলাই মদ) স্মাগল করে কেউ কোনদিন বড়লোক হয়েছে? কুকুরের চেয়েও অধম এই জীবন। মাইনিং ক্যাম্পের কঞ্জুস লোকগুলোর থেকে টাকা বের করা কি সহজ কাজ? আমাকে রীতিমত ঝগড়া আর গালাগালি করে টাকা আদায় করতে হয়। কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে আমার দিন চলে।'

'তাই বটে!' হাসল হাডসন।

'এটাই সত্যি। আমি এখন একটা মোটা টাকা হাতে পাওয়ার দিন গুনছি। কিছু টাকা হাতে এলেই আমি স্মাগলিঙের পাট চুকিয়ে এমন কোন ব্যবসা ধরব যেখানে সত্যিকারের টাকা আছে। এখন আমার একটা প্যাক ট্রেইন লুট হলে বা কোন সেলুন হঠাৎ ফতুর হয়ে গেলেই আমি শেষ। সামান্য কোন সুযোগ এলেও আমি এই দুই পয়সার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কোন জুয়ার প্রতিষ্ঠানে তাস বাঁটতে ফিরে যাব।'

'তুমি আমাকে একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান খুলতে ফাইন্যান্স করো না কেন?' প্রস্তাব দিল সুযোগ-সন্ধানী জুয়াড়ী। 'বেশি টাকা দরকার হবে না, আমি মক্কেলদের সবাইকে ছিলে দুজনের জন্যেই কিছু রোজগার করতে পারব।'

মেয়েটার স্পষ্টভাষী চোখ দুটো ওয়ান কার্ডের ওপর স্থির হলো। মুখ দিয়ে অবজ্ঞার একটা শব্দ করে সে বলল, 'তুমি মনে করেছ আমার কষ্টের কামাই আমি তোমার মত সস্তা জুয়াড়ীর পিছনে ঢালব? তোমার যদি মক্কেলদের ছেলার ক্ষমতাই থাকে তবে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

'নিরুপায় হয়েই আছি, বার্থা।'

'জেলে যাওয়ার ভয়ে লুকিয়ে আছ, না? এই ক্রীকের ধারে

ছিচকেমো করে চেয়েচিন্তে মদ খাচ্ছ আর মাঝে মাঝে জুয়ায় দুটো পয়সা কামিয়ে দিন কাটাচ্ছ। এখন চাও আমি তোমাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করি? শোনো, ওয়ান কার্ড। আমি যদি কোনদিন নিজের কোন জুয়ার আড্ডা খুলি, তবে আমি নিজে সেখানে জুয়া চালাব অথবা সুপারভাইজ করব। এবং তোমাকে আমি ওটা ঝাঁট দেয়ার কাজেও নেব না।'

'তুমি কি সত্যিই কোনদিন এই ব্যবসা ছেড়ে দেবে, বার্থা?' প্রশ্ন করল হাডসন।

'তুমি বাজি রাখতে পারো আমি এটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব!' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বলল সে। 'তুমি কি মনে করো আমি এখানে ওই দুর্গন্ধময় মেক্সিকান মদ স্মাগল করেই আমার সারাটা জীবন কাটাব? আমার শুধু একটা মোটা মূলধন দরকার। ওটা হাতে এলেই আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাব। লো-কাট জামা পরে জুয়ার টেবিলে জমজমাট ব্যবসা করব।'

'তাহলে আমি যে ভুল করেছি সেটা তুমিও কোরো না,' পাইপে টান দিয়ে শান্ত স্বরে বলল টম। 'উদ্যম থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ো, বয়স পেরিয়ে গেলে আর সময় থাকবে না। বহু বছর আগে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্যে কিছু টাকা জড়ো করার আশায় এখানে এসেছিলাম। প্রতিবছরই ভেবেছি সামনের বছরই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সেই আগামী বছরটা আজও আসেনি। শেষে একদিন ঘুম থেকে জেগে টের পেলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর শেকড় উপড়ে অন্য জায়গায় নতুন করে শুরু করার সময় নেই। যা দরকার তত টাকা কোনদিনই জড়ো করতে পারিনি। হয়তো কোনদিন হবেও না।'

'আমার বেলায় তা ঘটবে না,' প্রতিবাদ করল রিচার্ডের পাশে বসা মেয়েটা। নাকে হালকা সুগন্ধির সুবাস আসছে, মেয়েটার যে একটা উগ্র আকর্ষণ আছে, এ সম্পর্কে সচেতন হলেও এতে রিচার্ডের মনে কোন আলোড়ন জাগছে না। সে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

মেয়েদের জন্যে ওর মনে জায়গা কোনকালেই ছিল না। 'হাতে কিছু টাকা এলেই আমি সব ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দেশে পাড়ি জমাব। শোনো, হাডসন, যখনই সম্ভব হয় আমরা দুজনে মিলে একটা বড় আড্ডা খুলতে পারি, তুমি বার সামলাতে পারবে আর আমি স্মার্ট ডান্স হল মেয়েদের ট্রেইনিং দিয়ে ডীলার তৈরি করার কাজ সামলাব। ওখানে কেবল আমার ট্রেইনিং দেয়া মেয়েরাই তাস বাঁটবে।' শক্ত বেঞ্চের ওপর ঘুরে বসে টমের দিকে তাকাল বার্থা। 'আমি সত্যিই সিরিয়াস, হাডসন। আমাকে ট্রেইনিঙের জন্যে কিছু চৌকস মেয়ে এনে দাও, আমি মক্কেলদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছিলে ফেলার ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা এটা সত্যিই সম্ভব,' স্বীকার করে চিন্তামগ্ন ভাবে পাইপ ফুঁকতে থাকল টম।

সোজা হয়ে বসে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে রিচার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বার্থা। রিচার্ড টের পেয়েও পাত্তা দিল না।

'তুমি কোনদিক দিয়ে শহরে ঢুকেছ?' সরাসরি প্রশ্ন করল বার্থা।

'উত্তর থেকে,' বলে মুখ না তুলে জবাব দিয়ে নিজের মনেই খেয়ে চলল সে।

'ব্যাজ নিয়ে এসেছ?'

শব্দ করে হেসে উঠল বার্ট। তারপর রিচার্ডের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তুমি জানো ওই কথার মানে কি, স্ট্রেঞ্জার? ওর স্বামী বিনা নোটিশে মারা পড়েছে, বুঝলে?'

মেয়েটা বার্টের দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টি বরফ শীতল। 'তুমি ভবিষ্যতে আর ওই ধরনের মন্তব্য কখনও করবে না, বার্ট, করলে আমি তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। আমার স্বামী কিভাবে মারা গেছে, বা আমি কেন এখানে এসেছি সেসব তোমার নাক গলাবার বিষয় নয়। কথাটা জলদি মাথায় ঢুকিয়ে নেয়াই তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হবে।'

'আমি ব্যাজ নিয়ে আসিনি,' জবাব দিল রিচার্ড।

'ভাল। তুমি তাহলে এখানে স্বাগত। এই!' খোলা দরজা দিয়ে মেক্সিকান মহিলার উদ্দেশে হাঁকল বার্থা। 'আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসো। খাওয়া সেরে আমি এখানকার যারা পোকার খেলতে চায় তাদের ছিলব। তোমাকেও বাদ দিচ্ছি না, ওয়ান কার্ড, টাকা থাকলে তুমিও খেলতে পারো। অবশ্য তোমার কাছে টাকা না থাকারই কথা।'

'স্ট্রেঞ্জার তো তাস খেলে না, সে হয়তো আমাকে ব্যাক করবে,' প্রস্তাব দিল জুয়াড়ী।

'কোন আগ্রহ নেই,' বলে খাওয়া চালিয়ে গেল রিচার্ড।

'সে কি নিজের নাম বলেছে, হাডসন?' ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল বার্থা।

'আমরা জিজ্ঞেস করিনি, বার্থা,' জবাব দিল সে।

রিচার্ড ম্যাকিনলে টেবিল ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খাবার দাম জিজ্ঞেস করে বিল মিটিয়ে দিল। মহিলা হাত পেতে পয়সা নিয়ে উপরে নিচে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হেসে বলল, 'গ্রাসিয়াস, সেনইঅর, মুচাস গ্রাসিয়াস।'

টমের দিকে ফিরে একটা সিগারেট তৈরির ফাঁকে সে প্রশ্ন করল, 'তোমাকে একান্তে দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

সেলুন মালিক স্থির দৃষ্টিতে রিচার্ডকে যাচাই করে দেখছে। ওর চোখে আস্তাবলের লিম্পির মত শীতল চাহনি।

'এখানে গোপনীয় বলে কিছু নেই, মিস্টার,' জবাব দিল টম। ওর স্বরে একটু তিক্ততার আভাস। 'এখানে আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু। কি জানতে চাও তুমি?'

'গত দুতিন দিনে এখানে বাইরের কোন লোক এসেছে? লোকটা একাই ছিল।'

'তুমি এসেছ,' জবাব দিল টম।

'লোকটার বয়স সাঁইত্রিশ। ওর বাম গালে একটা ছুরির কাটা

দাগ আছে। বাদামী গোঁফ দুপাশ দিয়ে নিচের দিকে ঝোলানো। চৌকো গড়নের লোক। কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল ঝোলায় সে।'

কামরার প্রত্যেকটা মানুষের চোখ এখন রিচার্ডের ওপর। বার্থার কঠিন দৃষ্টি যেন ওকে ভেদ করে ভিতরটা দেখে নিতে চাইছে। মেয়েটা বলল, 'লোকটা কি করেছে? হয়তো সে এখানে আসেনি।'

'আমি ওকে ট্রেইল করে এখানে পৌঁছেছি,' জানাল রিচার্ড। 'সে যে গত তিনদিনের মধ্যে এখানে এসেছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'তোমার কথা বলার ঢংটা খুব অদ্ভুত,' বলল বার্থা। 'আমি যেসব জায়গায় কাজ করেছি সেখানে অনেক বিদেশী দেখেছি। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ওরা কে কোন দেশ থেকে এসেছে তা ওদের কথার ধরন শুনেই আমি বলে দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার কথা আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। এমন আগে কখনও শুনিনি। লোকটা কি করেছিল?' পুনরাবৃত্তি করল সে।

'ভিনসেন্ট? ঊনিশজন লোককে হত্যা করেছে, এবং আরও অনেক অপরাধের সাথে কয়েকটা ব্যাঙ্ক ডাকাতিও সে করেছে।'

'বুঝলাম,' চিন্তামগ্ন ভাবে অনেকটা নিজের মনেই বলল মেয়েটা। 'আমি টের পেয়েছিলাম একটা কিছুর থেকে সে পালাচ্ছে। নইলে অ্যাপাচিতে ভরা মরুভূমির মধ্যে সে বেরিয়ে পড়ত না। সে সত্যিই এখানে এসেছিল। ক্রীকের ধারে আমার ক্যাম্পেই দুদিন বিশ্রাম নিয়েছে। রাতে টমের ওখানে আমাদের সাথে পোকারও খেলেছে। তুমি ওর পিছনে ধাওয়া করছ অথচ তোমার কাছে ব্যাজ নেই।'

'না নেই।'

দেহের উপরের অংশ ঘুরিয়ে টমের দিকে তাকাল বার্থা। ঈষৎ বিরক্তিতে মেয়েটার অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারায় সামান্য ভাঁজ

পড়েছে। সন্দেহ নেই মেয়েটা এক সময়ে অপূর্ব সুন্দরী ছিল। কৌতূহলশূন্য অলস চিন্তায় হঠাৎ রিচার্ডের মনে হলো মেয়েটা ডান্স হলের জুয়ার টেবিলে কাজ না করলে হয়তো সে একজন পরিশ্রমী সৎ র‍্যাঞ্চারের আদর্শ বউ হতে পারত।

বার্থা বলল, 'ওর কাছে যদি ব্যাজ না থাকে, টম, তাহলে আর কি কারণে সে ওয়ালেসকে অনুসরণ করবে?'

বার্থার দিকে তাকিয়ে হাডসন সেটাই অনুমান করার চেষ্টা করছে, তাই আপাতত কোন মন্তব্য করল না। পরে মুখ থেকে ভিজে পাইপটা বের করে বলল, 'হয়তো ব্যক্তিগত কোন কারণে।'

মাথা নাড়ল বার্থা। ওর সোনালি চুল দিয়ে সিল্কের দড়ির মত বেণী করে মাথার ওপর চূড়া করে খোঁপা বাঁধা হয়েছে। 'হয়তো, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। সে বলেছে ভিনসেন্ট ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে, এবং আমি জানি কথাটা সত্যি। কারণ আমি দেখেছি দুটো বড় টাকার থলি সে রাতে বিছানায় মাথার কাছে নিয়ে রাখত। এর মানে হচ্ছে ওর জন্যে কোন বাউন্টি বা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের বিজাতীয় উচ্চারণের বন্ধু একজন বাউন্টি হান্টার, টম। তুমি কি বলো, মিস্টার? ঠিক বলিনি?'

'আমি কেবল জানতে চাই সে কখন এসেছিল, কখন গেছে এবং কোন দিকে,' অধৈর্য স্বরে বলল রিচার্ড।

'এমনি এমনি, অ্যাঁ?' ধমকে উঠল বার্থা।

'ঠিক আছে, লেডি। না বললেও আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। আমি সকালেই আবার ওর ট্র্যাক খুঁজে নিতে পারব।'

'অবশ্যই পারবে,' উপহাস মেশানো সুরে বলল মেয়েটা। 'তুমি নিজেই বলেছ, ওকে ট্রেইল করেই এতদূর এসেছ তুমি। নির্বিকার চেহারা আর কথা বলার অদ্ভুত অ্যাকসেন্ট নিয়ে তুমি এখানে হাজির হয়েছ। সাধারণ কাউহ্যান্ড বা ঘোড়া চোর নও তুমি। তোমার কাছে কোন ব্যাজও নেই, তুমি এমন একজন, যে কারও বা কোনকিছুরই তোয়াক্কা করো না—হয়তো টাকা ছাড়া

তুমি আর কিছু বোঝো না। তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই, তুমি একজন বাউন্টি হান্টার। মানুষ খুন করে টাকা রোজগার করাই তোমার পেশা। সুতরাং বাড়তি কোন প্রশ্ন কোরো না, আমাদের থেকে তুমি আর কিছুই জানতে পারবে না।'

রিচার্ড জানে না, কিন্তু ওর ব্যাপারে একটা কিছু, একান্তে থাকা বা নির্বিকার আচরণ, মেয়েটাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। বার্থা এই বসতিতে পুরুষের সঙ্গ ছাড়া একাই বাস করছে, কারণ এটাই তার রীতি। সম্ভবত তার ডান্স হল জীবনের অভ্যাসটাই রয়ে গেছে, যেখানে মেয়েদের, এমনকি ডীলারকেও সবসময়ে নিজের গার্ড রক্ষা করে চলতে হয়। কিন্তু এখন ওই স্ট্রেঞ্জার এসে সব ওলটপালট করে দিয়েছে। নারীবিহীন বসতিতে একমাত্র আকর্ষণীয়া সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও রিচার্ডের উপেক্ষা বার্থার দম্ভকে জোর একটা খোঁচা দিয়েছে।

দরজার কাছে পৌঁছে সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে বাকি অংশ বাইরে ফেলে দিয়ে রিচার্ড বলল, 'তোমরা যা খুশি ভাবতে পারো। আমি জেনেছি সম্প্রতি সে এখানে ছিল। আমার জন্যে সেটাই যথেষ্ট। ওকে ঠিকই ধরব আমি।'

'কাঁচকলা করবে তুমি!' বিদ্রূপ করে উপেক্ষার বদলে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল বার্থা।

বাইরে বেরিয়ে এল রিচার্ড। কোরালের দিকে পা বাড়াল সে। বেডরোল আর ক্ষুরটা ওর দরকার। পিছনের ছোট কামরায় কয়েকটা মুহূর্ত নীরবতায় কাটার পর মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। খাওয়ার কথা সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

'আমি লোকটাকে ঠিকই চিনেছি, টম,' জোর দিয়ে বলল বার্থা। 'আমি নিশ্চিত। ওই নির্বিকার চেহারার লোক একজন বাউন্টি হান্টার।'

'হয়তো না,' সন্দেহ প্রকাশ করল টম হাডসন।

'ব্যাঙ্কে ডাকাতি হলে কি ঘটে?' জানতে চাইল বার্থা। 'শেরিফ

কিছু করতে না পারলে কি ব্যাঙ্কার ঘোড়া নিয়ে ডাকাতের পিছনে ধাওয়া করে? কক্ষনো না। সে একটা পুরস্কার ঘোষণা করে অন্য কাউকে দিয়ে নোংরা কাজটা করায়। আমার মনে হচ্ছে এটাও নিছক পুরস্কারের ব্যাপার। এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে, বার্থা?' প্রশ্ন করল সেলুন মালিক।

'শোনো, টম,' আন্তরিক সুরে বলল সে। 'আমি তোমাদের খোলাখুলি ভাবে সব জানাইনি, আমি বলেছিলাম ভিনসেন্টের কাছে অনেক টাকা ছিল। কিন্তু কত ছিল তা জানাইনি। যা ছিল তা সত্যিই প্রচুর। দুটো বড় ক্যানভাসের ব্যাগে ভরা কাগজের টাকা। আমি আগে কিছু বলতে চাইনি কারণ ভেবেছিলাম হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে সভ্য জগতে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ পাব। ভিনসেন্ট আমাকে বলেনি টাকা সে কোথায় পেয়েছে, এবং আমিও জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম ওর কাছে টাকা রয়েছে সেটাই যথেষ্ট। এখান থেকে বেরিয়ে আমার সাথে একটা জুয়ার আড্ডা খোলার প্রস্তাব আমি ওকে দিয়েছিলাম। সে রাজিও হয়েছিল, কিন্তু মেক্সিকান সীমান্ত পার হয়ে কয়েক মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকা ওর জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছিল। সে নিজেই একথা আমাকে জানিয়েছে। সে কথা দিয়েছে কয়েক মাস পরে সে আমার জন্যে ফিরে আসবে। এখন এই অদ্ভুত অ্যাকসেন্টের লোকটা ওকে ট্রেইল করে এসে সব গোলমাল করে দিল। আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি, টম, এই লোক ওর পিছনে লেগে থাকলে সে কোনদিনই আর ফিরবে না! ফলে বিগ বার্থাকে সেই আগের জায়গাতেই থেকে যেতে হচ্ছে।'

'কপাল মন্দ,' মন্তব্য করল হাডসন।

'কপাল মন্দ?' চেঁচিয়ে উঠল বার্থা। 'চার বছরে আমার আবার উপরে ওঠার এই একটাই সুযোগ এল, এবং এখন সেটাও ভেস্তে যেতে চলেছে ওই লোকটার আগমনে। টম, আমার ওই টাকাটা

দরকার, তার সাথে ওর মাথার ওপর যা বাউন্টি ধার্য করা হয়েছে, সেটাও আমি চাই। আমি ওটার পিছনে যাচ্ছি।'

'কিভাবে? কোথায়?'

'ভিনসেন্ট চিওয়াওয়া (Chihuahua) শহরের দিকে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে এটুকু সে আমাকে জানিয়েছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সে স্টেজ নিয়ে সোজা এলপেসো কেন যাচ্ছে না। জবাবে সে বলল, ওটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে। যে লোকটা জোঁকের মত ওর পিছনে লেগে আছে তাকে খসিয়ে ফেলার জন্যেই সে এই ঘোরা পথে এগোচ্ছে।'

'ভাবছ তুমি ওকে পথেই ধরে ফেলতে পারবে?'

'সহজেই। এখান থেকে সীমান্ত বেশি দূরে নয়। পার হওয়ার পর ও নিশ্চিন্ত বোধ করবে। তুমি তো জানো মাত্র গতকালই সে রওনা হয়েছে। আমার প্যাকারদের সাথে পথে ওর দেখা হয়েছে। বাতাস নেই যে ওর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ঢাকা পড়বে, অনুসরণ করা খুব সহজ হবে। ওই অদ্ভুত অ্যাকসেন্টের পাখিটা ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা কিছু ভাল ঘোড়া নিয়ে আজ রাতেই রওনা হয়ে যাব। সকাল হওয়ার আগেই আমরা বহু মাইল এগিয়ে থাকব। ওই বাউন্টি হান্টার যদি আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় তাহলে ওর মত পরিবর্তন করার জন্যে রাইফেলের কয়েকটা বুলেটই যথেষ্ট হবে। তুমি কি বলো, টম? তুমি আর আমি এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছিলাম, তাই না?'

তিনজন লোক একই সাথে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লিম্পি, পেটুক বার্ট আর জুয়াড়ী ওয়ান কার্ড।

জুয়াড়ীই প্রথম মুখ খুলল। 'শুধু তুমি আর টম কেন, বার্থা? আমরা কি দোষ করলাম? আমরাও তোমাদের সাথে আছি।'

'না, তোমরা বাদ,' সোজা জানিয়ে দিল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল ওয়ান কার্ড। 'না, আমাদেরও নিতে হবে. নইলে

আমরা এখনই গিয়ে স্ট্রেঞ্জারকে সব কথা খুলে বলব। এখানে তুমি আর টমই গর্তে পড়ে নেই, আমাদেরও নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। তাছাড়া ভিনসেন্ট যদি গোলমাল করে তাহলে তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে, কারণ লোকটা বিপজ্জনক।'

'ওয়ান কার্ড আমার মনের কথাই বলেছে, বার্থা,' বলে উঠল বার্ট। 'ভাগে কম পড়লেও নিরাপদ থাকা ভাল। তুমি আর টম ওই রকম একটা লোকের বিপক্ষে কিছুই করতে পারবে না। ওই লোকটা সত্যিই ভয়ানক। লোভে পড়ে বোকার মত কিছু না করার মত বুদ্ধি তোমাদের থাকা উচিত।'

'অ্যাপাচিদের গুলিতে আমি খোঁড়া হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও আমি আগের মতই রাইড আর শূট করতে পারি,' শান্ত স্বরে জানাল লিম্পি। 'রাইফেলে আমার মত হাত খুব কম লোকেরই আছে। আমরা ব্যাঙ্ক থেকে এবং ওই লোকের জন্যে পুরস্কারের যা টাকা পাব তা নতুন জীবন শুরু করতে আমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট হবে।'

একে একে সবার মুখ দেখে হাডসনের দিকে ফিরল বার্থা। লোকটা এখনও চিন্তামগ্ন ভাবে পাইপ ফুঁকছে। নীরবেই মেক্সিকান মহিলার রেখে যাওয়া খাবার খেতে শুরু করল বিগ বার্থা।

চার

ধীর গতিতে নীরবে সন্ধ্যা নামল। চারদিক স্তব্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু পাখিরা এখনও ঘুম জড়ানো স্বরে মাঝেমাঝে নীরবতা ভেঙে

ডেকে উঠছে। সারাদিন প্রচণ্ড গরম ছিল। এখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে পরিবেশ।

সেলুনের খোলা দরজা দিয়ে প্রচুর হাসি আর কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। মাঝেমাঝে পোকার চিপসের ঠোকাঠুকির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। খুব সস্তা বাজিতে খেলা হচ্ছে। চারজন পুরুষ আর একটা মেয়ে রাত গভীর হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

কোরাল থেকে পঞ্চাশ গজ পিছন দিকে কটনউড গাছের তলায় তিরপলের বেডরোল বিছিয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটু শুয়েছিল রিচার্ড। এখন উঠে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করে মেক্সিকান মহিলার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। হাডসনের সেলুন পার হওয়ার সময়ে খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল ভিতরে পোকার খেলা চলছে, কয়েকজন দর্শকও জুটেছে ওখানে।

কোরাল থেকে এক বালতি দুধ দুয়ে নিয়ে ফিরছিল মেক্সিকান মহিলা। বাচ্চা দুটোও রয়েছে ওর পিছনে। মিউ মিউ ডাকের সাথে একটা বিড়ালের বাচ্চা ওদের অনুসরণ করছে, একটা ছোট্ট কুকুর-ছানাও আছে সাথে। সম্ভবত দুধ খেতে পাওয়ার আশাতেই ওরা মহিলার পিছন-পিছন ঘুরছে।

'শেভ করার পানি?' প্রশ্ন করল মহিলা। 'এক মিনিট, সেনইঅর, আমি নিয়ে আসছি।'

রান্নাঘর থেকে গরম পানি আর একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এল সে। তারপর দরজায় দাঁড়িয়েই তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি গাল আর চোয়াল থেকে অদৃশ্য হতে দেখল।

'তুমি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ, সেনইঅর?'

'হ্যাঁ, অনেক লম্বা পথ।'

'তোমাকে আরও অনেকদূর যেতে হবে?' জানতে চাইল মহিলা।

'সম্ভবত আরও কিছুটা পথ চলতে হবে। মেক্সিকো।'

'ওখানেই ছিল আমার বাড়ি, সেনইঅর। এখানে স্বামীর সাথে

এসেছিলাম আমি। ওখানে কোরালের পিছনে ওর কবর।'

পানি দিয়ে সাবানের ফেনা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল রিচার্ড। 'তাহলে তুমি ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

কাঁধ উঁচাল মহিলা। কেবল মেক্সিকান মেয়েরাই অমন অপারগ ভঙ্গিতে শ্রাগ করতে পারে। 'আমার দুটো বাচ্চা রয়েছে, সেনইঅর, টাকা নেই।'

সেই চিরাচরিত করুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি, ভাবল সে। নামহীন বসতির হারিয়ে যাওয়া আরও একজন। এই বিজন মরুভূমির বাসিন্দা নয়, বন্দি। মুক্তির একমাত্র চাবি; টাকা ওর কাছে নেই। সবারই একই অবস্থা। কেবল ভিনসেন্ট এর ব্যতিক্রম। একমাত্র খুনী ভিনসেন্ট বেপরোয়া পিস্তলের জোরে সেই চাবি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। দুটো ক্যানভাসের ব্যাগে রয়েছে ওই চাবি, যার জন্যে নিজেদের জীবন দিয়ে মাসুল দিয়েছে দুজন ক্যাশিয়ার এবং একজন পাহারাদার আহত হয়েছে।

কাজ সেরে রিচার্ড ফিরতি পথ ধরল। হাডসনের সেলুন থেকে হাসির আওয়াজ এখনও আসছে। বুট খুলে পেতে রাখা বিছানায় চিৎ হয়ে গা এলিয়ে দিল।

আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে অ্যাপাচিদের কাছে শোনা রূপকথাগুলোর কথা মনে পড়ছে ওর। একটা তারা আকাশে বাঁকা শিখা এঁকে নিচের দিকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে নিভে গেল। অ্যাপাচিদের বিশ্বাস ওগুলো মৃত মানুষের আত্মা।

ওদিকে তাকিয়ে একটা অলস চিন্তা এল ওর মাথায়। ওই তারাটা যেমন পথ চলতে চলতে শেষ হয়ে গেল, সেও হয়তো ভিনসেন্টকে হত্যা করার পর কোনদিন আর ক্যানসাসে তার বাবার বিশাল র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে না। ওখানে তার জন্যে কিই বা আছে? বন্ধুত্ব, ভালবাসা, বন্ধন, কিছুই নেই। এতদিন অ্যাপাচিদের সাথে বাস করার পর ক্যানসাসে নিজের পরিবারের সাথে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। আবার এতদিন

সাদা মানুষের সমাজে বাস করার পর অ্যাপাচিদের কাছে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। ওই তারার মতই হয়তো সে চলার পথেই একদিন শেষ হয়ে যাবে।...

'আরে, এখানে এটা কি দেখতে পাচ্ছি?' একটা স্বর শুনে সে চোখ খুলল। কোরালের কাছেই আহত হয়ে পড়ে আছে রিচার্ড। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ।

হাডসন রয়েছে ওখানে, হাতে একটা রাইফেল। অবশ্য এখন ওর বয়স অনেক কম, তিরিশ বা চল্লিশ হবে। তিন-চারজন 'হোয়াইট আইজ' সৈনিকও রয়েছে ওখানে। বাকি সৈনিকেরা একশো গজ এলাকা জুড়ে পড়ে থাকা লাশগুলোর কাছে ঘোরাফেরা করছে। হামলাকারী অ্যাপাচিরা আক্রমণে এতই মশগুল ছিল যে পিছন থেকে সৈনিকদের আক্রমণ হতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি।

'বয়সে কিশোর হলেও ওকে নীচ একটা শয়তানের মতই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল হাডসন।

'লেফটেন্যান্টকে ডাকো,' একজন সার্জেন্ট আদেশ দিল তার করপোরালকে।

'লেফটেন্যান্টকে মিছেমিছি ডেকে কি হবে? আমার পিস্তলের একটা গুলিই ওর জন্যে যথেষ্ট, লেফটেন্যান্টের কোন দরকার নেই। আমরা মিছে একটা আহত অ্যাপাচিকে বন্দি করে ঝামেলা বাড়াব কেন?'

'যা বলছি তাই করো!' ধমকে উঠল সার্জেন্ট। 'ওর চোখ দুটো দেখেছ? ওগুলো নীল এবং ওর গায়ের রঙও অন্যগুলোর চেয়ে পরিষ্কার। ছেলেটা সাদা। যাও, লেফটেন্যান্টকে ডাকো!'

কাঁধের জখম থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। শার্পস .৪৫-৭০ রাইফেলের গুলি তার শক্তির প্রমাণ রেখেছে। শক্তিশালি বুলেটের আঘাত ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগবাজি খাইয়ে নিচে ফেলেছে। নিনো যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে কিন্তু ওকে তুলে নিয়ে যেতে

পারেনি। পোনি ছুটিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঝুঁকে রিচার্ডের হাত ধরার চেষ্টা করেছিল নিনো, কিন্তু ওর হাত ফস্কে গেল। সৈনিকেরা অনবরত গুলি ছুঁড়ছে দেখে নিনো আর দেরি করেনি, দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

ওখানে শুয়ে নীরবে জ্বলন্ত চোখে সবাইকে দেখছে সে। মেরে ফেলার অপেক্ষায় আছে। লোকগুলো 'হোয়াইট আইজদের' অবোধ্য ভাষায় কি বলছে তার একটা শব্দও বুঝতে পারছে না রিচার্ড।

যে 'হোয়াইট আইজ' অফিসার এল তার হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। লোকটা যেসব অ্যাপাচি যোদ্ধা আহত অবস্থায় পড়েছিল তাদের হত্যা করতে ব্যস্ত ছিল। রিচার্ডের চোখের সামনেই দুজনকে হত্যা করেছে ওই অফিসার।

লেফটেন্যান্ট চিৎকার করে কিছু বলে হাতের ইশারায় একজন অ্যাপাচি স্কাউটকে ডাকল। লোকটা মাঝবয়সী একজন অ্যাপাচি যোদ্ধা। ওকে রিচার্ড ভাল করেই চেনে, ওর নাম তানাকা। 'হোয়াইট আইজ'দের অবোধ্য ভাষাতেই কথা বলছে সে। অফিসার ওকে কিছু বলে মাটিতে শোয়া রিচার্ডের দিকে দেখাল। স্কাউটটা মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

'ও বলছে তোমার চামড়া পরিষ্কার আর চোখও নীল, তুমি অ্যাপাচি নও।'

'সব "হোয়াইট আইজ"দের মত সেও মিথ্যা কথা বলছে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'আমি একজন অ্যাপাচি।'

রিচার্ডের অবোধ্য ভাষায় ওদের মাঝে অনেক কথা হলো, তারপর মাঝবয়সী অ্যাপাচি যে বর্তমানে সৈনিকদের স্কাউট হয়েছে সে অ্যাপাচি ভাষাতেই রিচার্ডকে বলল, 'ও সত্যি কথাই বলেছে, পোকো (অ্যাপাচিদের মাঝে রিচার্ড ওই নামেই পরিচিত। নামটা ওদেরই দেয়া)। আমি জানি কথাটা সত্যি, কারণ এগারো বছর আগে যে রেইডে তোমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে চুরি করা হয়েছিল,

সেই রেইডে আমিও ছিলাম। "হোয়াইট আইজ" অফিসার বলেছে এখন তোমাকে তোমার আসল বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

'আমি "হোয়াইট আইজ" নই,' প্রতিবাদ করল রিচার্ড। 'আমি একজন অ্যাপাচি।'

'তুমি সত্যিই "হোয়াইট আইজ"।'

ফোর্টের মাটির তৈরি হাসপাতালের কামরাটা আস্তর করে চুনকাম করা হয়েছে। "হোয়াইট আইজ"রা যেরকম বিছানায় শোয় তাকেও তেমনি একটা বিছানায় শোয়ানো হয়েছে। অদ্ভুত একটা বিছানা। তার অ্যাপাচি বাবার বাড়িতে মাটির ওপর পাতা হরিণের চামড়ার বিছানার মত আরামদায়কও নয়। ব্যান্ডেজ বাঁধা কাঁধে গলায় ঝুলানো হাত নিয়ে শুয়ে থেকেছে আর জ্বলন্ত চোখে নার্সকে লক্ষ করেছে।

মহিলার নাকটা খুব পাতলা, অ্যাপাচি সুন্দরী মেয়েদের মত চওড়া এবং গাঢ় রঙের নয়। চোখ দুটো তার মতই নীল, যে রঙ ওকে অনেক লজ্জা দিয়েছে। কেবল এই কারণেই সুযোগ পেলে ওকে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা করবে না পোকো। মহিলা হোয়াইট আইজ মেয়েদের মতই অপদার্থ। ওর কোমর আর কাঁধও পিঠে বাচ্চা বেঁধে হরিণের চামড়ার জাম বোঝাই বস্তা বয়ে বেড়াবার মত শক্ত নয়। সে বুঝতেই পারে না ওর তরুণ অফিসার স্বামীর ওকে নিয়ে কিসের এত গর্ব। এবং অন্যান্য অফিসাররাই বা কেন সুন্দরী স্ত্রী আছে বলে ওকে হিংসা করে।

কামরার আলো নিভিয়ে হেসে গুড নাইট জানাতে দেখে সে ওর দিকে পিছন ফিরে শুলো। এক ঘণ্টা পর গার্ডরা ওকে উঠনে এক হাতে ক্রল করে পালাবার চেষ্টা করতে দেখে ধরে ফেলল। এরপর থেকে ওকে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হত। অ্যাপাচি দোভাষী জানাল দুএক সপ্তাহের মধ্যেই ওর বাপ-মা এসে ওকে নিয়ে যাবে।...

কামরার চুনকাম করা দেয়াল মিলিয়ে গিয়ে আবার অন্ধকার ঘনাল। বেডরোলের ওপর পাশ ফিরে শুলো রিচার্ড।

গভীর ঘুমের মধ্যেই আবছা ভাবে ওর মনে হলো যেন নরম বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে নেয়ার শব্দ কানে এল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার জোগাড় হলেও জাগল না সে। সকাল হওয়া পর্যন্ত ঘুমাল। ভোরে জাগলেও বিছানা ছাড়ল না, শুয়ে শুয়ে সকালের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটা পুরোপুরি উপভোগ করল রিচার্ড। সূর্য ওঠার পর চারদিক আবার গরম হয়ে উঠবে। একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জড়তা কাটাল সে। শেষে বুট পরে ক্রীকের ধারে ঠাণ্ডা পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিল।

ফিরে এসে বিছানা রোল করে আস্তাবলের শেডে ঢুকল রিচার্ড। লিম্পিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে আঁচ করল গতরাতে বেশি রাত পর্যন্ত তাস খেলা চলেছে।

নিজের ঘোড়া দুটোকে খাবার দিয়ে ওদের গা মলে মসৃণ করে দিল। ঘোড়া দুটোকে টিপটপ অবস্থায় রাখতে চায় ও। তাই ভিনসেন্টকে ট্রেইল করায় পিছিয়ে পড়তে চায় না রিচার্ড। তাই র‍্যাঞ্চ থেকে বেছে সবথেকে ভাল দুটো ঘোড়া নিয়ে ট্রেইল করতে নেমেছে। ওগুলোর যোগ্য যত্নই সে নেয়।

বসতিটা একেবারে নীরব। কোথাও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নাস্তা খাওয়ার জন্যে মেক্সিকান মহিলার বাড়ির দিকে রওনা হলো রিচার্ড।

পাঁচ

মরুভূমিটা খুব শুষ্ক আর নিষ্ফলা। কেবল কিছু ঝাড় আর ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায়নি। মরুভূমির পাথুরে মাটি ফ্ল্যাশ ফ্লাডে ক্ষয়ে বৃষ্টির মৌসুমে অগুনতি নালার সৃষ্টি করেছে। কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মেক্সিকোর সীমান্ত ওখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে।

রিচার্ড তার প্যাক হর্স লীড করে চারজন পুরুষ আর একটা মহিলার ঘোড়ার ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোচ্ছে। ওরা মাইল পাঁচেক এগিয়ে আছে। ওদের ট্র্যাক ভিনসেন্টের দুটো ঘোড়ার সাথে মিলেছে। একদল ধুলোময় সৈনিক ঘোড়ার পিঠে চতুর নিনোকে বিফল ভাবে খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত দেহে ফিরছে। ছদ্মনামের নিনো আর তার দলবলই বর্তমানে অ্যাপাচিদের মধ্যে সবথেকে নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর বলে স্বীকৃত।

আরও দক্ষিণে সিয়েরা মাদ্রে পাহাড়ের কাছে ভিনসেন্ট প্রাইস একটা ছোট্ট ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করেছে। ওর সাথে প্রচুর খাবার থাকলেও মনে ভয় আছে। ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চে রিচার্ড ম্যাকিনলের সাথে ওর পরিচয় হয়েছে। ওর অ্যাপাচিদের সাথে থাকার অতীত ইতিহাসও সে জানে। তাই কি আশা করতে হবে এটা সে ভাল করেই জানে।

কাজটা যদি সহজ হত তাহলে পিছনের একটা শহরে থেমে রিচার্ডের জন্যে অপেক্ষা করে সে ওকে হত্যা করত। কিন্তু

ম্যাকিনলে অন্যান্য 'সাদা মানুষের' মত খোলাখুলি ভাবে শহরে ঢুকবে না। সেই জন্যেই গানম্যান হয়েও খুনী ভিনসেন্ট এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সিয়েরা মাদ্রে পাহাড়ের আরও গভীরে হুয়ান করটিনা তার লোকজন নিয়ে ক্যাম্প করেছে। লোকটা অভিজাত বংশের এক মেক্সিকান ডাকাত।

ট্র্যাক অনুসরণ করে দক্ষিণে এগোচ্ছে রিচার্ড। সে বুঝতে পারছে যে টাকা পাওয়ার লোভে ওই পাঁচটা মানুষ রাতের বেলায় দ্রুত ট্র্যাভেল করেছে। কিন্তু ওর কোন তাড়া নেই। সে নিজেও রাতে ট্র্যাভেল করতে অভ্যস্ত। সে জানে ইচ্ছা করলেই ওদের সে ধরে ফেলতে পারবে। চলার গতি কিছুটা বাড়াল রিচার্ড। অ্যাপাচিদের সাথে থেকে সে শিখেছে কতটা বেগে ট্র্যাভেল করা সমীচীন।

দুপুর পর্যন্ত পথ চলার পর অ্যারোয়োর মাথায় একটা বিশাল সাহুয়ারো গাছের ছায়ায় সে থামল। ক্যাকটাস আর অ্যারোয়োর ঢাল ঘোড়া দুটো আর তার নিজের জন্যে রোদ আড়াল করছে। ঘোড়াগুলোকে ক্যানভাস ব্যাগে করে কিছু পানি খাইয়ে প্যাক হর্সের পিঠ থেকে সাথে আনা ঘোড়ার খাবার বের করে ওদের খাওয়াল। ঘোড়া দুটোকে খাইয়ে ওর কাছে সামান্যই পানি বাঁচল, কিন্তু এতে সে উদ্বিগ্ন নয়। এই মরু এলাকার প্রত্যেকটা ওয়াটার হোল ওর চেনা।

তিনঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর প্যাক হর্সের পিঠের মাল নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে প্যাক হর্সের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ওটার পিঠেই উঠে বসল রিচার্ড। সারা বিকেল ওদের ট্র্যাক ধরেই ঘোড়া চালিয়ে গেল সে। মাঝে কেবল একবার সে পাথরের আড়ালে লুকানো একটা ওয়াটার হোলে থেমে ক্যানভাসের ব্যাগে পানি ভরে নিয়েছে। আধ ঘণ্টা পর একটা রিজের মাথায় উঠে সৈন্যের দলটাকে দেখতে পেল।

দলে প্রায় তিরিশজন ওরা। ওদের সাথে দুজন অ্যাপাচি স্কাউটও আছে। ওদের একজনকে এক নজরেই চিনল রিচার্ড, লোকটা তানাকা। এখন লোকটার বেশ বয়স হয়েছে। বারো বছর আগে ওই লোকটাই রিচার্ডের অ্যাপাচি জীবনের অবসান ঘটিয়ে ওকে "হোয়াইট আইজ" বলে চিহ্নিত করেছিল।

স্কাউটরা সম্ভবত সৈন্যদলটাকে পথ দেখিয়ে সে যেটা ছেড়ে এসেছে সেই ওয়াটার হোলেই নিয়ে যাচ্ছে। ম্যাকিনলে ঘোড়া থামিয়ে ওদের এগিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল। ক্লান্ত সৈনিকেরা এগিয়ে এল। অ্যালকেলির ধুলোয় ওদের নীল পোশাক একেবারে সাদা হয়ে গেছে। রিচার্ড অভিবাদন জানাতে একটা হাত উঁচাল।

'গুড আফটারনুন,' বলল তরুণ অফিসার। লোকটার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। হয়তো ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারি ইন্সটিটিউট থেকে সম্প্রতি পাশ করে বেরিয়েছে। 'আমি এইট্‌থ্ রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট ট্র্যাভিস,' জানাল সে।

'মনে হচ্ছে তোমরা নিনোর কোন সন্ধান পাওনি,' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল ম্যাকিনলে। বয়স্ক অ্যাপাচি স্কাউটের ওপর ওর চোখ পড়ল। বুড়ো শয়তানটার বয়স বিগত বারো বছরে একদিনও বাড়েনি, ভাবল রিচার্ড। এবং আমি সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি বুড়ো ঘুঘুটা সত্যি-সত্যি চাইলে ঠিকই নিনোকে খুঁজে বের করতে পারত, কিন্তু লোকটা মাসে বিশ ডলার বেতনের সরকারি চাকরির ঘানি টেনে টেনে এখন একেবারে গতানুগতিক ভাবে চলতে শুরু করেছে।

ট্র্যাভিস কিছুটা বিরক্তি মেশানো আগ্রহ নিয়ে ম্যাকিনলেকে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটা তরুণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দশদিন চরকির মত নিনোর পিছনে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেচারার মন বিষিয়ে উঠেছে। ওর চোখের পিছনের ভাষা পড়ে রিচার্ড আপন মনেই ভাবল: কয়েকটা বছর পার হলে তোমার উদ্যম যখন কমে আসবে ধীর গতির ক্যাপ্টেন হয়ে তুমি অন্যরকম ভাববে।

'নিনোর কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না,' কাটখোট্টা স্বরে বলল ট্র্যাভিস। 'জিজ্ঞেস করতে পারি তুমি কোনদিকে যাচ্ছ?'

'একজন মহিলা সহ পাঁচজন বোকা মানুষকে ট্রেইল করছি আমি,' শুকনো স্বরে জবাব দিল ম্যাকিনলে। 'ওরা কতটা এগিয়ে আছে?'

'প্রায় তিরিশ মাইল হবে। আমরা আজ সকালে ওদের দেখা পেয়েছিলাম। আমি ওদের সাবধান করে আমাদের সাথেই ফিরতে বলেছিলাম, কিন্তু ওরা হ্যাঁকড়ার মত এগিয়ে গেল। অ্যাপাচিদের হাতে পড়লে ওদের যে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে এটুকু বোঝার সুবুদ্ধিও ওদের নেই। এই এলাকায় অ্যাপাচি গিজগিজ করছে।'

রিচার্ড বলল, 'ওরা খুব শক্ত মানুষ, অফিসার। হয়তো ওরা নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারবে।'

'হয়তো?' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ট্র্যাভিস। 'মিলিটারি ট্রুপ ওই লালচে শয়তানগুলোর পিছনে রাইড করে করে প্যান্টের পাছা খুইয়ে ফেলছে, কিন্তু কিসের জন্যে? লোকজন এইভাবে অযথা ঝুঁকি নিয়ে মৃত্যু বরণ করার জন্যে? টেরিটোরির (যে এলাকা কোন স্টেটের অধীন তখনও হয়নি) লোকজন কাকে দুষবে? সৈনিকদের!'

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক স্কাউটটা এতক্ষণ ধীরে ধীরে তার ঘোড়া আগে বাড়িয়ে কাছে ঘেঁষছিল। এখন সে একদৃষ্টে চেয়ে পোকোকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। রিচার্ড বুঝতে পারছে তানাকা ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। বারো বছরেও একটা চেহারা ভোলা ওর পক্ষে অসম্ভব।

'যাক, অনেক কথা হলো,' ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল ট্র্যাভিস। 'এখন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে আমাদের সাথে সভ্যতার নিরাপত্তায় ফিরে যেতে বলে কোন লাভ নেই।'

'না কোন লাভই নেই।'

'তুমি এই এলাকায় একা কিছুতেই টিকতে পারবে না! তোমাদের মত বেসামরিক লোক, যারা কখনও অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়োনি, তোমরা এর বিপদ বুঝবে না।'

স্কাউটটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছিল। এবার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে সে মুখ খুলল। 'অনেকদিন আগে তুমি চলে গেছ, আর ফিরে আসোনি। তুমি এখন "হোয়াইট আইজ" পোকো। রিচার্ডকে অ্যাপাচি ভাষায় কথা বলতে স্তম্ভিত হলো লেফটেন্যান্ট। 'নিনো কোথায়? প্রশ্ন করল ম্যাকিনলে।

'জানি না। হয়তো এখানেই আছে, হয়তো অনেক দূরে।'

'তুমি জানো, তানাকা। তুমি বয়স্ক লোক, নিনো তোমার তুলনায় নেহাত বাচ্চা। তুমি ওকে ধরতে পারো না, এটা কেমন ধারার কথা?'

'ওকে একদিন ঠিকই ধরব। তুমি অপেক্ষা করো।'

'আইবেগ ইওর পারডেন, স্যার,' ওদের বাধা দিয়ে বলে উঠল ট্র্যাভিস। 'মনে হচ্ছে তুমি অ্যাপাচি ভাষা বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, গড়গড়িয়েই বলতে পারি, লেফটেন্যান্ট। এর আংশিক কারণ হচ্ছে এই বুড়ো শয়তানটা আমার শিক্ষকদের একজন ছিল।' কথা শেষ করে বিষণ্ণভাবে একটু হাসল ম্যাকিনলে।

ওদের ছেড়ে নিজের পথ ধরল রিচার্ড। এগিয়ে যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈনিকদের সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। এখন ওর চিন্তা কেবল ভিনসেন্ট আর ওই পাঁচজনকে ঘিরে। ওর ভয় হচ্ছে তিরিশ মাইল দূরের পাঁচজন যদি ভিনসেন্টের নাগাল পায় তবে বিনা নোটিশেই টাকার লোভে ওকে খুন করবে। কিন্তু কাজটা রিচার্ড নিজে করতে চায়, কিন্তু টাকার জন্য নয়। সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে কেবল ভিনসেন্টকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। ওই একটা কাজ ছাড়া রিচার্ডের মাথায় আর কোন চিন্তা নেই।

রাত ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত পথ চলার পর একটা ঝর্নার পাশে

ক্যাম্প করল। খাওয়া সেরে ঘোড়াগুলোকে চার ঘণ্টা বিশ্রাম দিয়ে সে আবার পথ চলতে শুরু করল। সারারাত এগোনোর পর সকাল হওয়ার অল্প আগে আবার থামল। মেক্সিকান সীমান্ত অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে ও। এখন ট্রেইল অনুসরণ করে সনোরা এলাকার গভীরে ঢুকছে। ট্রেইল ধীরে ধীরে পুবে মোড় নিয়ে চিহুয়াওয়া স্টেটের দিকে যাচ্ছে। এতে রিচার্ডের ধারণাই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। সে আঁচ করেছিল এত টাকা নিয়ে ভিনসেন্ট ছোট কোন শহরে উঠবে না— লোকটা চিওয়াওয়া সিটিতেই যাচ্ছে। সব ধরনের আমেরিকানের জন্যে ওটা মেক্সিকোর মক্কা। ওখানে কারও কাছে বিশিষ্ট কিছু অফিসারকে ঘুষ দেয়ার মত যথেষ্ট টাকা থাকলে তার ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

পরের সারাটা দিন ঘোড়ার পিঠেই কাটাল ম্যাকিনলে। কেবল নির্দিষ্ট সময় পরপর ঘোড়া বদল করার জন্যে থেমেছে। ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দিয়ে কিছু সবুজ খাবার খাইয়ে নেয়ার জন্যে একটা ছোট ক্যাম্প করে থামল রিচার্ড। মরুভূমি শেষ হয়ে এখন সবুজের দেখা মিলতে শুরু করেছে। সিয়েরা মাদ্রের পাদদেশে পৌঁছে গেছে ও। ওখানে শ'খানেক সবুজ মাঠ দেখে বুঝল ওগুলোতে চাষ করা হয়েছে। ওই পাঁচজন এখন মাত্র মাইল পাঁচেক এগিয়ে আছে আঁচ করল সে। এবং ভিনসেন্ট এক দিনের পথ দূরে আছে। আগের দিন সকালেই সে ওই পথে গেছে।

ট্রেইলের শেষ ঘনিয়ে আসছে। সূর্য ডোবার অল্প আগে শব্দ তুলে বাতাস কেটে একটা বুলেট ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ছয়

টম হাডসনই ওইদিন সকালে ওকে একটা পাথুরে রিজের ওপর থেকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। ওখানে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ থেমেছিল ওরা। দলের মধ্যে কেবল সেলুন মালিকের কাছেই একটা দূরবীন ছিল। দূরবীন নামিয়ে নীরবেই সে ওটা স্যাডল হর্নের সাথে ঝোলানো চামড়ার খাপে ভরে রাখল।

'কি দেখলে?' জানতে চাইল বার্থা।

'তোমার সেই বাউন্টি হান্টার!' অসন্তোষের সাথে বলল টম। 'তুমি তো আগেই জানতে যে ও সহজে পিছু ছাড়বে না। ওর থেকে আমরা এগিয়ে আছি জেনেও লোকটা পিছু ছাড়েনি। সহজে ওকে খসানো যাবে না।'

টমের মেজাজ চড়ে আছে। গরম, ক্লান্তি আর মরুভূমির ধুলোতে ক্ষার ওর গলার ভিতরটাকে খসখসে করে ফেলেছে। আর সবারও একই অবস্থা, ওদের মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে আছে। প্রায়ই একে অন্যের ওপর রেগে খেঁকিয়ে উঠছে। অনিশ্চয়তা আর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলেছে। ভিনসেন্ট যেখানে থেমে ঘোড়াকে পানি খাইয়েছে, বা যেসব ছোট গ্রামে খাবার কিনেছে, ওইসব জায়গায় খোঁজ নিয়ে ওরা জেনেছে লোকটা মাত্র একদিনের পথ এগিয়ে আছে।

'ওকে আমাদের ঠেকাতেই হবে,' শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করল

টম।

'অবশ্যই,' বলে উঠল লিম্পি। 'অ্যামবুশের জন্যে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে রাইফেলের গুলিতে ওকে আমি শেষ করব। আমি খোঁড়া হলেও গুলি ছুঁড়তে পারি।'

ভাল পা দিয়ে লিম্পি তার ঘোড়াটাকে গুঁতিয়ে ওদের প্যাক হর্স দুটো যেখানে আগাছার পাতা খাচ্ছিল সেখান থেকে ঘোড়া দুটোকে আগে বাড়াল। ঘোড়া ব্যবসায়ী বার্টের দেহের চর্বি এখন গলতে শুরু করেছে। ঘাম গড়িয়ে ওর কলার সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। জুয়াড়ী ওয়ান কার্ড বার্থার পাশাপাশি এগোচ্ছে। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে সে। নিঃসন্দেহে ভিনসেন্টকে কাবু করে টাকা পাওয়ার পর কি করবে সেই স্বপ্নই দেখছে। টম এখন তার দূরবীন ঘনঘন ব্যবহার করছে।

সে জানে না রিচার্ড ওদের দেখতে পেয়েছে কি না। সম্ভবত দেখেনি, কারণ যন্ত্রটা ব্যবহার করেও লোকটাকে অনেক পিছনে একটা কালো বিন্দুর মতই দেখাচ্ছে।

লিম্পি একপাশে সরে প্যাক ঘোড়া দুটোকে তাড়াচ্ছে। ওর বাঁকা পা পাদানি থেকে মুক্ত হয়ে ঝুলছে। ওটা ওকে তীব্র যন্ত্রণা দিচ্ছে, তবু দলের একমাত্র সেই এখনও কোন অভিযোগ করেনি। মাথা নিচু করে সামনের ঘোড়াগুলোকে অনুসরণ করছে ও। অতীত জীবনের স্মৃতি একে একে ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। এখন আর গরম অনুভব করছে না লিম্পি। দেখছে, অন্ধকারে গির্জার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও। মেয়েটা চুপিসারে শেষবারের মত ওর সাথে দেখা করতে এসেছে। তরুণী মুখ তুলে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'নিশ্চয়, আমি কাজটা করতে চাইনি, ডেলা, কিন্তু তোমার সৎ বাপের আমাকে তোমার সাথে দেখা করায় বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। তাছাড়া সে তোমার সৎ বাপ বই তো আর কিছুই নয়। তার ওপর লোকটা ছিল জঘন্যরকম নীচ। শোনো, ডেলা, আজ রাতেই আমি এখান থেকে পালাচ্ছি। কোথায়? পশ্চিমের কোন জায়গায়। আমি বছর দুয়েক কোন একটা মাইনিং ক্যাম্পে গা ঢাকা দিয়ে থাকব এবং আমাদের জন্যে অনেক টাকা রোজগার করব। নিশ্চয়, আমি এটা ঠিকই করতে পারব। তুমি তো জানো তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি। কিন্তু তোমাকে আমার জন্য দুবছর অপেক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। বছর দুয়েক পর আমি তোমার জন্যে ফিরে আসব। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে সংসার পাতব, আমরা যেমন আগে প্ল্যান করেছিলাম—কিন্তু ওই লোকটাই বাগড়া বাধাল। আমি রাগে গুলি করে ওর খুলি উড়িয়ে দিলাম। তুমি কেবল আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, প্রিয়ে। আমি ফিরে আসব...

কিন্তু সে আর ফিরে যায়নি। তামার মাইনে পৌঁছে একটা কাজও জুটিয়েছিল লিম্পি। কিন্তু মানুষের বয়স যখন মাত্র একুশ এবং ষোলো বছর বয়সের ডেলা যখন তার জন্যে অপেক্ষা করছে তখন অধৈর্যতা মানুষের বিবেকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাড়াতাড়ি টাকা জড়ো করার বৃথা চেষ্টায় জুয়া খেলা শুরু করল সে। যখন ওয়ান কার্ডের মত আরেকজন সস্তা জুয়াড়ী ওর সব জমানো টাকা জিতে নিল তখন রাগে আর নৈরাশ্যে ওর সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেল। নিজের ছাপরায় ফিরে পকেটে পিস্তল ভরে ফিরে গিয়ে সে তার টাকা ফেরত চাইল। জুয়াড়ী তার নিজের জীবন দিয়ে তার একগুঁয়েমীর মাসুল দিল। এবং বর্তমান লিম্পি পালিয়ে গিয়ে তার স্বাধীনতা বজায় রাখল। মরুভূমির ওই বসতিতে চলে এল সে।

আমাকে একটা কেবিন তৈরি করে কয়েক মাস লুকিয়ে থাকতে হবে, ভাবল সে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে টিকে থাকতে হবে। ডেলার কাছে ফিরতে কয়েক মাস দেরি করাটা অসহ্য, কিন্তু মেয়েটা বলেছে সে অপেক্ষা করবে। আমি জানি তাই সে করবে।

কেবিন তৈরি করে বসবাস শুরু করল। কোন স্ট্রেঞ্জার এলেই তাদের চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ করে। কিন্তু আইনের লোক ওকে ধরার কোন চেষ্টাই করল না।

'নিশ্চয়, আমি কেবিনটা বিশ ডলারে বিক্রি করে সামনের সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যাব, স্ট্রেঞ্জার। পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মেয়েটার কাছে ফিরব আমি। অ্যাপাচি? নাহ্, ওই লালচে শয়তানগুলো এখানে কখনও হামলা করবে না। এখানে কোন বিপদ নেই।'

এর দুদিন পরেই বারো বছর আগেকার সেই হামলাটা এল। তখনই পায়ে গুলি খেয়ে জীবনের তরে খোঁড়া হয়ে সে ক্রল করে নিজের কেবিনে ফিরেছিল। আর ফিরে যায়নি কারণ মুচড়ে জোড়া লাগা শিন-বোন ওর জখম পাটাকে অন্যটার চেয়ে ছোট করে ফেলায় বাধ্য হয়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে।

বারোটা বছর ওই অ্যাপাচি লোকটাকে গাল-মন্দ করে নৈরাশ্যের মধ্যে কাটিয়েছে লিম্পি।

'হেল! আমি ফিরে যাব!' নিজের অজান্তেই কথাগুলো ঘোরের মধ্যে জোরে উচ্চারণ করে ফেলল সে। সাথে মাথাটাও ঝাঁকি দিয়ে সোজা করল।

বিগ বার্থা অদূরেই রাইড করছিল। সে অবাক হয়ে তাকাল। 'কি ব্যাপার, লিম্পি? গরমে তোমার মাথা ঘুরে গেল?'

খোঁচাটা উপেক্ষা করে প্যাক হর্স দুটোকে সামলাতে এগোল সে। এখন তার পথ পরিষ্কার। একটা খোঁড়া পায়ে কি আসে যায়? তার যদি টাকা থাকে, সাথে আস্তাবলের মত একটা ভাল ব্যবসা, আর কি চাই? এখনও তার সুযোগ আছে, হয়তো ডেলা কোনদিন বিয়েই করেনি; হয়তো সে ওকে যেমন রেখে এসেছিল এখনও তেমনি আছে। এখন ওর বয়স উনত্রিশ হয়েছে।

দ্রুত দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে এল। দূরে পর্বতশ্রেণী দেখতে পাচ্ছে ওরা। আবছা ভাবে ওটা বেগুনী-লাল দেখাচ্ছে।

এখানে আর ওই পাহাড়ের মাঝেই কোথাও আছে ভিনসেন্ট। হয়তো ওর মাথার ওপর বড় রকমের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পিছনের লোকটা জানে, কিন্তু তার এই মুহূর্তে সেটা জানার কোন উপায় নেই।

সামনে জমিটা ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে। একশো গজ উঠে ওপাশে নিচে নেমে গেছে। দূর থেকেও ভিনসেন্টের ঘোড়া দুটোর ট্র্যাক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লিম্পি। সবাই রিজের ওপর ওঠার পর ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে থামল ওরা। টমের দিকে ফিরল লিম্পি। লোকটা আবার তার দূরবীন চোখে লাগিয়েছে।

'এখন কত দূরে আছে ও?' প্রশ্ন করল আস্তাবলের মালিক।

'আমার হিসেবে প্রায় তিন মাইল। ওর মধ্যে ব্যস্ততার কোন লক্ষণ দেখছি না। মনে হচ্ছে লোকটা নিজের ব্যাপারে খুব নিশ্চিত।

বিগ বার্থা তার সুঠাম দেহটা জিনের ওপর মোচড় দিয়ে ঘোরাল। ওদের মধ্যে বার্থাকেই সবথেকে কম ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'ও ওই রকমই,' বলল মেয়েটা। 'ওকে আমি আগেও ডান্স হলে দেখেছি। আমার ধারণা আজ রাতেই সে ঘুরে আমাদের পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'এই রিজ পার হয়ে সে এক পাও আগে বাড়তে পারবে না,' জোর দিয়ে বলল লিম্পি। 'এখানেই সে থামবে...চিরজীবনের জন্য। তোমরা আগের মতই এগিয়ে যাও। ও না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করছি তারপর এক গুলিতেই ওকে শেষ করে ওর ঘোড়াগুলো নিয়ে ফিরব। তোমাদের ট্র্যাক দেখে ট্রেইল করে ক্যাম্পে হাজির হব আমি।

'হয়তো আমারও তোমার সাথে থাকা ভাল,' প্রস্তাব দিল ওয়ান কার্ড। 'একজনের চেয়ে দুজন ভাল।'

মুখ ভেঙচে অবজ্ঞা প্রকাশ করল। 'তুমি রাইফেল দিয়ে

শেডের দেয়ালে আঘাত করতে কবে শিখলে? তুমি নার্ভাস আঙুলে ও রেঞ্জে আসার আগেই হয়তো গুলি ছুঁড়ে বসবে। তুমি গুড়গুড়িয়ে ওদের সাথে যাও। ওর ব্যবস্থা আমি করছি।'

পাল্টা ভেঙচি কাটল ওয়ান কার্ড। 'হ্যাঁ, আর এদিকে তুমি ওর টাকাপয়সা গাপ করো! চমৎকার!'

'তোমরা দুজন কামড়া-কামড়ি থামাবে?' ধমকে উঠল হাডসন। লোকটা বার্থার সহায়তায় নিজেকে মোটামুটি দলনেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লিম্পি তার ঘোড়াটাকে আগে বাড়িয়ে হাত বাড়াল। 'ওটা আমার কাছেই রেখে যাও, টম,' বলল সে।

ওটা হাতে নিয়ে পিছনের ট্রেইলের ওপর তাক করে ফোকাস করল। ট্রেইল আর আশপাশের জমি পুরো খুঁটিয়ে দেখল।

'মজার ব্যাপার,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'তুমি আজকে পিছনের দিকে চেয়ে ট্রেইলে ওকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পেয়েছ, টম? না? কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি এইমাত্র আমি দেখলাম। মনে হলো তিন পোয়া মাইল দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিমের রিজটার পিছনে কিছু নড়ে উঠল।'

হাপরের মত ফ্যাসফ্যাস শব্দে মুখ দিয়ে লম্বা শ্বাস ছাড়ল টম। 'ওকে বাক ফিভার ধরেছে! অর্থাৎ নার্ভাস শিকারি পিছনের লোকটাকে শিকার করতে এসে বিকারগ্রস্ত হয়ে চারদিকেই শিকার দেখতে পাচ্ছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ।'

'তোমার যা খুশি তুমি বলতে পারো,' জবাব দিল লিম্পি। দূরবীন লাগিয়ে আবার এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল সে। কিন্তু এবার কিছুই ওর চোখে পড়ল না। ওটা নামিয়ে সে বলল, 'তোমরা এগোও, আমি সূর্য ডুবলে ফিরব।'

রিজের ওপরই লিম্পিকে ছেড়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো ওরা। লিম্পি তার ঘোড়াটাকে তিরিশ গজ নিচে নামিয়ে একটা গ্রীজউড ঝোপের সাথে শক্ত করে বেঁধে রেখে খাপ থেকে

রাইফেল বের করে আবার রিজের মাথায় উঠে এল। ওর খোঁড়া পায়ে এখন আবার নতুন করে ব্যথা শুরু হয়েছে; কিন্তু ওদিকে কোন খেয়াল দিল না সে। একটা লোককে খুন করতে যাচ্ছে লিম্পি। তার জীবনে তৃতীয়, এবং বিগত বারো বছরে প্রথম।

রিজের মুখে একটা গ্রীজউড গাছ জন্মেছে। ওটারই পিছনে ওত পেতে আড়াল নিল সে। হাতের নাগালের মধ্যে কয়েকটা বাড়তি কার্তুজ রাখল। তবে ওটা নিছক একটা অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা। রিপিটার রাইফেলের ভিতরেই মোট পাঁচটা গুলি আছে। চারটে আছে নলে, একটা রয়েছে ফায়ারিং চেম্বারে। রাইফেলটা দুশো গজ পর্যন্ত কার্যকর।

দূরবীনটা তুলে দিগন্তে ফোকাস করল লিম্পি। কিন্তু ম্যাকিনলেকে দেখতে পেল না। মরুভূমির কোন ঢেউ খেলানো ভাঁজে অদৃশ্য হয়েছে লোকটা। অপেক্ষায় উবু হয়ে শুয়ে থাকল সে। মাঝেমাঝে দূরবীন ব্যবহার করছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে ওর। অন্যান্য রিজগুলোও খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে। জীবন্ত কোনকিছুর চিহ্নমাত্র নেই। তবু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে বলছে ওদিকে ম্যাকিনলে ছাড়াও আরও কেউ আছে।

মিছেই আমি অস্থির হচ্ছি, ভাবল সে। তবে বারো বছর পরে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। ডেলার সৎ বাপকে মারার সময়ে আমি ছিলাম রক্ত-গরম যুবক। জুয়াড়ীকে হত্যা করার সময়ও আমার কোন বিকার হয়নি। ধ্যাৎ, এটাও তার ব্যতিক্রম কিছু হবে না। এরই ওপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ। মেয়েটা কি সত্যিই এখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে? যাক, শিগগিরই সেটা জানব আমি।...

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরেই তার সব প্রশ্নের সমাধান মিলল। সে জানতেও পারেনি তার অজান্তে ওরা নিঃশব্দে এত কাছে কিভাবে পৌঁছল। প্রথম শব্দ কানে যেতেই সামনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে পিছন দিকে তাকাল। যা দেখল তাতে ওর রক্ত হিম

উত্তরে। সৈনিকেরা এখন ওকে উত্তরেই হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওদিককার মরুভূমি আর পাহাড়ে "হোয়াইট আইজ"রা এখন গিজগিজ করছে। এই কারণেই সে সীমান্ত পার হয়ে দক্ষিণে মেক্সিকোয় চলে এসেছে। সৈন্যদল উত্তরে ওদের খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ফোর্টে ফিরে যাওয়ার পর নিনো তার নিজের পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে আবার হামলা চালাবে।

এখানে সে বিশ্রাম নেবে এবং অবসর মত নিশ্চিন্তে রেইড চালাবে। মেক্সিকান সৈন্যদের মোটেও ভয় পায় না নিনো। ওরা কেবল সমতল জমিতে লড়ে, সংখ্যায় অগুনতি না হলে পাহাড়ে ঢোকার সাহস পায় না। ওদিকে নিনোর নতুন শিকার, কিছু বোকা "হোয়াইট আইজ"-এর দলটা যেদিকে যাচ্ছে সেটা নিনোর পছন্দের এলাকা। নিনোও চায় ওরা ওই দিকেই যাক। ওর হাতে অনেক সময়—কোন তাড়া নেই।

যে "হোয়াইট আইজ" লোকটা ওদের অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে, তাকেই ওরা আগে হত্যা করবে। সামনের দলটা পাহাড়ে ঢুকলে ওদের সে জীবন্তই ধরবে, তাতে আনন্দ অনেক বেশি। নির্যাতন করে অনেক মজা পাওয়া যাবে। অধৈর্য কমবয়সী যোদ্ধাদের অপেক্ষায় রেখে চোখে দূরবীন লাগিয়ে পিছনের ট্রেইল দেখছে সে।

কিছুক্ষণ পর সিকি মাইল দূরে লোকটাকে দেখা গেল। এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর কোনকিছুর তোয়াক্কাই সে করে না, ঠিক অন্যান্য বোকা "হোয়াইট আইজ"দের মত। লোকটা ধীর গতিতে আরও কাছে এগিয়ে আসছে, তাকিয়ে আছে নিনো। হঠাৎ তার চেহারার ভাব বদলে গেল।

'পোকো!' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'পোকো!'

মাথা ফিরিয়ে নিনো বয়স্ক অ্যাপাচি যোদ্ধার দিকে তাকাল। লোকটা তানাকার ভাই। বুড়োর চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল।

'যে আসছে সেই লোকটা পোকো,' উত্তেজিত স্বরে জানাল নিনো। 'যে বারো বছর আগে "হোয়াইট আইজ"দের কাছে ফিরে গেছিল।'

পোকো। ওর নতুন 'বাবা' যখন ওকে ম্যাকিনলে র‍্যাঞ্চ থেকে উঠিয়ে এনেছিল তখন সে ধুলোময় মলিন চেহারায় কাঁদছিল আর ভয়ে কাঁপছিল। ছেলেটা এত ছোট ছিল বলেই অ্যাপাচিরা ওর নাম রেখেছিল পোকো (ছোট্ট বা ক্ষীণ)। ওরা স্প্যানিশ নাম পছন্দ করে। ওইসব নাম অ্যাপাচিদের কাছে সঙ্গীতের মত মধুর শোনায় বলে ঘৃণ্য শত্রুদের নাম ধারণ করে ওরা একটা উচ্চতর মর্যাদার অনুভূতি লাভ করে।

আমি তোমাকে দেখাব অ্যাপাচি খেলা কিভাবে খেলা হয়, "হোয়াইট আইজ", ভাবছে নিনো। তুমি যদি কাঁদো তাহলে আমি জিতে যাব। অ্যাপাচিরা কাঁদে না।...

সে নিজেও ওই "হোয়াইট আইজ"কে অ্যাপাচি ভাষা শিখতে সাহায্য করেছে। ওরা গ্রীষ্মে একসাথে শিকারে গেছে। দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঠাণ্ডা ঝর্নায় গোসল করেছে, খরগোস তাড়া করে বেড়িয়েছে। ওরা একসাথেই কিশোর বয়সে অ্যাপাচি-যোদ্ধা হওয়ার শিক্ষানবিসী করেছে। একই সাথে ওরা নিতেকাকে চোদ্দ বছর বয়সে সদ্য যুবতী হয়ে উঠতে দেখেছে। মেয়েটার বয়স যখন পনেরো, তখন নিনো তিনটে পোনি লীড করে নিয়ে রাতের বেলা ওদের তাঁবুর সামনে বেঁধে রেখে নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল। পরের সারাটা দিন নিতেকা ঘোড়াগুলোকে পানি খেতে দেয়নি, এটাই রীতি।

কিন্তু পরদিন ভোর না হতেই নিনো ঝোপের আড়াল থেকে ওদের তাঁবুর ওপর অধীর আগ্রহের সাথে চোখ রাখল। মেয়েটা যদি ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে ওদের পানি খাওয়ায় তাহলে শীঘ্রি বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রচুর আমোদফুর্তি আর নাচ-গান হবে। কিন্তু মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করল।...

দ্রুতহাতে আরেকটা গুলি ভরে আবার ট্রিগার টিপল পোকো। শক্তিশালী .৪৫-৭০ বুলেট আরেকজনকে মেরে ওকে ভেদ করে তৃতীয় একজনকে আহত করল। চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল অ্যাপাচিরা। ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে এখন আর এত ছোট টার্গেটে গুলি বেঁধানো যাবে না। ওদের পিছনে মূল্যবান গুলি নষ্ট করা বৃথা। কিছু অ্যাপাচি রিজের ওপর উঠে ওপাশে আশ্রয় নিল। কেবল নিনো আর ওর সাথে আরও কয়েকজন আগে বাড়ছে। বুনো আক্রোশে ঘোড়াটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টায় গুলি ছুঁড়ছে।

প্রথম যাত্রাতেই রিচার্ড ওদের থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল। ওরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার গোলযোগে আরও বেশ কিছু লীড নিতে পেরেছে। এখনও নির্ভুল শূটিঙের জন্যে যথেষ্ট আলো আছে দেখে ঠাণ্ডা মাথায় ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সে একটা হাঁটু গেড়ে বসল। বিরাট রাইফেলটা ওর হাতে লাফিয়ে উঠল। প্রায় তিনশ গজ দূরে আরও একজন অ্যাপাচির মৃত্যু ঘটল।

'পিছাও,' চিৎকার করে, একটা তীক্ষ্ণ স্বরের হাঁক ছাড়ল নিনো; ওটার মানে সব অ্যাপাচিই জানে। ওরা সবাই ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। রিচার্ড আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে নির্দিষ্ট গতিতে ওদের থেকে আরও দূরে সরে চলল। এখন আর কোন তাড়া নেই ওর। সাধারণ সাদা লোক আতঙ্কিত হয়ে ক্লান্ত ঘোড়াকে এখনও দ্রুতই ছোটাত। কিন্তু রিচার্ড সাধারণ লোক নয়। অ্যাপাচিদের ধারা সে জানে।

পিছাবার সময়ে বামে উত্তর-পুব দিকে পালিয়েছিল রিচার্ড। এখন সে অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ঘোরা পথে অ্যাপাচিদের পেরিয়ে যাওয়াই ওর মতলব মনে করবে ওরা। কিন্তু আসলে ঠিক উল্টোটাই করল পোকো।

ঠিক যে পথে পিছিয়ে এসেছিল সেই পথেই আবার এগোল। নয়টার দিকে যেখানে প্যাক হর্সটা মারা পড়েছিল সেখানে পৌঁছল রিচার্ড। মৃত ঘোড়ার পিঠ থেকে কোন মাল নামাবার চেষ্টায় সময়

নষ্ট করল না। বাঁচার জন্যে খাবার জোগাড় করা তার জন্য কোন সমস্যা নয়। সাপ্লাই ছাড়াও বাঁচার কৌশল ওর জানা আছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে, দূর থেকে ওদের কয়োটি ডাকের সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছে ও। এবং বুঝতে পারছে বর্তমানে সামনের রাস্তাটা নিরাপদ। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে রিজের ওপর উঠে এল রিচার্ড। লাশটার আশপাশের চিহ্ন দেখে পরিষ্কার বুঝল ওখানে কি ঘটেছে।

'তাহলে লিম্পিকে ওরা আমাকে হত্যা করার জন্যে এখানেই ছেড়ে গেছিল, কিন্তু নিনোই ওকে আগে ধরেছে,' বিড়বিড় করে বলল রিচার্ড। 'ভিনসেন্টের জন্য বাউন্টির টাকা ভাগাভাগি করতে রাজি নয়! এখন দেখা যাচ্ছে নিজের জীবনের সাথে ওদের জীবনও আমাকেই রক্ষা করতে হবে।'

আট

আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল রিচার্ড। বিকৃত লাশটা ওখানেই কয়োটি আর শকুনের জন্য পড়ে রইল। এখনও দূর থেকে ওদের কয়োটি সঙ্কেতের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওই ডাকের মানে হচ্ছে যে "হোয়াইট আইজ" ওদের তিনজনকে হত্যা আর একজনকে আহত করে পালিয়েছে তার কোন চিহ্ন দেখা গেছে কিনা, জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনেমনে হাসল পোকো। ভাগ্যের ফেরে অনেকগুলো জীবন জড়ো হয়ে একটা জীবন-মরণ খেলার ত্রিভুজ

অ্যাঁ? রাইফেল ফেলে দাও!'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে রাইফেল খাপে রেখে দিল সে। বার্থাকে উপেক্ষা করে ঘোড়ার পেটি ঢিলে করে জিন নেড়েচেড়ে ভিতরে বাতাস ঢুকে ঘোড়ার ভেজা পিঠ শুকাবার ব্যবস্থা করল। এখন তার মনে হচ্ছে তার প্যাক ঘোড়ার বোঁচকা খুলে ঘোড়ার খাবার বস্তাটা বের করে নেয়া উচিত ছিল। সামনের আরও একদিনের পথ মরু এলাকা। ওখানে তার ক্লান্ত ঘোড়াটা ঘাস-পাতা খাওয়ার সুযোগ খুব কমই পাবে।

'রাইফেলটা নামিয়ে রেখে বোকার মত আচরণ করা থামাও,' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ করল সে।

আগুনের দিকে এগিয়ে গেল রিচার্ড, ওদের শত্রুতার ভাব আর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন। ওখানে ফ্রাইং প্যানের পাশে কিছু প্যান কেক বেকন আর কফি তৈরি করে রাখা আছে। প্যানগুলোকে পা দিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে বুটের কিনারা ব্যবহার করে আগুনের ওপর বালু ছিটাতে শুরু করল রিচার্ড।

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে রাগের সুরে বলে উঠল বার্থা। 'এসব কি শুরু করেছ তুমি? লিম্পি কোথায়?'

'মরে গেছে,' জানাল ম্যাকিনলে, তারপর আগুন নেভানোর দিকে আবার মন দিল। ক্যাম্পটা অন্ধকারে ডুবে গেল। বিজন মরুভূমি ধীরে ধীরে সিয়েরা মাদ্রের দিকে উঠে গেছে। এই জনহীন এলাকার চারজন পুরুষ আর একটা মেয়েকে টিকে থাকার জন্যে লড়তে হবে।

'তোমাদের একটু স্থির হয়ে বসা ভাল,' প্রস্তাব দিল সে।

'কিছু কথা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব, মিস্টার,' জোর দিয়ে বলল বার্থা। 'এবং তুমি যদি মনে করে থাকো লিম্পির ভাগটাও তুমি পাবে যেহেতু ওকে তুমিই হত্যা করেছ, তোমাকে নতুন করে ভাবতে হবে।'

'এবং তোমাদেরও ভিনসেন্টের কথা আপাতত ভুলে যেতে হবে, লেডি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল রিচার্ড।

হাডসনও ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'তোমাকেও অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে। তোমাকে দূরবীন দিয়ে অনুসরণ করে এগিয়ে আসতে দেখে আমরা চাইনি তুমি ঘুরে আমাদের থেকে আজ রাতেই এগিয়ে যাও, তাই লিম্পি রিজের ওপর থেকে গেছিল। আমি জানি না তুমি কিভাবে ওকে শেষ করেছ। লিম্পি খুব ভাল রাইফেল চালাত। তুমি নিশ্চয়, ঘুরে পিছন থেকে এসে ওকে মেরেছ।'

'আমি পিছন থেকে ঘুরে ওকে আক্রমণ করিনি, আমার কিছু বন্ধু করেছে।'

'ওরা কে?' যুদ্ধে নামার ইচ্ছা প্রকাশ পেল বার্টের স্বরে।

'কিছু অ্যাপাচি,' শান্ত স্বরে জানাল রিচার্ড। 'ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমার এক পুরোনো বন্ধু। যার নাম নিনো।'

'কি?' চিৎকার করে উঠল ওয়ান কার্ড। অ্যাপাচি? এখানে, এত দক্ষিণে?'

'এখানে নয় ওখানে,' সংশোধন করল ম্যাকিনলে। 'ওদের কাজ শেষ হওয়ার পর দৃশ্যটা মোটেও মনোরম ছিল না। নিনো ওই কাজে ওস্তাদ।'

'তাহলে লিম্পি সত্যি কথাই বলেছিল,' চিন্তামগ্ন ভাবে বলল টম। 'বিড়ালের মতই নার্ভাস ছিল সে। বলেছিল একটা কিছু নড়তে দেখেছে। আমরা ভেবেছিলাম ওটা নার্ভাস শিকারির বাক ফীভার।'

'ওরা আমার জন্যে রিজের ওপর অপেক্ষা করছিল,' সোজাসাপ্টা গলায় বিবরণ দিতে শুরু করল রিচার্ড। 'সংখ্যায় ওরা প্রায় বিশজন ছিল। প্রথম গুলিটা আমাকে মিস করে আমার প্যাক হর্সকে শেষ করল। ওখানে কিছুটা লড়াই করেই আমাকে পালাতে হয়েছে। অন্ধকার হওয়ার পর আমি ব্যাক-ট্র্যাক করে রিজের

হাতে পড়ে তোমরা তিনদিন ধরে নির্যাতিত হয়ে মরো।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত বলে মনে করছ তুমি?' প্রশ্ন করল বার্থা। মেয়েটার চোখে এখন আর বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। অল্প সময়ের জানাশোনায় মেয়েটার বাইরের শক্ত খোলসের ভিতরেও যে একটা অসহায় নরম মন লুকিয়ে আছে তার একটা প্রথম আভাস যেন দেখতে পেল রিচার্ড। মেয়েটা আসলেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।

'তোমাদের এখনই এখান থেকে সব গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়া দরকার কারণ রাতেও ওরা ট্র্যাক করতে পারে। বালিতে এই ঘোড়াগুলোর চিহ্ন অনুসরণ করতে ওদের কোন ঝামেলাই হবে না। এই ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতে ওদের তিনচার ঘণ্টা সময় লাগবে, কিন্তু ওরা ঠিকই এটা খুঁজে বের করবে। দলের তরুণ যোদ্ধারা হয়তো তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে, অপেক্ষা করতে চাইবে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের শেষ অংশটুকু নিচে ফেলে বুটের তলায় পিষে নিভাল সে। 'তোমরা মালপত্র গুছিয়ে নাও,' নীরব দলটার উদ্দেশে বলল রিচার্ড। 'ক্লান্ত ঘোড়াগুলো নিয়েই আজ রাতে আমাদের লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ঘোড়াগুলো সত্যিই ক্লান্ত। অ্যারোয়ো পেরিয়ে ওরা গ্রীজউডে ভরা পোড়ো জমিতে উঠে এল। রিচার্ড লীড করছে, বাকি সবাই ওকে অনুসরণ করছে। কেউ কথা বলছে না; কেবল জিনের চামড়ার ক্যাঁচকানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সিয়েরা মাদ্রে পর্যন্ত পুরোটা পথই চড়াই। প্যাক হর্স দুটোকে বার্ট লীড করছে। এগিয়ে চলেছে ওরা। তারা দেখে রিচার্ড আন্দাজ করল রাত তিনটে বেজেছে।

এই ধরনের সঙ্কটের মোকাবিলার জন্যে এক ব্যাগ পানি রিচার্ড সব সময়েই সাথে রাখে। এবার ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে বেশির ভাগ পানিই সে হ্যাটে ঢেলে ঘোড়াকে খাওয়াল। তারপর যেখানে সামান্য কিছু ঘাস জন্মেছে সেখানে

নিয়ে বেঁধে রাখল। ওর দেখাদেখি আর সবাইও তাই করল। এরপর ওরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিল, তাড়া খেয়ে কোণঠাসা শিকারের ঘুম।

পরদিন সূর্য ডোবার সময়ে চড়াইয়ের লম্বা পথ পেরিয়ে একটা ঝর্নার কাছে থামল। ওখানকার ঘাসটাও সবুজ। এরপরে উপরের দিকে বড়বড় গাছে ভরা জঙ্গল।

নিচের প্রায় সমতল মরু জমিটা যতদূর দেখা যাচ্ছে জনশূন্য। মানুষের চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ওরা অপেক্ষা করছে, ভাবল রিচার্ড। কোন তাড়া নেই ওদের।

নয়

মরুভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হচ্ছে হঠাৎ করে ঝড়-বৃষ্টি আসা। আকাশটা পরিষ্কার, বিরামহীন ভাবে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। আধঘণ্টা পরেই বাতাসে একটা পরিবর্তন অনুভব করল রিচার্ড। দেখল আকাশে কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছে। আর সবাই ক্যাম্প করায় ব্যস্ত।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাচ্ছিল রিচার্ড। কাছেই হাডসনও তাই করছিল।

'তোমার লোকজনকে বলো গাছের তলা থেকে দূরে ফাঁকায় ক্যাম্প করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' জানাল সে।

ওর কথায় একটু থমকাল টম। সভয়ে পিছনে ট্রেইলের দিকে তাকাল, কিন্তু ওই ঢালে কিছুই নড়ছে না।

'তুমি আশা করছ আজ রাতেই ওরা হামলা করবে?'

কাঁধ উঁচাল ম্যাকলিন। 'গাছের ওপর বাজ পড়ার সম্ভাবনার কথাই ভাবছি আমি। জায়গাটা মারাত্মক, তবে বৃষ্টিতে আমাদের সব ট্র্যাক মুছে যাবে। এতে আমাদের কিছুটা সুবিধাই হবে।'

'বৃষ্টি?'

'হ্যাঁ, দু'ঘন্টার মধ্যেই প্রচুর বৃষ্টি হবে। সেইভাবে তৈরি হয়েই ক্যাম্প করা ঠিক হবে।'

রিচার্ড আশা করেছিল সবারই ছোট ঝোপের ওপর ওয়াটারপ্রুফ বেডরোল পেতে আশ্রয় তৈরি করে নেয়ার মত সাধারণ বুদ্ধি আছে। কোন আড়াল ছাড়া ঝড়ের রাত কাটানো তার কাছে নতুন কিছু নয়। অ্যাপাচিরা বেডরোলের মত ঝঞ্ঝাট বয়ে বেড়াবার ধার ধারে না। সেই কারণেই ওটা খুইয়ে ওর একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না। সে নিশ্চিত এখন আর ভিনসেন্ট খুব বেশি এগিয়ে নেই। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই সে ওকে অনুসরণ করতে যেতে চায় কারণ বৃষ্টিতে ওর ট্র্যাক মুছে যাবে।

ঘোড়াটাকে সে লম্বা দড়ির মাথায় বেঁধে রেখে স্যাডল আর খালি পানির ব্যাগ এনে একটা বড় পাথরের আড়ালে রাখল। আর সবাইও একই কাজ করছে। বার্থা কাছেই তার বেডরোল ফেলে ক্লান্তিতে একটা বড় শ্বাস ফেলে ওটার ওপর বসল। প্রথমে হ্যাট আর গ্লাভস খুলে তারপর ভারী কার্তুজ বেল্টটা খুলল।

'তোমার কাছে ম্যাচ আছে?' প্রশ্ন করে সে তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করল। 'আমি এত ক্লান্ত যে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। একটা সিগারেট এখন ভালই লাগবে। সাথে একটা ড্রিঙ্ক হলে আরও জমত।'

'আমার কাছে আছে,' জবাব দিল হাডসন। 'ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যেই আমি একটা বোতল সাথে এনেছি। হয়তো একসাথে ড্রিঙ্ক করার এটাই আমাদের শেষ সুযোগ হতে পারে।' একটু শুকনো রসিকতা করার চেষ্টাটা বিফল হলো।

ওয়ান কার্ড একটা বড় পাথর এনে আরেকটার পাশে রাখল। রাতের খাবার তৈরি করার জন্যে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা। রিচার্ড ম্যাচ বের করে বার্থার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, ওদের যা রান্না করার দরকার তা ছোট্ট একটা ধোঁয়াহীন আগুন জ্বেলে দিনের আলো থাকতে থাকতেই সেরে নিতে বলল।

রিচার্ড আগেই বসেছিল, এবার সে একটা একটা করে বুট জোড়া খুলল। বার্থা চেয়ে চেয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে, বুট খোলার সময়ে রিচার্ডের নির্বিকার চেহারার ভাব বদলানো লক্ষ করল।

'জানো, চার্লি, তুমি একটু চেষ্টা করলেই প্রায় মানুষ হয়ে উঠতে পারতে,' বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টায় মন্তব্য করল বার্থা। সে ওদের জানিয়েছে ওর নাম চার্লি। হাডসন পর্যন্ত একটুও সন্দেহ করতে পারেনি যে এই সেই অ্যাপাচি, যার মাথার কাছে সে দাঁড়িয়েছিল ওই অ্যাপাচি রেইডের সকালে।

বার্থার কথার কোন জবাব দিল না রিচার্ড। স্যাডলব্যাগ খুলে একজোড়া মোকাসিনের জুতো বের করে পরল। বার্ট একটু হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এল, ওর দুই বগলে একগাদা শুকনো ঝোপ। ওগুলো পাথর দুটোর পাশে নামিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছে সোজা হলো সে।

'পচা গরম,' অভিযোগ করল বার্ট। 'এই পাহাড়ী এলাকা ওদিককার মরুভূমির চেয়ে বেশি গরম। আমি শুনেছিলাম পাহাড়ী এলাকা ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু এখানে আমি ঠিকমত শ্বাসও নিতে পারছি না।'

'অল্পক্ষণ পরেই তুমি ঠাণ্ডা হবে,' জানাল রিচার্ড। 'সেইসাথে চুপচুপে হয়ে ভিজেও যাবে।'

স্যাডলব্যাগ থেকে বের করে ওকে জার্কি (শুকনো মাংস) পকেটে ভরতে দেখে, সবাই সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বার্থা উঠে দাঁড়াল। রিচার্ড তার খাপ থেকে বিশাল শার্পস

রাইফেলটা বের করে নিল।

'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?' রুক্ষ স্বরে ব্যাখ্যা চাইল মেয়েটা।

'ভিনসেন্টের পিছনে। ওর ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে এখন সে আর খুব বেশি এগিয়ে নেই। বৃষ্টিতে ওর ট্র্যাক মুছে যাওয়ার আগেই ওকে আমি ধরতে চাই।'

'তাই?' মহিলার একটু আগের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চেহারাটা আবার কঠিন হয়ে উঠল। 'তুমি এখনও বাউন্টির টাকা একাই ভোগ করতে চাইছ, অ্যাঁ?' ব্যঙ্গ করল সে। 'একাই এগিয়ে গিয়ে ওকে হত্যা করে সব নেবে? তারপর ওখানে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে অ্যাপাচিরা আমাদের শেষ করার অপেক্ষা করবে? নাকি ভিনসেন্টের ঘোড়া নিয়ে ওদিক দিয়েই পালাবে?'

একে একে প্রত্যেকের মুখ দেখল রিচার্ড। ওদের সবাই টেনশনে আড়ষ্ট হয়ে আছে লোভ, সন্দেহ আর ভয়ে। সবার চোখেই সুস্পষ্ট অবজ্ঞা আর ঘৃণা।

'ভিনসেন্টের ওপর কোন বাউন্টি নেই,' শান্ত স্বরে ওদের জানাল রিচার্ড। 'এবং অন্য টাকাটা ওর ন্যায্য মালিক ব্যাঙ্কের কাছে ফেরত দেয়া হবে। তোমরা স্বেচ্ছায় ভিনসেন্টের পিছু নিয়েছ, কিন্তু আসলে কোন টাকাই তোমরা পাবে না। এখন তোমাদের নিরাপদে প্রাণ নিয়ে ফেরার ওপরই পুরো খেয়াল দিতে হবে। আমি নিনোকে চিনি, এবং ওর মেজাজ-মর্জি আর চিন্তাধারার সাথেও আমি পরিচিত। ওর তরুণ অধৈর্য যোদ্ধারা যদি আজ রাতেই তোমাদের ওপর তাদের নির্যাতন শুরু করতে ওকে রাজি না করাতে পারে তাহলে হয়তো আমরা আরও ওপরে না ওঠা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। আমি আগেই বলেছি নিনোর হাতে প্রচুর সময় আছে। সে তোমাদের মধ্যে সবথেকে শক্ত লোককে বেছে নেবে—সম্ভবত হাডসনকে—এবং না মরা পর্যন্ত দুতিনদিন সমানে নির্যাতন চালিয়ে যাবে। বাকি দুজন পুরুষের পালা আসবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিকার হিসেবে। মেয়েটাকে ধরবে সবার শেষে, এবং

ওর পা বেঁধে ধীমে আগুনে রোস্ট করবে।'

'ঈশ্বর!' ফিসফিসিয়ে বলল মোটাসোটা বার্ট। ওর ঘামে ভেজা মুখ ছাইয়ের মত ধূসর হয়ে গেছে। 'শয়তানগুলোকে কিছুতেই এসব করতে দেয়া যাবে না। আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। যেভাবেই হোক!' ওর গলার স্বর চড়তে চড়তে শেষে একটা বুনো চিৎকারে শেষ হলো।

'এই কারণেই আমি ভিনসেন্টের পিছনে যাচ্ছি,' রূঢ় স্বরে বলল রিচার্ড। 'আমি ওকে এখানে নিয়ে আসব, কিন্তু হত্যা করার জন্যে নয়। এই ঝামেলা থেকে বেরোতে হলে প্রত্যেকটা বাড়তি গান আমাদের কাজে আসবে।'

এতক্ষণ শান্তভাবে রিচার্ডকে যাচাই করে দেখছিল টম। এবার সে মুখ খুলল। 'তাহলে তুমি ভিনসেন্টকে অনুসরণ করছ কেন?'

স্থির দৃষ্টিতে টমের দিকে তাকাল রিচার্ড। 'লোকটা ক্যানসাসে আমাদের র‍্যাঞ্চে দুতিনদিনের জন্যে থেমেছিল। এবং ওর অর্ধেক বয়সী আমার ছোটবোনের প্রেমে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। মেয়েটা যখন ওর সাথে বাড়ি থেকে পালাতে অস্বীকার করল, রাগে উন্মাদ হয়ে সে ওই কচি মেয়েটাকে পিটিয়ে হত্যা করে পালাল। এখন ওকে এর যোগ্য মাসুল দিতে হবে। ওর পিছন দিক আগলে ওকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তোমরা সারারাত দুজন করে সজাগ পাহারায় থেকো। ঘোড়াগুলোকে একত্রে জড়ো করে ওদের ওপর নজর রেখো। ওরা অ্যাপাচিদের গন্ধ টের পায়। ইন্ডিয়ান পোনি যেমন সাদা মানুষের গন্ধ পছন্দ করে না ঠিক তেমনি। ঘোড়া নার্ভাস ভাবে নাক ঝাড়ে কিনা লক্ষ রেখো। আমি ভিনসেন্টকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করব। আমি যদি সময় মত ফিরতে না পারি তোমাদের যা অবশিষ্ট থাকে তা আমি কবর দেব।'

'তুমিই আমাদের এর মধ্যে টেনে নামিয়েছ, ড্যাম ইউ!'

অভিযোগ করল বার্থা। 'এটা তোমারই ভুল। তুমি ভিনসেন্টকে ট্রেইল করে এলে, কাউকে কিছু বললে না। তোমার জন্যই আজ আমাদের রক্তপিপাসু অ্যাপাচিরা ঘিরে ফেলেছে। এবং দেখা যাচ্ছে ওদের সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জানো।'

'হ্যাঁ, জানি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল সে। 'এগারো বছর আমি নিনোর সাথেই বেড়ে উঠেছি। এখন আমরা পরস্পরের শত্রু, আমার এখানে উপস্থিতিতে সে খুব প্রীত হবে। এই কারণেই আমি জানি আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়ছি।'

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে উঠল হাডসন। 'বারো বছর আগে আমাদের বসতিতে ইন্ডিয়ান হামলা! ওই ম্যাকিনলে ছেলেটা তুমিই নও তো? না, তা কি করে হয়? এ হতে পারে না!'

'কিন্তু এটাই সত্যি,' জবাব দিল রিচার্ড। 'আমিই ম্যাকিনলে। বারো বছর আগে আমার গুলিতেই খোঁড়া হয়েছিল লিম্পি। এক অর্থে এটাই ভাল হয়েছে, আমি কে বা যা ছিলাম, সেটা জানার আগেই ওর মৃত্যু ঘটেছে। অ্যাপাচিদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দিয়ে এই ঝঞ্ঝাট থেকে তোমাদের বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। কিন্তু বেশি আশা কোরো না। বর্তমানে ওরা সংখ্যায় ষোলোজন আছে। কিন্তু ওরা আমাদের কোণঠাসা করার পর ওদের যদি সাহায্যের দরকার হয় তাহলে স্মোক সিগন্যাল পাঠিয়ে ওরা দল আরও ভারী করার ব্যবস্থা করবে।'

রিচার্ড তার শার্পস ভারী রাইফেলটা হাত বদল করে অন্য হাতে নিল। সে জানে এই চারজনকে হয়তো এই শেষবারের জন্য জীবন্ত দেখছে। কিন্তু এজন্যে সন্তুষ্টি বা দুঃখ হচ্ছে না ওর, হচ্ছে কেবল রক্তে হাত রাঙিয়ে ওদের টাকা কামাবার লোভের জন্য অবজ্ঞা। জীবিত কোন মানুষের জন্যে ভালবাসা বা বিদ্বেষ সে অনুভব করে না। এমনকি নিনোর প্রতিও না। ওরা নিছকই অনেককালের শত্রু; আর কিছু নয়।

আশপাশের গাছপালার উপর দিয়ে কিছু বাতাস বয়ে গেল।

মনে হলো অদৃশ্য কোন দৈত্য যেন তার বিশাল হাত দিয়ে ওদের নেড়ে দিল। ওগুলো বারবার সামনে পিছনে দুলছে। নিচের মরুভূমিতে অন্তত বিশটা ছোট ধুলোর ঘূর্ণি খেলে বেড়াচ্ছে। বাতাসটা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে কথা বলল হাডসন।

'আজ রাতে তুমি ফিরে না এলে আমরা কি করব?'

'পুবদিকে এগিয়ে যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করবে। যথেষ্ট এগোলে প্রচুর খাদ দেখতে পাবে, প্রত্যেকটাই হাজার ফুট গভীর। নিচে নামার একটা পথ খুঁজে পেতে তোমাদের তিনদিন লেগে যাবে। কিছু পাহাড় সামনে পড়বে যেগুলোতে পায়ে হেঁটেও ওঠা অসম্ভব। যতটা সম্ভব ততটাই কোরো, এবং সব সময়ে চোখ-কান খোলা রাখবে, রাতের বেলা দুজন করে পাহারায় থাকবে। কখনও গুলি করে কিছু শিকার করার চেষ্টা কোরো না কারণ অ্যাপাচি ছাড়াও এখানে আরও অনেকে আছে। তারাও কম ভয়ঙ্কর নয়। মেক্সিকান ডাকাতের দল, পলাতক আমেরিকান আউটল, মেক্সিকান আর্মি ডেসারটারের দল।...এছাড়াও আছে গ্রিজলি ভালুক, জাগুয়ার, র‍্যাটলস্নেক আর বিছে। বৃষ্টিতে তোমাদের ট্র্যাক ধুয়ে গেলেও ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের ঠিকই খুঁজে বের করব।'

ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হলো রিচার্ড। বড় নেকড়ের রক্ত হিম করা গর্জনের শব্দ দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল।

দশ

বাতাসের বেগ বাড়ছে। পাহাড়ের গাছপালাগুলো দাপাদাপি করছে। উপর থেকে নিচে নামছে বাতাস। যেন দূরে মরুভূমিতে ওঠা ঝড়ের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে। রিচার্ডের চোখের সামনে কিছু এল্‌ক্ আর হরিণ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। লম্বা পাওয়ালা বাচ্চাগুলো ওদের পিছু নিল। একটা আট্‌-মাথা-শিঙ-বিশিষ্ট পরিণত এল্‌ক্ চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে শেষে মত পালটে ফিরে গেল।

ওটা ফিরে যাওয়ায় কৃতার্থই হলো রিচার্ড। সে ভিনসেন্টকে গুলির শব্দে সাবধান করে দিতে চায় না। জন্তু-জানোয়ারের আচরণ থেকেই সে টের পাচ্ছে বেশ বড় রকমের একটা ঝড় আসন্ন। যতটা সম্ভব দ্রুত এগোতে চেষ্টা করছে রিচার্ড। দূরের পাহাড়ে এক থোকা কালো মেঘ নির্দিষ্ট একটা এলাকায় বৃষ্টি ঝরাচ্ছে। সে জানে ক্যানিয়ন আর গিরিসঙ্কটে এখন গর্জন তুলে ছুটছে বাতাস। কালো গলাওয়ালা সোপিলোতেগুলো (মেক্সিকান শিকারি বাজ) ঝড় বৃষ্টি আসার আগেই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা নেমে আসার আগেই তিন মাইল পথ পার হলো রিচার্ড। নিজের কপালকে গালি দিল সে কারণ ভিনসেন্টের ঘোড়ার ট্র্যাকগুলো এখন এত তাজা দেখাচ্ছে যে লোকটা আর এখন তার থেকে খুব বেশি দূরে নেই বুঝতে পারছে ও। সম্ভবত

ঝড় শেষ না হওয়ার অপেক্ষায় কাছেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

সামনের একটা জামের ঝোপে নড়াচড়া দেখে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে বিরাট একটা মেয়ে ভালুক ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে তার পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। সোজা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওটা। এইরকম একটা ভয়ই করছিল সে।

ভালুকটা চার্জ করে বিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে। ওর হাঁ করা মুখের ভিতরটা লাল, জ্বলন্ত চোখ দুটো বিস্ফারিত। .৪৫-৭০ ক্যালিবারের বুলেটটা সোজা ওর মুখের ভিতরে ঢুকল। রিচার্ড লাফিয়ে সরে যাওয়ার পর ওর পাশ দিয়েই গড়িয়ে নিচে পড়ল মা ভালুক। শার্পের গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে ভয়ে চিৎকার করতে করতে একসাথেই ছুটে পালাল ওর বাচ্চা দুটো।

সিঙ্গল শট রাইফেলের ভারী আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছল। ঢাল বেয়ে নেমে শব্দটা হালকা ভাবে হলেও নির্ভুল পরিচয় নিয়েই নিচের ক্যাম্পেও গেল। ওরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একটা মূক প্রশ্ন ওদের চোখে।

শব্দটা ভিনসেন্টকেও তার তিরপলের আশ্রয় ছেড়ে বাইরে আনল। ওই শব্দের মানে বোঝার চেষ্টা করছে ও।

ওই আওয়াজ মেক্সিকান ডাকাত হুয়ান করটিনা এবং তার দলের আটজনের কানেও পৌঁছল। দুমাইল দূরেই ক্যাম্প করেছে ওরা।

রিচার্ড ধোঁয়া ওঠা খালি কার্তুজটা ফেলে দিয়ে তাজা গুলি ভরে নিল ওর রাইফেলে। ওর ঠোঁট দুটো পরস্পরের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। ওর চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে জানে শব্দটা শুনে পিছনের ক্যাম্পের চারজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। ভাবছে, নিনো কি এখনও পিছনের মরুভূমিতে আছে, নাকি এগিয়ে নিচের ক্যাম্পের ওপর নজর রাখার সময়ে শব্দটা ওর কানেও গেছে?

কিন্তু এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যা

ঘটে গেছে সেটা ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। এখন পিছনের ক্যাম্পে ফিরে কোন লাভ নেই। তাই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে পা বাড়াল রিচার্ড। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে ওর কাঁধ আর শার্ট ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা উপেক্ষা করল সে। নিচের দিকে কোথাও নিনো আর তার ব্রেভরা (যোদ্ধা) আছে, ওদের কাছে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পোশাক নেই, ওরাও রিচার্ডের মতই বৃষ্টিকে মোটেও পাত্তা দেবে না।

ভেজা মাটি কিছুটা পিছল হয়ে উঠেছে। সরু রেখার মত ছোটছোট ধারায় বৃষ্টির পানি বইতে শুরু করল। ওর সন্দেহ হচ্ছে এই দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ঝড়টাও হয়তো বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না।

সন্ধ্যার পর আলো আরও কমে যাওয়ায় ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল রিচার্ড। এখন একটা আশ্রয় বেছে নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বৃষ্টিটা যদি সকাল হওয়ার আগে থামে, তাহলে ভিনসেন্ট এগিয়ে যাবে। রিচার্ডকে তখন দুতিনমাইলের বৃত্তে ঘুরে ঘোড়া দুটোর ট্র্যাক খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু ততক্ষণে হয়তো ফিরে গিয়ে ওদের সাহায্য করতে যাওয়ার আর সময় থাকবে না। রিচার্ডের আন্দাজ ঠিক হয়ে থাকলে সম্ভবত আগামী রাতে আঘাত হানবে। কিন্তু তাহলেও ওদের সাহায্যে ফিরে যাওয়ার সময় থাকবে কিনা সন্দেহ।

বৃষ্টির মধ্যে আরও এক মাইল এগোল রিচার্ড। এখন বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমে আসতে শুরু করেছে। এখনও কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখার মত যথেষ্ট আলো আছে। গ্রীষ্মে মেক্সিকোতে রাত আটটার আগে সূর্য ডোবে না। সামনে আট ফুট উঁচু পাথরের একটা গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। ওদিকেই এগোল রিচার্ড। ওগুলোর পিছনে পৌঁছতে পারলে আড়ালে বসে জার্কি খাওয়া যাবে। তিন ফুট চওড়া জায়গায় নামতে গিয়ে প্রায় পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিল।

ঝোপের ওপর তেরপল বিছানো আশ্রয়টা ওর চোখে পড়ল। দুটো ঘোড়াও বাঁধা আছে ওখানে। পিছন থেকে ভিনসেন্টের গলা শোনা গেল। 'রাইফেলটা ফেলে দাও, রিচার্ড। তারপর বাম হাতে তোমার বেল্ট খোলো।'

রিচার্ড শূন্যদৃষ্টিতে চোখ তুলে ভিনসেন্টের চেহারা দেখতে পেল। এই লোকটাকেই পনেরোশো মাইলেরও বেশি পথ অনুসরণ করেছে সে। চারফুট উঁচুতেই গোড়ালির ওপর বসে আছে ওর বোনের হত্যাকারী। দুই হাঁটুর ওপর কনুই রেখেছে, লোকটার দুহাতে দুটো পিস্তল। ঠোঁটের কোনায় ধরা জ্বলন্ত সিগারেট থেকে গোঁফের কোনা দিয়ে ধোঁয়া চোখের পাশ দিয়ে উপরে উঠছে।

ওর নির্দেশ মানা ছাড়া রিচার্ডের কিছু করার নেই। ওই লোকের সম্পর্কে ভাল করেই জানে সে। পিস্তলের লড়াইয়ে খারাপ-ভাল মিলিয়ে মোট উনিশজন লোক মারা পড়েছে ওর হাতে। রাইফেলটা পাথরে হেলান দিয়ে রেখে বেল্ট খুলে মাটিতে ফেলল। রিচার্ড অস্ত্রের নাগালের বাইরে সরে যাওয়ার পর পাথরের ওপর থেকে নিচে নামল ভিনসেন্ট।

'শেষ পর্যন্ত এটা শেষ হওয়ায় আমি খুশি হয়েছি,' শান্ত স্বরে ভিনসেন্ট প্রাইস বলল। 'তুমি জানো না এই বিগত দিন আর রাতগুলো আমার কেমন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। যেকোন শব্দেই আমার ভয় হয়েছে, হয়তো পিস্তল হাতে তুমিই এগিয়ে আসছ। কিন্তু এক্ষেত্রে পিস্তল তোমার হাতে না থেকে আমার হাতেই আছে।'

'তুমি আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াওনি কেন?' অলস কৌতূহল প্রকাশ করল রিচার্ড। 'আমি তোমার মত গানফাইটার নই।'

কয়েক পা পিছিয়ে গেল প্রাইস। এখনও ওর একটা পিস্তল রিচার্ডকে কাভার করছে। নিজের শেলটারের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল সে। কিছু বের করার উদ্দেশ্যে প্যাক হাতড়াচ্ছে। 'আমি

যদি ভাবতাম এটা কোন সহজ লড়াই, তাহলে আমি ইতস্তত করতাম না। কোন শহরে থেমে তোমাকে শেষ করতাম...পিছন থেকে গুলি করে মারতে হলেও তাই করতাম।'

'তাহলে তাই করোনি কেন?'

'কারণ,' অকপটেই স্বীকার করল সে, 'আমি তোমাকে ভয় করি। হ্যাঁ, এখনও ভয় পাচ্ছি। তুমি ঘোড়ার পিঠে সরাসরি শহরে ঢোকার লোক নও। তোমার ভিতরকার এই অ্যাপাচি স্বভাবটাকেই আমার ভয়। আমি জানি, অ্যাপাচিদের সাথে তুমি অনেক বছর কাটিয়েছ।'

রিচার্ড তিক্ত মনে ভাবল, হ্যাঁ আমি জানি। ভাল করেই জানি। চিন্তাটা ওর মনে বাবার ওপর রাগের একটা ধিকিধিকি আগুন জ্বেলে তুলল।

হাওডি, স্ট্রেঞ্জার। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বিশ্রাম নাও। আমি এড ম্যাকিনলে। প্রাইস? না, ওই নাম আগে কখনও শুনিনি, কিন্তু পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। এ আমার ছেলে রিচার্ড, আমার র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। হয়তো ওর কথা তুমি শুনেছ, অ্যাঁ? অ্যাপাচিদের সাথেই বড় হয়েছে ও। হ্যাঁ, স্যার, অ্যাপাচিরা ওরে পাঁচ বছর আগে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছিল। ওদের সাথেই সে ছিল এগারো বছর। ওকে যখন আমরা ফিরে পাই তখন ইংরেজীর একটা অক্ষরও সে বলতে পারত না। কিন্তু লাভার ওপর দিয়ে একটা শুঁয়োপোকা হেঁটে গেলে তাকেও সে ট্র্যাক করতে পারে।

অভিশপ্ত বোকা বুড়োটা চুপ করে না কেন? একটা মানুষ যে স্মৃতি ভুলে থাকতে চায়, বড়াই করে সেটাই লোকজনের কাছে বারবার জাহির করে বলার কি দরকার? র‍্যাঞ্চে কোন অপরিচিত অতিথি এলেই তাকে ওই গল্প ফলাও করে শোনাতে হবে? জানি, সমতলভূমির লোকজনের সামাজে আমি একটা আজব চিড়িয়া, কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটাকে চটকে তেতো করে ফেলতে হবে?

ওই প্রাইস লোকটাকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি, ওর সাথে আমার আবার দেখা হতে পারে এমন আশাও করিনি। আমার মনে হয় না আমি কোথায় বড় হয়েছি সেটা জানার কোন মাথাব্যথা আছে ওর।

আরে, ছিঃ, বাছা, তুমি যে আমাদের আর সবার থেকে ভিন্ন, এতে লজ্জিত হওয়ার কি আছে? আমি ভাবলাম তুমি অদ্ভুত অ্যাকসেন্টে কেন কথা বলো এটা জানলে তুমি কথা বললে সে আর তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না।...

'ওহ্, এই যে, পেয়েছি,' সন্তুষ্টির সাথে বলল প্রাইস। এবং ব্যাগ থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করল। সাথে কিছুটা মরিচা-পড়া একটা ব্যাজ। ওদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটল ভিনসেন্টের মুখে। 'জানো, এটা আমার কাছে এত বছর যাবৎ আছে যে এর কথা আমি ভুলেই গেছিলাম। সম্ভবত অভ্যাসবশেই সাথে রেখেছি। ফেলা আর হয়ে ওঠেনি। শেরিফের কাজ ছেড়ে দেয়ার পরও রয়ে গেছে। এবং আমি পৃথিবীতে একমাত্র যে লোককে ভয় করি, তার বিরুদ্ধেই আজ এটা কাজে লাগবে।'

কড়া দুটো খুলে রিচার্ডের দিকে ছুঁড়ে দিল প্রাইস। 'ওগুলো হাত সামনে রেখে নিজের কব্জিতে লক করে নাও। তাহলে সিগারেট তৈরি করতে, বা খাবার খেতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। শেষ পর্যন্ত যে কাজটা আমাকে করতেই হবে, তাতে কোন তাড়া নেই। এবং অদ্ভুত একটা কারণে র‍্যাঞ্চে ওখানে আসলে কি ঘটেছিল সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। হয়তো লোকে যতটা ভাবে তত খারাপ আমি নই। হ্যাঁ, ভাল কথা, বলো তো? আমাকে যদি তুমি বেকায়দায় ধরে ফেলতে পারতে, তাহলে তুমি কি করতে?'

রিচার্ড তার কব্জিতে হাতকড়া আটকাতে ব্যস্ত। সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিচের ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল যেখানে দুশো গজ দূরে একটা ঢিবি বড় একটা পচা গাছের গুঁড়ির কাছে উঁচু হয়ে উপর

দিকে উঠেছে। গাছটা সম্ভবত বহু বছর আগে কোন বজ্রপাতে পুড়ে মারা গেছে।

সে বলল, 'তোমাকে আমি ওগুলোর একটায় গলা পর্যন্ত পুঁতে, সকালে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় বসে থাকতাম।'

প্রাইস অবাক হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তাই করতে? একজন সাদা মানুষকে? তুমিও?'

'ক্যানসাসে তুমি যা করেছ, তা আমার মত একটা অ্যাপাচি করত না,' কোন ভাবাবেগ ছাড়াই কথাটা বলল রিচার্ড। 'উপজাতীয় ধর্মের আইন অনুসারে কোন অবিবাহিতা কুমারী মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ।'

কিন্তু সে জানে সে যা বলেছে সেটা পুরোপুরি সত্য নয়। অবশ্য ঘটনাচক্রে আরও কয়েকজনের জীবন তার নিজস্ব পরিকল্পনার সাথে পেঁচিয়ে ওর আদি প্ল্যানকে বদলে না দিত, তাহলে হয়তো সে সত্যিই ভিনসেন্টকে গলা পর্যন্ত পুঁতে পিঁপড়ে দিয়ে খাইয়ে শেষ করত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন; ওই চারজনকে বাঁচাতে ভিনসেন্টের রাইফেলের সাপোর্ট জরুরী হয়ে উঠেছে।

ভিনসেন্ট এখনও রিচার্ডকে কাভার করে আছে। ফেলে দেয়া অস্ত্রগুলো তুলে নিয়ে নিজের ক্যাম্পের পিছনদিকে সরিয়ে রাখল। এবার ল্যারিয়েট, আর একটা পিগিং স্ট্রিং (গরুকে মাটিতে ফেলে তার চার-পা একসাথে বাঁধার ছোট দড়ি) এনে রিচার্ডের বগলের তলা দিয়ে ল্যারিয়েটের দড়ি ঘুরিয়ে পিঠের দিকে গিঁট দিয়ে বাঁধল। তারপর পিগিং স্ট্রিং দিয়ে রিচার্ডের হাত দুটো এমন ভাবে বাঁধল যেন সে হাত দুটোকে কাঁধের উপরে ওঠাতে না পারে। দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে একটা শক্ত বেঁটে গাছ জন্মেছে; ওটার সাথেই বান্দিকে বাঁধা ল্যারিয়েটের অন্য মাথাটা বাঁধল প্রাইস।

কাজ শেষ করে একটু পিছিয়ে নিজের কাজ যাচাই করে সন্তুষ্ট

হলো। রিচার্ড তার হাতকড়া পরা হাত উপরে-নিচে কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছুটা নাড়তে পারবে। ওর হাত কেবল আগুন পর্যন্ত পৌঁছবে, এর বেশি নয়। সবকিছু পরীক্ষা করে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তল খাপে ভরল সে।

'ঠিক আছে, রিচার্ড,' বলল সে, 'আপাতত তোমার একটা ব্যবস্থা করা গেল। এখন আমাদের জন্যে একটা লোভনীয় সাপার তৈরি করব। ফ্রেশ হরিণের মাংস।'

রিচার্ড একটা খাড়া পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে বৃষ্টি থেকে কিছুটা আড়াল করেছে। 'তুমি নিশ্চয় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলে...ওই গুলির আওয়াজ আমার কানে পৌঁছতে পারত,' মন্তব্য করল ম্যাক্লিনলে।

হেসে উঠল প্রাইস। 'অন্তত সেটুকু বোঝার মত মগজ আমার আছে। একটা পাহাড়ী সিংহ বড় একটা হরিণ মেরে কিছুটা খাওয়ার পর ওকে তাড়িয়ে কয়েকটা ভাল মাংসের চাক কেটে নিয়েছি। গুলির কথাই যখন উঠল, তোমার যেটা আমি শুনলাম সেটা কি ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। তারপর কি ঘটেছিল জানাল। যে লোকের ভয়ে সে গত সপ্তাহগুলোতে এমন মিইয়ে ছিল তার দুরবস্থার বর্ণনা শুনে প্রাণ খুলে একচোট হাসল ভিনসেন্ট।

'ওটাই আমার কপাল খুলে দিয়েছে। এতদিন ভয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পর গুলির শব্দটা আমার টেনশন লাঘব করেছে। যদিও ওটা বিপদসঙ্কেতই ছিল; হয় তুমি, নয়তো ডাকাত দলের কেউ, যাদের আমি গতকালই দেখতে পেয়েছি, অথবা অ্যাপাচি। ওদের অনেকেই এদিকে আছে। কিন্তু আমি একা এই পথে যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম, কারণ ভেবেছিলাম তুমি ওদের কারও হাতে মারা পড়লে আমি হয়তো রেহাই পাব।'

'ওরা এখনও তাই করবে,' জানাল রিচার্ড। 'নিনো আর তার বাছাই করা কিছু যোদ্ধা নিচেই আছে। ওরা আপাতত আমার কিছু

বন্ধু—' ব্যঙ্গার্থে— 'এবং তোমার এক বান্ধবীর পিছনে লেগেছে। মেয়েটার নাম বিগ বার্থা।'

এগারো

এখনও অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। রিজের ওপরকার গাছগুলো প্রচণ্ড বাতাসের দমকা ঝাপটায় দুলছে। ঘন কালো মেঘের থোকাগুলো পাক খেয়ে গড়াচ্ছে, যেন আকাশের উঠনে নিজেরা ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। দড়ির মাথায় বাঁধা ঘোড়া দুটো কোমরের একপাশ একটু উঁচু করে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে এটাই ঘোড়ার চিরাচরিত ভঙ্গি। ভেজা অবস্থাটা ওরা ধৈর্য ধরে সহ্য করছে। ভিনসেন্ট ভেজা শার্ট পাল্টাতে হামাগুড়ি দিয়ে তেরপলের তলায় ঢুকল।

'রাতের প্যাঁচা আর বল্ড ঈগলের দল!' দাঁত বের করে হেসে আশ্রয়ের শুকনো মাটিতে বসতে বসতে সে বলল। 'তাই নাকি? এতগুলো পাপী চরিত্র এখানে এসে একত্রে জড়ো হয়েছে কেন?'

আবার রিচার্ডকে বিশদ বিবরণ দিতে হলো। খুঁটিনাটি কিছু তথ্য ভিনসেন্টকে প্রচুর মজা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

'তাই নাকি? বিগ বার্থা নিজেও এসেছে, অ্যাঁ?' হাসির দমক একটু কমলে বলল গানম্যান। 'ওই মেয়ে আমাকে একটুও ধোঁকা দিতে পারেনি, আমার কাছে ঘেঁষার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে। ও হচ্ছে অত্যন্ত বাস্তব জাতের মেয়ে। আমি একদিন ফিরে

জুয়ার প্রতিষ্ঠান খুলে ওকে প্রতিষ্ঠিত করব বলে কথা দেয়ার পরও সে বিশ্বাস করেনি; আমাকেই হত্যা করার জন্যে লোকজন নিয়ে ধাওয়া করে এসেছে!'

'তুমি কি সত্যিই ফিরে যেতে?' প্রকৃত কৌতূহল না থাকলেও কথা চালিয়ে যাবার জন্যে প্রশ্ন করল রিচার্ড।

আবার হেসে উঠল ভিনসেন্ট। 'ফিরে যাওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। সীমান্তের ওপাশে স্টেটে আর টেরিটোরিতে আমি কেবল আরেকটা খারাপ লোক। বেশ কিছুদিন আগেই আমি নিশ্চিত বুঝেছি যে ওখানে খেলে বেড়াবার দিন আমার শেষ হয়েছে। মেক্সিকোতেই আমি থাকব।'

'তাহলে মনে হচ্ছে বার্থা তোমাকে ঠিকই চিনেছিল বলেই তোমার পিছনে ধাওয়া করে এসেছে,' শুষ্ক স্বরে মন্তব্য করল সে। 'জুয়ার আড্ডা আর ডান্সিং হলে কাজ করার এতদিনের অভিজ্ঞতার পর ওর মত মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব। তার ওপর ওর স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুটাও রহস্যময়।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু আমাকে ধাপ্পা দিতে পারেনি সে। যাহোক···তোমাকে টেক্কা দিয়ে ওরা তোমার আগেই টাকার জন্য আমার পিছু নিয়েছে। তারপর তুমি ওদের ফাঁকি দিয়ে আমার পিছনে এসেছ, আমাকে পিঁপড়ের ঢিবিতে পুঁতে মারার জন্যে, এই তো?'

'ওটা পরে আসত, নিনো আমাদের বিরুদ্ধে হেরে গেলে তখন। এখন তোমাকে মারার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি। তোমাকে নিতে এসেছিলাম কারণ বাঁচতে হলে তোমার মত গান হ্যান্ডের সাপোর্ট আমাদের দরকার। আমি এখনও তাই চাই···তোমার যদি নিজের ভাল বোঝার মত বিবেচনা থাকে, তবে তুমি তাই করবে।'

শুকনো শার্ট পরার মাঝে একটু থমকে সে বলল, 'অর্থাৎ!? তুমি কি বলতে চাইছ?'

'নিনো জানে আমরা আরেকজনকে অনুসরণ করছি। সে চিঠি বা বই পড়ার মতই পরিষ্কার ট্র্যাক পড়তে পারে। সে জানে তুমি বেশি এগিয়ে নেই। ছয়জনে মিলিত ভাবে লড়লে আমাদের জেতার একটা সম্ভাবনা থাকবে। নিচের ওই বোকা ভেড়াগুলো যদি একাই লড়তে যায় তাহলে তুমি আমাকে মারার পর নিনো প্রথমে ওদের শেষ করবে, তারপর তোমাকেও। আমার বাঁধন খুলে আমাকে মুক্ত করে দাও, ভিনসেন্ট। আমার যেমন তোমার গানের জোর দরকার, তোমারও আমাকে ঠিক তেমনি প্রয়োজন। তুমি আমাকে মেরে ফেললে ষোলোজন অ্যাপাচির দলের বিরুদ্ধে তোমাকে একাই লড়তে হবে। তুমি বাঁচার কোন সুযোগই পাবে না, কারণ এই এলাকা অ্যাপাচিদের চেয়ে ভাল আর কেউ চেনে না। ওরা তোমাকে ঠিকই ধরবে: তোমাকে সহজে মরতে দেবে না নিনো। নির্যাতনের কাজে ওকে আগেও দেখেছি আমি।'

এতক্ষণে ভেজা শার্টটা নিংড়ে একপাশে সরিয়ে রাখল ভিনসেন্ট। পাথরের আড়ালে বসেও বৃষ্টির ঝাপ্টায় রিচার্ডের শার্ট এখনও ভিজছে। মাঝেমাঝেই বাতাস দিক বদলাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ভিনসেন্ট। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'না, রিচার্ড, তা হয় না। এই বৃষ্টিতে সব ট্র্যাক মুছে যাবে। এই সুযোগে আমি অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারব। নিনো ওই টাকা-লোভী দলটাকে নিয়ে ওদিকে ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমি ওদের অনেক পিছনে ফেলে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারব। টাকাগুলো তুমি দেখতে চাও? এই যে, এখানে।'

বড় প্যাক থেকে দুটো ক্যানভাসের ব্যাগ বের করে দেখাল সে।

বৃষ্টিটা যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। বাতাসটাও কমল। বন-বাদাড়ে রাত কাটাবার কৌশলও যে তার অজানা নয়, তেরপলের তলা থেকে এক গোছা

শুকনো কাঠ বের করে ভিনসেন্ট তা প্রমাণ করল। একটা আগুন জ্বেলে, পেঁয়াজের খোসার মত পাতলা ব্যাগ থেকে কিছু বীনস আর আলু বের করে আগুনে সেদ্ধ করতে বসিয়ে কাঠিতে গেঁথে হরিণের মাংস আগুনে ঝলসে নিল। প্রায় নীরবেই দুজনে খাওয়া শেষ করল ওরা। রাত সাড়ে দশটা বেজেছে। আকাশটা এখন পরিষ্কার।

'আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ছি, সকালে যাত্রা শুরু করার সময়ে ফ্রেশ থাকতে চাই,' রিচার্ডকে জানাল ভিনসেন্ট। 'তোমাকে ওইভাবেই কোনমতে রাত কাটাতে হবে—তবে সেটা অ্যাপাচিদের সাথে এতকাল জীবন কাটানোর পর তোমার জন্যে কঠিন কিছু হবে না। যাবার জন্যে তৈরি হয়ে তোমার বিদায়টা আমি যথাসাধ্য সহজ করে দেব। হাজার হোক,' পিঁপড়ের ঢিবিটার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'আমি একজন সাদা মানুষ।'

নিজের এবং রিচার্ডের অস্ত্রগুলো কম্বলের পাশে রেখে বুট না খুলেই শুয়ে পড়ল সে। চিৎ হয়ে শুয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে রিচার্ডের ওপর নজর রেখেছে। ওখানে নীরবেই বসে আছে রিচার্ড। নির্বিকার চেহারায় ওখানে নিভে আসা আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকা লোকটাকে এখন অ্যাপাচির মতই দেখাচ্ছে।

ভিনসেন্ট ভাবছে: ও আর আমি দুজন একই ধরনের মানুষ। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি না বা আর কাউকেও না। ঠিক একই ধরনের দুজন। ভালবাসা, পরিবার, বাচ্চা, এবং ওইসব দু-কড়ি সমাজের সম্মান, সব পায়ের তলায় পিষে উপরে উঠে এসেছি আমরা। ঠিক একই রকম।...

ছোট বাড়িটার সামনে এসে থামল ভিনসেন্ট। সামনের র‍্যাকে চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অধীনস্থ দুজন নিগ্রো ডেপুটির দিকে তাকাল সে। বিরাটাকার লোক দুজন সদ্য মুক্তি পেয়েছে। ওদের শার্টের বুকে আইনের ব্যাজ আঁটা রয়েছে। ওদের দলপতির নির্ভীকতার জন্য খ্যাতি আছে।

তিনজনের কোমরেই পিতলে বাঁধানো বিশাল ড্র্যাগূন রিভলভার ঝুলছে।

'সিড, তুমি আর বাড আমার পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এসো, কিন্তু ভিতরে ঢুকো না,' বলল প্রাইস। 'সম্ভব হলে আমি ঝামেলা ছাড়াই ওদের বের করে আনার চেষ্টা করব।'

ডেপুটি দু'জন আদেশ পালন করতে নিচে নামল। বারান্দাহীন বাড়ির দরজায় দাঁড়াল ভিনসেন্ট। ওয়রের সময়ে চার বছর অযত্নে খালি পড়ে থাকায় চিড় ধরে দরজা বেঁকে গেছে। ভিতরে ছয়জন লোক রয়েছে। একটা বার আর অপটু হাতে তৈরি কয়েকটা চেয়ার ছাড়া আসবাব বলতে ওখানে কিছুই নেই। ওই ছয়জনের মধ্যে চারজনকে ট্রেইল করেই ওখানে পৌঁছেছে ভিনসেন্ট। নিগ্রো ডেপুটি দুজন নির্দেশ মত দরজার মুখ অন্ধকার করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বারের পিছনের মালিক টেক্সাস কনফেডারেট সৈনিক। সদ্য যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এখনও ওর মেজাজ খিঁচড়ে তেতো হয়ে আছে। লোকটা উদ্ধত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল।

'ওই ব্যাজধারী ড্যাম নিগারগুলোকে দরজা থেকে সরাও, মিস্টার,' রুক্ষ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল সেলুন মালিক।

'ওরা ওখানেই থাকবে,' সমস্বরে কথাটা বলে, ওই চারজনের দিকে ফিরে ওদের নাম উল্লেখ করে বলল, 'তোমাদের চারজনকে ঘোড়া চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট আছে আমার কাছে। তোমারা শান্তভাবে উঠে আমার সাথে গেলে আর কোন ঝামেলা হবে না।'

ওদের কেউ কথা বলল না, ওখানেই বসে রইল। টেক্সাসের জংলী এলাকার শক্ত মানুষ ওরা। ওরাও ওই দুজন নিগ্রো ডেপুটিকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। সতর্ক চোখে প্রাইস আর দরজায় দাঁড়ানো দুজনকে লক্ষ করছে।

সেলুন মালিক খেপে উঠে বলল, 'ওরা যে অপরাধই করে

থাকুক, আমি কেয়ার করি না। কিন্তু কোন কার্পেট ব্যাগার (যুদ্ধোত্তর কালের উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক) আর ওই নিগাররা এখান থেকে কাউকে নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং নিদেয় চলো। বেরোও!'

'গরীব লোকের ঘোড়া চুরি করেছে ওরা,' ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা দিল প্রাইস। 'তোমাদের মতই লোক, যারা যুদ্ধের পরে নতুন করে জীবন শুরু করতে চাইছে। এখন এটা ওই চারজনের ইচ্ছা, ওরা হেঁটে বেরোতে পারে, অথবা কফিনে শুয়েও বেরোতে পারে।'

পিতলে বাঁধানো অস্ত্রের গর্জন থামার পর ওই চারজনের তিনজনকে শেষ পর্যন্ত কফিনে ভরেই বের করতে হয়েছিল। নিগ্রো দুই ডেপুটির জন্য অবশ্য কফিন কেউ আনেনি, ওরা ওখানেই মরে পড়ে রইল। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওরা তাদের আহত অফিসারকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। কাঁধে গুলি খেয়ে নিজের অস্ত্র হারিয়েও ঘোড়ার পিঠে উঠে পালাতে সক্ষম হয়েছিল ভিনসেন্ট। ক্রুদ্ধ সেলুন মালিকের গালির সাথে ওর হেনরি রাইফেলের তেরোটা গুলিই প্রাইসের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছিল। ঘোড়ার পিঠের সাথে প্রায় সেঁটে ঘোড়া চালানোয় আর একটা গুলিও টার্গেটে লাগেনি।

ভিনসেন্টের বয়স তখন খুব কম হলেও সে বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ ছিল বলেই সে আর ওখানে ফিরে যায়নি। যুদ্ধে হারার ক্ষোভে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ওই বুনো এলাকা ছেড়েই সে চলে এসেছিল। তখন তার বয়স ছিল তেইশ, ওটা চোদ্দ বছর আগের কথা। তিনজনকে সে প্রায় বিনা নোটিসেই শেষ করেছিল। এরপর বাকি তিনজন আর সেলুন মালিক ফাইটে যোগ দিল। সে কর্তব্যপরায়ণ আর ভীষণ জেদি অফিসার ছিল বলেই ওদের গ্রেপ্তার করতে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লড়েছে। ওই লাগাম ছাড়া জেদই ওকে এতকাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

ওই সেলুনের লোকগুলো আবছা হয়ে মিলিয়ে গিয়ে বিগত জীবনের আরও বিভিন্ন মুখ ভেসে উঠছে। যে মেয়েকে বিয়ে করে একটা বাচ্চাসহ ছেড়ে এসেছে; ডান্স হলের বিভিন্ন মেয়ে; মৃত্যুতে শিথিল বিভিন্ন বিকৃত মুখ। মনোরম চেহারার জিনা ম্যাকিনলের চেহারাও ভেসে উঠল। মেয়েটাই বেহায়ার মত প্রেমের অভিনয় করে কামনার ইন্ধন জুগিয়ে ওকে প্ররোচিত করেছিল। শেষে প্রত্যাখ্যান করে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো ওকে নিজের প্রাণ দিয়ে। এই প্রতারণায় প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মেয়েটাকে পিটিয়ে মেরেই ফেলল ভিনসেন্ট।

বিছানায় পাশ ফিরে শুলো সে।

বারো

রিচার্ডের নড়াচড়ার উপায় নেই। পাথরের মতই নিথর হয়ে বসে আছে ও। আগুনের শেষ কয়লাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেবল বুনো জন্তুর শব্দ আর ভিনসেন্টের নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের নম্র আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ওর কানে আসছে না।

এখন দড়িটা চিবাতে শুরু করল রিচার্ড।

ওর কপাল ভাল ওটা লোহার মত শক্ত চামড়ার দড়ি নয়, ওটা মেক্সিকোর মাগুয়ায় বা সেঞ্চুরি প্লান্টের আঁশ থেকে তৈরি ম্যানিলা টাইপের দড়ি। আঁশের ধারে ওর মুখ কেটে রক্ত বেরিয়ে এল, কিন্তু চিবানো থামাল না রিচার্ড। হাতকড়া পরা হাতের ফাঁকে দড়ি আটকে ধরে মাথা নিচু করে বুনো জন্তুর মত দাঁত দিয়ে খুঁটে দড়ি

কাটার চেষ্টা করছে সে। মুখের লালা দড়িটাকে ভিজিয়ে নরম করে ফেলেছে। এখন হিংস্র কামড়ে ওটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে ও।

ঘোড়া দুটোর একটা ঝিমানো বাদ দিয়ে হঠাৎ মাথা তুলে নার্ভাস ভাবে নাক ঝাড়ল। রিচার্ড সোজা হয়ে বসল, দেহটা টানটান হয়ে উঠেছে। ভেজা কাপড় থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওর সারা দেহে বয়ে গেল। ঘোড়াটা আবার নাক ঝাড়ার শব্দ করল। দড়ির অবশিষ্ট আঁশগুলোর ওপর সে এবার ক্ষিপ্ত আক্রমণ চালাল। ওদিকে একটা নড়াচড়া ওর চোখে পড়েছে। সে ভাবছে: আমাকে মুক্ত হতেই হবে। বহু বছর আগে যা ঘটেছে তার প্রতিশোধ নিতে নিনো তাকে খুঁটির সাথে বাঁধবে।

'ভিনসেন্ট!' ফিসফিসে শব্দে ডাকল রিচার্ড। 'ভিনসেন্ট! ওঠো! ওরা এসে গেছে!'

ও জানে না ওদিকে যে জিনিসটা চওড়া টিম্বার-র‍্যাটলস্নেকের মত ক্রল করে এগিয়ে আসছে সেটা ওকে দেখেছে বা ওর সাড়া পেয়েছে কিনা। সে কেবল জানে ওটা সোজা ওদের ক্যাম্পের দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু অস্ত্রের কাছে পৌঁছার উপায় নেই ওর। বাঁধা অবস্থায় সে নিরুপায়।

'ভিনসেন্ট!' চড়া গলায় চিৎকার করে উঠল সে। শব্দটা রাতের আঁধার চিরে নিচে পর্যন্ত পৌঁছে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। 'ভিনসেন্ট! জলদি বেরিয়ে এসো!'

ঠিক এই সময়ে একটা কালো আকৃতি সোজা হয়ে দাঁড়াল। রাতের অন্ধকারেও ওর হাতে একটা ছুরি দেখতে পেল রিচার্ড। দড়ি কাটার সময়ে ভয়ে ঘোড়া দুটো পিছনের পায়ে উঠে দাঁড়াল। দড়ি কাটা হতেই ঘোড়াগুলো পাথর ছিটিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে নিচের দিকে ছুটল। পিস্তল হাতে ভিনসেন্ট বেরিয়ে এল, একই সাথে একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি বাতাসে ভেসে এল।

'ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল ভিনসেন্ট।

জবাবটা বলিষ্ঠ স্বরে হাসির উৎসের দিক থেকে স্প্যানিশ ভাষায় এল। 'আমার নাম এল্ সেনইঅর হুয়ান করটিনা, বিখ্যাত ডাকাত। তোমাদের সাথে আমি আগামীকাল কথা বলব।'

অনিশ্চিত ভাবে ওখানেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল প্রাইস। তারপর রিচার্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। 'কথাগুলো স্প্যানিশ ভাষার মতই শোনাল,' বলল সে। 'আমি কেবল গোটা ছয়েক স্প্যানিশ শব্দ জানি।'

'ও যে অ্যাপাচি ভাষায় কথা বলেনি এতেই আমি খুশি,' বলল রিচার্ড। 'ওকে যখন ক্রল করে এগোতে দেখলাম, আমি ভেবেছিলাম সে অ্যাপাচি। তোমার জাগাবার চেষ্টা করে দেখলাম তুমি মড়ার মত ঘুমাচ্ছ; তাই চিৎকার করতে বাধ্য হলাম।'

নিচে থেকে ঘোড়া দুটোর খুরের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। ভিনসেন্টের বদমেজাজ, যেটা ওর বিগত জীবনে কেবল দুর্ভাগ্যই টেনে এনেছে, সেটাই এখন হঠাৎ করে চড়ে গেল। পিস্তল উঁচিয়ে ওদিকে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল সে। ফুটখানেক লম্বা কমলা রঙের শিখা ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

'চমৎকার!' তিক্ত স্বরে খোঁচা দিয়ে বলল রিচার্ড। চারপাশ থেকেই এবার ব্যঙ্গাত্মক হাসির শব্দ ভেসে এল। 'এরচেয়ে বরং নিচে গিয়ে নিজেই নিনো আর তার সঙ্গীদের ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিয়ে এসো আমরা ঠিক কোথায় আছি!'

দোষটা নিজের হলেও ভাগ্যকেই গালি দিল প্রাইস। 'দেখা যাচ্ছে এখন হাঁটা ছাড়া আর কোন পথ নেই, অথচ চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে সস্তা একটা পাহাড়ী মেক্সিকান ব্যানডিটের দল। এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের আর কি করার আছে?'

'বাঁধন কেটে আমাকে মুক্ত করে আমার অস্ত্রগুলো ফেরত দাও,' পরামর্শ দিল রিচার্ড। 'লোকটা বলেছে সে আমাদের সাথে সকালে কথা বলবে। কিন্তু শয়তানটা আর দশ মিনিট দেরি করে

এলেই আমি মুক্ত হয়ে তোমাকে নিয়ে নিচের দিকে রওনা হয়ে যেতাম। ওখানে ওই চারজন আতঙ্কিত ভেড়া তোমার আর আমার অস্ত্রের সাপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে। এখন আমার বাঁধন কেটে দেয়া ছাড়া আর কি করবে? আমরা দুজন এখন একই নৌকায় আছি। ওই গুলির শব্দের পর, কোন ঘোড়া না থাকায় আমাদের পরিস্থিতি কেবল খারাপের দিকেই যাবে। ওই ব্যানডিট হয়তো নিনো আর তার দল মেয়েটা আর তার তিন সঙ্গীকে শেষ করে বাকি কাজ শেষ করতে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত আমাদের এখানেই আটকে রাখবে। নিনোকে আমি চিনি, আমরা একসাথেই বড় হয়েছি। সে যদি আজই ওদের ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে দেখে আমি তোমাকে ধরতে চলে এসেছি। তাহলে সে ওদের যতজনকে সম্ভব বন্দি করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করে ছুটে আসবে। এবং ততক্ষণ ওই হামবড়া ভাবের সম্ভ্রান্ত ডাকাত হুয়ান করটিনা নিজের অজান্তেই আমাদের এখানেই আটকে রাখবে অ্যাপাচিদের গ্র্যান্ড ফাইনাল পার্টির জন্যে। বোকামি কোরো না, আমার বাঁধন খুলে দাও!'

ভিনসেন্ট আর ইতস্তত করল না। ছুরি বের করে চিবানো জায়গাটা কাটার সময় একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করল। মুক্ত হয়ে শেলটারে ঢুকে নিজের গান বেল্ট আর অস্ত্রগুলো তুলে নিল।

'পাহাড়ের খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠায় তুমিও নিশ্চয় অ্যাপাচিদের মতই ওস্তাদ?' একটু আগেই যে তার বন্দি থেকে সঙ্গী হয়েছে তাকে প্রশ্ন করল ভিনসেন্ট। ওকে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতে দেখে সে আবার বলল, 'তুমি তাহলে পশ্চিমের ঢালে নজর রাখো, আমি পুবের ঢালের ওপর নজর রাখছি।'

নিজেদের পছন্দ মত সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিয়ে তৈরি থাকল ওরা। ভিনসেন্ট পশ্চিম ঢালের দিকে মুখ করে রিচার্ডের থেকে চার ফুট উঁচুতে অবস্থান নিয়েছে। রাতের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দুজনের কেউই কথা বলছে না বা সিগারেট ফুঁকছে

না। ভোরের দিকে শীতের কামড়টা বাড়ল। রিচার্ডের ভেজা কাপড় বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে ওর দেহে মাঝেমাঝে কাঁপ ধরাচ্ছে।

রিচার্ডই ভোরের আগমনের আভাস প্রথম দেখতে পেল। দূরে পাহাড়ের পুব দিকের মাথায় আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। তারপর অনেক নিচে ধোঁয়া দেখা পেল। মনে হচ্ছে সেনইঅর করটিনা সকাল-সকাল নাস্তা সেরে নেয়ার ব্যবস্থা করছে।

'আমাদেরও সময় থাকতে কিছু খেয়ে নেয়া উচিত,' ভিনসেন্টকে বলল রিচার্ড। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটুর জড়তা কাটাল। 'আমাদের আগুনের ধোঁয়া দেখে ওরা ভাববে আমরা নিশ্চিন্ত আছি। আজ যেকোন সময়ে নিনো যে হামলা করতে পারে সেটা ওকে বিশ্বাস করাতে পারলে সেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। তুমি নজর রাখো, আমি আগুন জ্বালাচ্ছি।'

দুটো পাথরের ফাঁকে আগুন জ্বালাল রিচার্ড। কাঠ ভিজে থাকার কারণে ক্ষীণ একটা হলদেটে ধোঁয়ার রেখা উপরে উঠছে। দুটো ধোঁয়ার রেখার মাঝে নিচে কোন এক জায়গা থেকে উপহাসের সুরে একটা স্বর ভেসে এল। 'হে, সেন্‌ইঅরেস, গতরাতে তোমাদের ভাল ঘুম হয়েছে আশা করি? অ্যাঁ?' ওর কথা শেষ হওয়ার সাথেই ছোট একটা হাসির রোল উঠল।

উঁচু পাথরের ওপর থেকে একটা গাল দিল প্রাইস।

'ওদের হাসতে দাও,' বলল রিচার্ড। 'আমাদের সবাইকে মেরে শেষ হাসিটা নিনোই হাসবে।'

'অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও এনো না,' খেঁকিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। ওর শেভ না করা চেহারা রাতের টেনশনের পর ক্লান্ত আর অবসন্ন দেখাচ্ছে। 'হঠাৎ মরে যাওয়াটা আমার কাছে কিছুই নয়। বহু বছর ধরে আমি আশা করছি ওইরকম কিছুই ঘটবে। প্রতিবারই আমি যখন ফাইনাল শোডাউনে কারও বিরুদ্ধে লড়েছি, এটা জেনেই এগিয়েছি যে আমাদের দুজনের একজনকে মরতেই

হবে। একটা আড়ষ্ট অনুভূতিতে ভিতরটা কেমন যেন শক্ত হয়ে আঁকড়ে গেছে। কিন্তু ভয় পাইনি, কারণ জানতাম আমি মারা পড়লে সেটা মুহূর্তেই ঘটে যাবে। কিন্তু এই ধরনের কিছু...ফাঁদে পড়ে অ্যাপাচিদের আসার অপেক্ষায় নিরুপায় হয়ে বসে থাকা...অসহ্য।'

বড় বড় কয়েক চাক হরিণের মাংস আগুনে ঝলসে আধকাঁচা অবস্থাতেই খেয়ে নিল ওরা। তারপর সিগারেট ধরাল। আধঘণ্টা পরে আবার দূর থেকে হাঁক শোনা গেল...আগের চেয়ে কাছে থেকে এসেছে ওটা। দুশো গজ দূরে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে আসছে শব্দটা।

'হে, সেন্‌ইঅরেস, তোমরা স্প্যানিশ বলতে পারো?'

'তুমি কি চাও?' ওদের ভাষাতেই হাঁকল রিচার্ড।

'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। হয়তো তুমি নিচে এসে আমার সাথে কথা বলবে? হুয়ান করটিনা একজন সম্ভ্রান্ত সম্মানিত লোক। আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করব না।'

'আমি তোমার সাথে মাঝামাঝি খোলা জায়গায় দেখা করব,' জবাব দিল রিচার্ড।

'ভাল কথা। কিন্তু কোন চালাকি নয়। আমার সাথে অনেক লোক রয়েছে।'

ভিনসেন্টের দিকে ফিরল রিচার্ড। 'তোমার কাছে কি ধরনের রাইফেল আছে?'

'ফিফটি সিক্স ক্যালিবার স্পেন্সার। স্টকে ভরা টিউব ম্যাগাজিনে সাতটা করে গুলি ধরে, এবং আমার কাছে বাড়তি দুটো গুলি-ভরা ম্যাগাজিন আছে। আমি খুব দ্রুত একুশটা গুলি ছুঁড়তে পারব।'

'দূরপাল্লায় ওটা কোন কাজে আসবে না, কিন্তু একশো গজ দূরত্বে তোমার মিস হবে না। আমি নিচে যাচ্ছি, আমাকে কাভার দিয়ো। লোকটা কথা বলতে চায়। ওরা যদি কিছু করার চেষ্টা

করে তবে প্রথমে করটিনাকে শেষ করে .৪৫-৭০ দিয়ে দূরের লোকগুলোর জন্যে পরিস্থিতি বিপজ্জনক করে তুলো। আর্মি শার্পশূটাররা এইসব রাইফেলে টেলিস্কোপ লাগিয়ে হাজার গজ দূরের টার্গেটেও লাগাতে পারে।'

কার্তুজের বেল্ট আর শার্পস রাইফেলটা ভিনসেন্টের হাতে তুলে দিয়ে রিচার্ড খোলা জায়গায় বেরিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে এগিয়ে গেল। নরম চামড়ার মোকাসিনের জুতো ঘাসের ওপর কোন শব্দ করছে না। তিন ফুট চওড়া ত্রিশ ফুট গভীর খাদ ওকে লাফিয়ে পার হতে হলো।

সাদা সুতির শার্ট প্যান্ট পরা লোক ওপাশ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। ওর পায়ে কারুকার্য করা সুশ্রী বুট, মাথায় বিরাট আকৃতির একটা খড়ের তৈরি সমব্রেরো। লোকটা রিচার্ডের সাথে মিলিত হতে এগিয়ে এল।

'আহ্, গ্রীটিংস, সেনইঅর। বৃষ্টির পরে আজকের চমৎকার সকালে তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। এবার আমরা কথা বলব, এহ্? আমিই সেই মহান ব্যানডিট, সেন্ইঅর হুয়ান করটিনা।'

তেরো

লোকটা দাম্ভিক ভঙ্গিতে পা ফাঁক করে কোমরে দুহাত রেখে ঝানু ডাকাতের ভাব ধরে আত্মবিশ্বাসী পোজ নিয়ে দাঁড়াল। লোকটার বয়স পঁচিশ, কি বড় জোর ছাব্বিশ হবে, অশিক্ষিত, দাম্ভিক এবং

অহঙ্কারী। দুই কাঁধের ওপর বুকের ওপর ক্রস চিহ্ন এঁকে আড়াআড়ি ভাবে নেমে এসেছে দুটো কার্তুজ বেল্ট। মোটের উপর লোকটার পোশাক আর ভাবভঙ্গি হাস্যকর।

'তুমি কি চাও?' সরাসরি প্রশ্ন করল রিচার্ড। 'তাড়াতাড়ি তোমার কথা শেষ করো। উপর থেকে রাইফেলের মুখে তোমাকে কাভার করে রাখা হয়েছে, সুতরাং কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই আমার বন্ধু তোমাকে গুলি করে হত্যা করবে।'

'এবং আমার বন্ধুরা তোমাকে,' হাসল সে।

ওখানে দাঁড়িয়ে ধূর্ত দৃষ্টিতে রিচার্ডের নির্বিকার চেহারা খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে ওই লম্বা আমেরিকান লোকটার নিরেট চেহারার পিছনে কি আছে। শক্ত মানুষ, এই লোকটা। মোটেও ভয় পায়নি। অন্যান্য সাধারণ গ্রামবাসীর মত নয়, যাদের আতঙ্কিত করে ওর লোকজন খাবার আর ঘোড়া সহজেই আদায় করে নেয়।

'তুমি কি চাও?' রুক্ষ স্বরে পুনরাবৃত্তি করল সে।

হাত দুটো দুপাশে বিস্তৃত করে কাঁধ উঁচিয়ে সে বলল, 'আমরা নেহাতই গরীব দিনমজুর, সেনইঅর, যারা নিষ্ঠুর সেনা আর র‍্যাঞ্চারদের অত্যাচারে সমাজচ্যুত হয়েছি। আমাদের সর্বক্ষণ জন্তুর মত বনেজঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। আমাদের কোন ঘরবাড়ি নেই, বউ-ছেলেমেয়ে নেই, কোন টাকাও নেই। হয়তো তোমাদের কাছে কিছু আমেরিকান ডলার আছে যার থেকে কিছু তোমরা এই গরীবদের সাথে ভাগাভাগি করবে?'

'রাতে তোমরা যে ঘোড়া দুটো চুরি করেছ ওগুলো বিক্রি করে দিলেই কিছু টাকা পেয়ে যাবে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রিচার্ড।

আবারও দুপাশে হাত ছড়িয়ে কাঁধ উঁচাল সে। 'আরে, না, যে নিষ্ঠুর লোকগুলো আমাদের ওপর অত্যাচার করছে তাদের থেকে পালানোর জন্যে ওগুলো আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু কিছু টাকা হলে--'

বাধা দিয়ে রিচার্ড বলে উঠল, 'তোমরা যদি এখানে আরও

কিছুক্ষণ দেরি করো তাহলে তোমাদের টাকা, বা কোনকিছুরই আর দরকার হবে না, বুঝেছ? রিজের ওপাশে কয়েক মাইল পিছনে একদল অ্যাপাচি আমাকে ট্রেইল করছে। ওরা আজ বা কালকের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হবে। আমাদের ঘোড়া দুটো ফেরত দিয়ে যত জলদি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়াই তোমাদের জন্যে সবথেকে ভাল হবে। যদি তা না করো তাহলে আমাদের সাথে তোমরাও সবাই মারা পড়বে।'

রিচার্ডের কথায় হাত কোমরে রেখেই দেহ পিছনে হেলিয়ে হাসল করটিনা। 'হোঃ, হোঃ, হো! আমেরিকানরা খুব ধূর্ত মানুষ হয়। তুমিও আর সবার মতই মিথ্যাবাদী। তুমি ভেবেছ কিছু উদ্ভট গল্প শুনিয়ে তুমি গ্রেট হুয়ান করটিনাকে ভয় পাইয়ে দেবে? মিছেই তুমি সময় নষ্ট করছ, মিস্টার।

'ঠিক আছে, বিশ্বাস না করলে তোমরা নিশ্চিন্ত মনেই থাকো। তবে আমাদের কাছ থেকে কোন টাকা তুমি পাবে না। তোমরা যদি আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করো তাহলে আমরা পাথরের পিছনে ঘাঁটি গেড়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ব।'

'পানি ছাড়া? তোমাদের সাথে মশকে যা পানি আছে তাতে তোমাদের কতদিন চলবে?'

'অ্যাপাচিদের হাতে তোমাকে আর তোমার দলের লোকজনদের মরতে দেখার মত যথেষ্ট পানি আমাদের কাছে আছে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'আমি তোমাকে নিজের জীবন বাঁচাবার আরও একটা সুযোগ দিচ্ছি। আমাদের ঘোড়াগুলো ফেরত দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও।'

'তোমার চেষ্টাটা নেহাতই বৃথা গেল, মিস্টার। আমি এত বোকা নই যে তোমার কথা বিশ্বাস করব। এটা নর্থ আমেরিকান একটা চাল। তোমাদের আমি ভাল করেই চিনি। তোমাদের দুজন প্রসপেক্টরকে আমি আগেই শেষ করেছি। ওরাও তোমার মতই কথা বলেছিল। আমি তোমাদের বাঁচার শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি

আমরা কেবল তোমাদের টাকা আর অস্ত্রগুলো চাই।'

ওই লোককে কথায় তার বিপদ বোঝানো যাবে না বুঝেই আর কথা বাড়াল না সে, পিছন দিকে হাঁটা শুরু করল। ওর মাথায় এখন আরও অনেক চিন্তা রয়েছে। ঢাল বেয়ে উপরে ওঠার পথে ফাটলটা সে আবার লাফিয়ে পার হয়ে ফিরে এসে দেখল রাইফেল হাতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ভিনসেন্ট।

'কি কথা হলো?' জানতে চাইল সে।

রিচার্ডের মুখ থেকে নিচের আলাপের বিবরণ শুনতে শুনতে গানম্যানের চেহারায় অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল। 'তুমি একটা পাগল, রিচার্ড! ওর সাথে একটা চুক্তিতে এলে না কেন? আমার কাছে দুটো ব্যাগে অজস্র টাকা রয়েছে, তুমি জানো! টাকা দিয়েই আমরা ঘোড়া দুটো কিনে নিয়ে এখান থেকে বেরোবার পথ করে নিতে পারতাম। যাও, ফিরে গিয়ে ওর সাথে একটা চুক্তি করে এসো।'

ভিনসেন্টের দেয়া নতুন তামাকের থলে থেকে তামাক বের করে হাসল রিচার্ড। হাসিটা ওর মুখে কঠোর আর বেমানান দেখাল, কারণ সে খুব কমই হাসে। হঠাৎ নিচের কোথাও একটা গুলির শব্দের সাথে ওদের মাথার চার ফুট উপরে এক চিলতে পাথর ছিটকে উঠল বুলেটের আঘাতে।

'লোকটা খাঁটি সোনার বিনিময়েও আমাদের ওই ঘোড়াগুলো ফেরত দেবে না কারণ ঘোড়া এখানে অত্যন্ত দুর্লভ। তাছাড়া ঘোড়া ছাড়া আমাদের কোথাও যাওয়ারও উপায় থাকছে না। আমি ওকে এদিকে নিনোর দলবলের উপস্থিতির কথাও বলেছিলাম, কিন্তু লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। এখন আমাদের যথেষ্ট পানি নিয়ে এখানেই আরামে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকতে হবে। এবং হুয়ান যেন চলে না যায় এই আশাই করতে হবে। ওর গুলির শব্দই নিনোকে জানিয়ে দেবে কোথায় আসতে হবে, এবং ওদের ফাইটিঙের বিশৃঙ্খলায় আমরা হয়তো সরে পড়ার একটা সুযোগ

পেয়েও যেতে পারি।'

আরও একটা গুলি পাথরে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এতে রিচার্ড চিন্তিত নয়, সে জানে নিচে থেকে বেশি গুলি আসবে না। নিশ্চিত টার্গেট ছাড়া দুর্লভ গোলাগুলির অপচয় এখানে বোকামি। মাটিতে বসে নিজের রাইফেলটা পাশে নিয়ে বসে আছে রিচার্ড।

'নিচের ওই চারজনের কি হবে?' প্রশ্ন করল ভিনসেন্ট।

ঠাণ্ডা স্বরে রিচার্ড বলল, 'ওদের জন্যে যতটা সম্ভব আমি করেছি। আমি তোমার পিছনে এখানে এসেছিলাম তোমাকে সাথে নিয়ে ফিরে গিয়ে সবাইকে সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মেক্সিকান ব্যানডিটদের ঘেরে আটকে গিয়ে এখানে পড়ে আছি। নিনো না আসা পর্যন্ত আমাদের নড়ার উপায় নেই। তাই এখন থেকে আমি কেবল নিজেরটাই দেখব, আর কারওটা নয়। আমরা একসাথেই লড়ে বেরোবার চেষ্টা করব বটে, কিন্তু যদি বেরোতে পারি ওদের নাগালের বাইরে বেরিয়ে সুযোগ এলে প্রথম সুযোগেই তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করব।'

'আমিও তাই করব,' জবাব দিল ভিনসেন্ট। 'যাক, একটা ব্যাপার অন্তত পরিষ্কার হলো। এবারে তোমার দূরপাল্লার রাইফেল দিয়ে ওদের কিছু লোককে একটু শায়েস্তা করা যাক।'

'বোকার মত কথা বোলো না, ভিনসেন্ট। এরা চুনোপুঁটি। আমি আমার সব গোলাবারুদ নিনো আর তার দলবলের জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি। ওরা একেবারে নিশ্চিন্ত আছে। ব্যানডিটদের দল জানে না ওদের হাতে কত কম সময় রয়েছে। আরও একটু উপরে উঠে চারপাশে নজর রাখো।'

'সেটা আমরাও সঠিক জানি না,' বলল খুনী ভিনসেন্ট।

উপরে উঠে পাথরের ভিতর একটা সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে সে চারপাশে নজর রাখতে বসল। অতীতের যেসব দুর্ভাগ্য

আজ ওকে এখানে টেনে এনেছে সেগুলোকেই মনেমনে গাল দিচ্ছে ও। দুজন নিগ্রো ডেপুটি নিয়ে কয়েকজনকে জীবিত বা মৃত ফেরত আনা বা নিজে মরা এক কথা; আর এখানে অসহায় অবস্থায় ফাঁদে পড়ে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

'এই রিচার্ড,' হঠাৎ বলে উঠল সে।

'কি ব্যাপার?' নিচে থেকে জবাব এল।

'ওই শয়তানগুলোর কাছে হয়তো তেমন ভাল রাইফেল নেই। আমরা এখান থেকে ওদের দূরপাল্লায় ঠেকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলেই তো পারি?'

'ওরা সহজে কাছে ভিড়তে পারবে না, এটা ঠিক। আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়ে অ্যামবুশও করতে পারবে না, পরিস্থিতি বেশি গরম হয়ে উঠলে হয়তো ওটা আমরা চেষ্টা করব।'

আবার গাল দিল ভিনসেন্ট। তবে যে গুলিটা ওর চার ফুট দূরে পাথরের গায়ে লেগে একটা সাদা চিহ্ন রেখে অশুভ আওয়াজ তুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল সেটা ওকে মোটেও বিচলিত করল না। উপুড় হয়ে শুয়ে পশ্চিমের ঢালের ওপর চোখ রাখল সে।

চোদ্দ

ওই দিনই সকালে বৃষ্টি থামার পর আকাশটা এখন পরিষ্কার। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠে এই বিশাল এলাকাটাকে আবার শুকিয়ে ফেলবে। নিনো আর তার দলের লোকেরা এরই মধ্যে

নাস্তা সেরে ফেলেছে। নাস্তাটা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য হয়েছে আজ, কারণ পোকোর মৃত প্যাক হর্সের পিঠের রসদ দিয়েই নাস্তা তৈরি করে খেয়েছে ওরা। সাথে ছিল সদ্য শিকার করা হরিণের তাজা মাংস। তিনটে লোক আর একটা মেয়ে যেখানে ক্যাম্প করেছে তার থেকে মাত্র তিনশো গজ দক্ষিণে রয়েছে ওরা।

কিছু তরুণ যোদ্ধা অধৈর্য হয়ে অসন্তোষে বিড়বিড় করছে। কিছু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকও ওদের সাথে একমত। আর্মি স্কাউট তানাকার ভাই শেষে মুখ খুলল।

'আমি ওই মেয়েটাকে চাই,' নিনোকে বলল সে। 'সারাটা জীবন আমি দক্ষ ফাইটার ছিলাম। আমি নিজের পরিবারের সব্বার সাথে বুড়ো আর অথর্বদের জন্যেও চিরকাল খাবারও যুগিয়েছি, কিন্তু আমি জীবনে কখনও লম্বা হলুদ চুলের মেয়েকে পোড়াইনি। ওকে আমি গাছের ডালে পা বেঁধে চুল নিচের দিকে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে চুল বেয়ে আগুনের উপরে ওঠা দেখতে চাই; অথচ তুমি অপেক্ষা করতে বলছ।'

'আমরা অপেক্ষাই করব,' জানাল নিনো। সে জানে সবার চোখই তার ওপর এবং দেরি হচ্ছে দেখে সবার চেহারাই গোমড়া।

'অপেক্ষা করতেই হবে কেন?' অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন প্রশ্ন তুলল। 'ওরা ভেড়ার মত ওখানে বসে আছে, ভাল ঘোড়া আর লুট করার মত অনেক মালপত্রও রয়েছে ওদের সাথে। আমরা রাতের বেলাই ক্রল করে গিয়ে ওদের সবাইকে জীবন্তই আটক করতে পারতাম। আমি যদি চীফ হতাম—'

'তুমি বুড়ো হয়েও চীফ হতে পারোনি এবং আমি তরুণ বয়সেই চীফ হয়েছি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল নিনো। বক্তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা ওর স্বরে সুস্পষ্ট। 'তুমি জানো এড়ানো সম্ভব হলে রাতের বেলা আমরা আক্রমণ করা পছন্দ করি না। ওই

সময়ে আমাদের বৃদ্ধ মৃত লোকজনের আত্মা তাদের আবাস ছেড়ে নিচে নেমে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায় এবং আমাদের আগুনের ধারে বসে আমাদের কথাবার্তা শোনে। ওরা এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আছে। রাতে যুদ্ধ করে ওদের শান্তি ভঙ্গ করলে ওরা ক্রুদ্ধ হয়। এসব সবই তুমি জানো।'

সাধের দূরবীনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নিনো। যে নিচু রিজটার ওপাশে ওই চারজন ক্যাম্প করেছে, ওটার ওপর উঠল। নগ্ন পেটে বরফের মত ঠাণ্ডা ভেজা ঘাসের স্পর্শ উপেক্ষা করে উপুড় হয়ে শুয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে ফোকাস করল। ক্যাম্পটা খুব কাছে এসে গেল। কাছেই বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। তিনজন বোকা "হোয়াইট আইজ" লোক দ্রুতহাতে কিছু খাবার ব্যবস্থা করছে। মেয়েটা কাছেই ঝর্নার ধারে অন্য লোকগুলোর চোখের আড়ালে কিছু পাথরের পিছনে রয়েছে। ভিজে শার্ট বদলে একটা পরিষ্কার শুকনো শার্ট পরছে সে। ওর লম্বা চুল কোমর পর্যন্ত ঝুলছে।

মেয়েটার দৈহিক কাঠামোর সৌন্দর্য বা ওর কাপড়-জামা দেখছে না নিনো। ওর স্থির দৃষ্টি মেয়েটার চুলের ওপর। তানাকার ভাই মিথ্যা বলেনি, পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে দাউদাউ করে চমৎকার ঝলকের সাথে জ্বলবে ওই চুল।

'এখনই আমরা আক্রমণ করছি না কেন?' জানতে চাইল অসন্তুষ্ট যোদ্ধা। 'আমি চুপিসারে এগিয়ে মেয়েটাকে ধরছি, আর সবাই বাকি তিনজনকে ঘিরে ধরে ফেলতে পারবে। কাজটা খুব সহজ হবে।'

অ্যাপাচি ভাষায় যদি গালি দেয়ার মত কোন শব্দ থাকত তাহলে হয়তো নিনো সেগুলো ব্যবহার করত। কিন্তু যেহেতু তা নেই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে অপমান করার মত কিছু বলা। ওদের সবথেকে বড় মানহানিকর অবমাননা হচ্ছে কাউকে শিশু বলে সম্বোধন করা। নিনো তাই করল।

'তুমি একটা শিশু, বাছা,' অবজ্ঞার সাথে বলল সে। 'তুমি অ্যাপাচি যোদ্ধার মত কথা না বলে অ্যাপাচি বাচ্চার মত কথা বলছ।.বয়স তোমার চোখের দৃষ্টি যদি ক্ষীণ না করত তাহলে তুমি দেখতে পেতে পোকোর ঘোড়াটাও ওখানে রয়েছে। পোকো কি নিজের ঘোড়া ফেলে পায়ে হেঁটে কোথাও যাবে? ও কোথায় আছে বলে ভাবছ তুমি?'

'জানি না, এবং আমি কেয়ারও করি না,' রাগের সাথে জবাব দিল বুড়ো। 'আমি কেবল ওই মেয়েটাকে চাই।'

'পোকো একজন অ্যাপাচি,' ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা করল নিনো। 'সে জানে আমরা এই দলটাকে অনুসরণ করব। একসময়ে সে আমাদের সাথে ছিল বলে সে জানে আমাদের চিন্তাধারা কেমন এবং আমরা কিভাবে লড়ি। সে ঝোপের ভিতর কোথাও লুকিয়ে, তুমি যেমন বলেছ তেমনি একটা বোকামি করার অপেক্ষায়, ওত পেতে বসে আছে। তুমি দেখেছ ওর বড় রাইফেল দিয়ে সে আমাদের কত ক্ষতি করেছে। আমাদের তিনজন যোদ্ধা এখন মৃত এবং একজন আহত। এখন তুমি চাইছ আমরা আক্রমণে যাই, আর সে খরগোসের মত আমাদের শিকার করুক। উপযুক্ত সময় এলেই আমি আক্রমণ করব। তখন তুমি মেয়েটাকে পোড়াতে পারবে। অন্যান্যদের চেয়ে পোকোকেই আমার সবথেকে বেশি দরকার। সে আমার শত্রু, তাই ওকে আমি বেশি কষ্ট দিয়ে মারতে চাই। ফিরে গিয়ে আমি আমার স্কওকে পেটাব আর বলব ওকে আমি কিভাবে মেরেছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে নিনো আবার নিচের দিকে নেমে গেল। আগুনের ধারের যোদ্ধারা কোন মন্তব্য করল না। রিচার্ডের কম্বলের ওপর যে অ্যাপাচি লোকটা শুয়ে আছে তার আহত হাতটা ব্যান্ডেজে বাঁধা।

রিচার্ডের যে গুলিটা একজনকে হত্যা করেছে সেটাই ওকে ফুটো করে আহত অ্যাপাচির হাতে একটা গভীর গর্ত কেটে

বেরিয়ে গেছে। জখমটা মারাত্মক না হলেও খুব বেদনাদায়ক।

ভিজে নগ্ন পেটের থেকে ঠাণ্ডা দূর করার জন্যে আগুনের ধারে বসল নিনো। উজ্জ্বল কাঠ-কয়লার তাপটা উপভোগ করছে ও। ধৈর্য আর চাতুরীর সাথে সে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে। এই ধরনের কিছু গুণই ওকে এত কম বয়সে চীফ হওয়ার অধিকার দিয়েছে। অ্যাপাচিদের ধারণা ওর পাঠানো চিন্তা-ভাবনার আত্মাই ওকে সঠিক আর ভাল খবর এনে দেয়।

রিজের ওপাশের আগুনের ধারে কিন্তু ব্যস্তভাবে কাজ চলেছে। বার্থা ঝর্নার ধার থেকে ফিরে এসেছে। ওর ছাই রঙের শার্টটা পরিষ্কার আর শুকনো। দুটো লম্বা বেণি বুনে সে মাথার ওপর এমন কৌশলে খোঁপা বেঁধেছে যেন হ্যাট পরতে কোন অসুবিধা না হয়। অবশ্য এখন ওর মাথায় হ্যাট নেই। মুখটা সদ্য পরিপাটি করে ধোয়া। বুট আর রাইডিং স্কার্টেও ওকে আশ্চর্য রকম আকর্ষণীয়া দেখাচ্ছে।

নিজের প্যাক নিয়ে ব্যস্ত ওয়ান কার্ডের চোখেই ব্যাপারটা চট করে ধরা পড়ল। বার্থার ঠিক বিপরীত রকম দেখাচ্ছে তার নিজের চেহারা। খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফে ভরা মুখ আর সোঁদা গন্ধে ভরা নোংরা কাপড়ে ওকে অত্যন্ত রুক্ষ দেখাচ্ছে।

'বার্থা, তোমাকে আজ সকালে সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছে!' বিস্ময় ভরা সুরে বলল ওয়ান কার্ড। 'তোমার সৌন্দর্য আমি আগে কখনও এভাবে লক্ষ করিনি।'

'এর জন্যে চমৎকার সময় তুমি বেছে নিয়েছ বটে,' মুখের ওপর জবাব দিল মেয়েটা। 'আমি সুন্দরী নই, এবং মিছে তোয়াজে তোমার কোন লাভই হবে না, ওয়ান কার্ড। আমার জীবনে কেবল একটা মানুষই এসেছিল আমার কাছে যার কদর ছিল, সে এখন মৃত। বর্তমানে এই ঝামেলা থেকে কোনভাবে প্রাণ নিয়ে অক্ষত অবস্থায় বেরোতে পারলে আমি আর কিছু চাই না। ভিনসেন্টের টাকা এখন আর আমি চাই না। পুরোটা তারই

থাকুক। গত রাতে ঠাণ্ডায় গার্ড দেয়ার সময়ে আমি অনেক ভেবেছি। অতীতে যেমন ছিল, এখন আর ওই টাকার তেমন মূল্য আমার কাছে নেই।'

'ভাল, কিন্তু আমার কাছে ওর মূল্য আছে,' বলে উঠল বার্ট। 'ওই টাকা আমার চাই।' ওর চেহারাও ওয়ান কার্ডের থেকে এমন কিছু ভাল নেই। 'আমরা যখন এতদূর এসেছি, এবং জীবন বাঁচাতে যখন আমাদের লড়তেই হবে, তখন ভিনসেন্টের টাকার জন্যেও না হয় লড়ব।'

হাডসন বলল, 'এখানে এখন কথা কম আর কাজ বেশি হওয়া দরকার। উপর থেকে যে গুলির শব্দটা আমরা শুনতে পেয়েছি সেটা রিচার্ডের গুলির শব্দ হয়ে থাকতে পারে। কিংবা কোন অ্যাপাচির বুলেটে সে নিহতও হয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে আমরা এখানে রয়েছি, ফেরার কোন উপায় নেই। আমি কিছুই দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। এখান থেকে এখনই পাততাড়ি গুটিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের সরে পড়া দরকার। বার্ট, তুমি রিচার্ডের ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে লীড করে নেবে। ওয়ান কার্ড, তুমি প্যাক ঘোড়া দুটো সামলাবে। বার্থা তোমার কয়েক ফুট সামনেই থাকবে, কারণ রাইফেলে ওর হাত ভাল। আমি কয়েক ফুট পিছনে সবার শেষে থাকব। আমরা যদি আক্রমণের মুখে পড়ে যাই তাহলে বাড়তি ঘোড়াগুলোকে হত্যা করে ওগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করবে।'

'এবং,' একটু বিষণ্ণ হাসির সাথে যোগ করল বার্থা, 'সূর্য যখন উঠবে ওটাকে আশ মিটিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিও। ওই চমৎকার দৃশ্যটা আবার দেখার সুযোগ হয়তো আমাদের জীবনে আর নাও আসতে পারে।'

ওরা দ্রুত সব গুছিয়ে নিয়ে ভেজা জিনের ওপর উঠে বসল। ঘোড়ার ট্র্যাকগুলো ভেজা নরম মাটিতে গভীর চিহ্ন আঁকছে। বেশ কাছাকাছিই প্রায় একত্রে এগোচ্ছে ওরা। প্রত্যেকের রাইফেলই

স্যাডলের ওপর তৈরি অবস্থায় আড়াআড়ি রাখা রয়েছে। ওদের মাঝে খুব কমই কথা হচ্ছে। কথার কোন প্রয়োজন নেই, তাছাড়া কথা বলায় কারও উৎসাহও নেই। যতটা সম্ভব পরিষ্কার খোলা জায়গা ধরেই এগোচ্ছে ওরা। বার্থা সামনে পুবের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে; ওয়ান কার্ড তার স্যাডল হর্নের সাথে প্যাক ঘোড়া দুটোর দড়ি শক্ত করে বেঁধে পাশে উত্তর দিকে নজর রেখেছে; ওর পাশে রিচার্ডের ঘোড়া লীড করে বার্ট দক্ষিণ দিক সামলাচ্ছে। সবার পিছনে টম স্যাডলে একটু বাঁকা হয়ে বসেছে, ওর চোখ পশ্চিমের ঢালের ওপর ঘোরাফেরা করছে।

ওরা বেশ কিছুদূর উপরে ওঠার পর শেষ পর্যন্ত পুবের আকাশে সূর্য দেখা দিল। ওদের চোখে এখনও সন্দেহজনক কিছুই ধরা পড়েনি, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ওরা। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ওদের ওপর ভর করে আছে। ওরা জানে নিনো এদিকেই কোথাও আছে, কারণ রিচার্ড ওদের তাই বলেছে। মনে মনে বার্থা নিশ্চিত যে রিচার্ড সত্যি কথাই বলেছে। রিচার্ডের কথা ভাবতে গিয়ে মেয়েটা একটু হাসল। ওই রিচার্ড লোকটা একটা ঠাণ্ডা শয়তান, কিন্তু ওর অনেক কিছুই তার বিগত স্বামীর সাথে মেলে। সে ছিল লম্বা এবং কর্তৃত্বের দাবিদার। ওর এমন একটা স্বতন্ত্র ভাব ছিল যেজন্যে ওকে সবাই সম্মান করত।

একটা প্রশস্ত খোলা জায়গায় এসে পৌছল ওরা। গাছগুলো এখন ওদের থেকে অনেক দূরে। আরও দূরে অনেক ঘাস দেখা যাচ্ছে। জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে বসল বার্থা। রাইফেলটা একটু নেড়েচেড়ে দেখল, আবার নিনোর কথাই ভাবছে।

মেয়েটা জানে না নিনো এখন খুব কাছেই আছে। পোস্টার ঘোড়ার জিনটা শূন্য রয়েছে দেখে সে বুঝেছে নিনো পায়ে হেঁটেই সামনে কোথাও গেছে, এবং দলের আর সবাই ওর সাথে মিলিত হতেই এগোচ্ছে। আঘাত হানার এটাই উপযুক্ত সময়।

এবং নিনো তাই করল। দ্রুত নিষ্ঠুর একটা বুনো হামলা চালাল।

অ্যাপাচি চীফ

পনেরো

হামলাকারী দলটা যে এত কাছে আছে তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল যখন মাত্র দুশো গজ দক্ষিণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ রণ-হুঙ্কার ওদের কানে পৌঁছল। ওটা নিনোর আক্রমণ-সঙ্কেত। উল্টো দিক থেকে ওটার জবাব এল। এবং তারপর পুরো এলাকাটাই রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। চারদিক থেকেই গাঢ় রঙের অ্যাপাচি যোদ্ধারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে ছুটে আসছে। অথচ একটু আগেও ওখানে কিছুই ছিল না।

ঘোড়াগুলো আতঙ্কিত হয়ে পিছনের দুপায়ে লাফিয়ে উঠে নার্ভাস ভাবে নাক ঝাড়ছে। মেয়েটার সেদিকে খেয়াল নেই, সে তার .৪৪-৪০ রাইফেলের লিভার টানছে আর অনবরত গুলি ছুঁড়ে চলেছে। আবছাভাবে ওয়ান কার্ডের আতঙ্কিত চিৎকার ওর কানে এল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাঝেও বার্থার মাথায় মুহূর্তের জন্য মনে হলো ওই ওয়ান কার্ড লোকটা জুয়ায় যেমন আনাড়ি লড়াইয়েও তাই। বার্টও চিৎকার করছে আর গুলি ছুঁড়ছে। ওদিকে হাডসন পাইপ টানছিল, পাইপটা দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে ঠাণ্ডা মেজাজে গুলি করে সে একটা অ্যাপাচি যোদ্ধা আর একটা ঘোড়াকে হত্যা করল।

'সামনে এগোও!' চিৎকার করল বার্থা। 'ওদের ভিতর দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ো!'

ওরা সেই চেষ্টাই করল। ঘোড়াগুলোকে স্পারের খোঁচায়

বিশেষ উস্কাতে হলো না, প্রাণের ভয় ওদেরও আছে। প্রথম ঝাঁক গুলির তোড়েই আক্রমণকারীরা কিছুটা হকচকিয়ে গেছিল। ওদের একজন মারাও পড়েছে। বার্থা যতদূর টের পাচ্ছে এখন পর্যন্ত চারজনের দলের কারও কোন ক্ষতি হয়নি।

ওরা এখন ছুটে পালাচ্ছে। দুপাশে হামলাকারীর দলও ওদের সমান্তরালে এগোচ্ছে। এখনও দুপক্ষ থেকেই কিছু এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। বার্থা তাড়াহুড়ায় রাইফেলে কিছু গুলি ভরতে ভরতে একবার ওয়ান কার্ডের দিকে ফিরে তাকাল। লোকটা প্যাক হর্স দুটোকে কাছাকাছি রেখেই ঘোড়া ছোটাচ্ছে। ওর দাড়ি না কামানো মুখে আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। একটা গুলিও ছুঁড়ছে না সে। রাইফেলটা আক্রমণের শুরুতেই ভয়ে ওর হাত ফস্কে পড়ে গেছে। পিস্তলের গুলিগুলোও সে যত দ্রুত সম্ভব ট্রিগার টিপে শেষ করে ফেলেছে।

বার্থা যখন পিছন ফিরে তাকিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই একশো গজ দূর থেকে এক অ্যাপাচি যোদ্ধার গুলি ওয়ান কার্ডের স্যাডল হর্নের সাথে বাঁধা একটা প্যাক হর্সকে আহত করল। মানুষের আর্তনাদের মতই চিৎকার করে ঘোড়াটা যন্ত্রণায় পাগলের মত লাফালাফি শুরু করল। এতে ওয়ান কার্ডের ঘোড়াটা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সোজা তিনটে অ্যাপাচি যোদ্ধার দিকে ছুট দিল।

'এদিকে ফিরে এসো!' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল হাডসন।

'জিন থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ো!' চিৎকার করল বার্থা। 'ঘোড়াগুলোকে যেতে দাও!'

বার্থার কথা ওর কানে পৌঁছেছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সে সত্যিই স্যাডল থেকে প্রচণ্ড একটা আছাড় খেয়ে নিচে পড়ল। চিৎ হয়ে পড়ার আঘাতে ওয়ান কার্ডের দম আটকে এল। অ্যাপাচি তিনজন পোনি ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়ান কার্ডের দিকে। বার্থা নিজের ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর থেকেই ওয়ান কার্ডকে বাঁচাবার চেষ্টায় দ্রুত কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু বিশেষ লাভ হলো না। ওদের

একজন মরল বটে, কিন্তু বাকি দুজন দুপাশ থেকে চলন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই ঝুঁকে ওয়ান কার্ডকে মাটি থেকে তুলে দুই ঘোড়ার মাঝে চ্যাঙদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল। গুলির মুখে চক্রাকারে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা রাইফেল রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে গেল।

উল্লসিত চিৎকারে বোঝা যাচ্ছে ওয়ান কার্ডকে জীবন্তই নিতে পেরেছে ওরা।

এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আরও চওড়া খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। ওটা চওড়ায় প্রায় আটশো গজ হবে। দূরে কিছু উঁচু পাথরের একটা গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। এখনও বার্থাই নীড়ে আছে। সোজা ওই পাথরগুলোর উদ্দেশে ছুটল সে। ওখানে পাথরের আড়াল থেকে আত্মরক্ষা করার কিছুটা সুবিধা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় একটা আক্রমণের জন্যে জড়ো হচ্ছে অ্যাপাচিরা ওদের ঘিরে এগিয়ে আসছে। পাথরগুলোর পিছনে আড়াল নেয়ার পথটা রোধ করাই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ওইদিন সকালে ওদের ভাগ্যের লিখন ভিন্ন রকম ছিল।

মেয়েটা সামনের দিক থেকে একটা ভারী রাইফেলের গুলির বিকট আওয়াজ শুনতে পেল। পরক্ষণেই এল একটা অপেক্ষাকৃত হালকা রাইফেলের শব্দ। আশ্চর্য রকম দ্রুততার সাথে গুলি আসছে দ্বিতীয় অস্ত্র থেকে। হামলাকারী অ্যাপাচির দল অপ্রত্যাশিত নতুন উৎস থেকে গুলি আসতে দেখে গুলির আওতা থেকে দূরে সরে গেল। পাথরের আড়ালে দুজন লোককে দেখতে পেয়েছে বার্থা।

রিচার্ড এবং ভিনসেন্টকে মেয়েটা চিনতে পেরেছে। ঝড়ের বিরাট সমব্রেরো পরা একটা লোককেও সে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল। লোকটা প্রাণপণে পাথরের আড়ালে পৌঁছার জন্যে ছুটছে। ওই সাদা সুতির কাপড় পরা লোকটাই সেই মেক্সিকান ডাকাত সর্দার, সেনইঅর হুয়ান করটিনা।

ওরা পাথরের আড়ালে পৌঁছে গেল। তেরপলে ছাওয়া একটা আশ্রয় আর রান্নার আগুনের ছাই রয়েছে ওখানে। হাঁপ ধরা ঘোড়াগুলোকে থমকে দাঁড় করাল ওরা। ভেজা চামড়ার জিনগুলো ককাচ্ছে। ঘোড়াগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসার পর ওদের নাক জোর শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ফুলে ফুলে উঠছে। উপর থেকে পিছলে নিচে নামল রিচার্ড। ওর বিশাল শার্পস রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিচ্ছে সে।

'ভাল, দেখতে পাচ্ছি তোমরা ঠিকই পৌঁছতে পেরেছ,' বিশেষ কারও উদ্দেশে কথাটা বলেনি ও।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হ্যাটের কার্নিস একটু উপরে ঠেলার চেষ্টা করল বার্থা। কিন্তু হ্যাটটা এখন আর ওর মাথায় নেই। কখন যে বাতাসে উড়ে গেছে টেরই পায়নি সে। সূর্যের আলো ওর সোনালি বেণির উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে আরও মনোরম করে তুলেছে।

'তোমরা আর আমাদের কাছে ফিরে আসোনি, তাই আমরাই তোমাদের কাছে এলাম,' ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকলেও বলল বার্থা।

'এখানকার সব জায়গা প্রায় একই। কোনটার চেয়েই কোনটা ভাল নয়। বাকি লোকটা কোথায়?' জানতে চাইল রিচার্ড।

'ওয়ান কার্ড? ওই বোকাটা তার স্যাডল হর্নের সাথে প্যাক ঘোড়া দুটোকে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল। বুলেটে আহত হয়ে একটা প্যাক হর্সের উন্মত্ত লাফালাফি ওকে তিনজন অ্যাপাচির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে ফেলেছিল। আমার একটা লাকি গুলিতে ওদের একজন মারা পড়লেও বাকি দুজন ওয়ান কার্ডকে জীবন্তই উঠিয়ে নিয়ে গেছে,' কথাটা শেষ করে শিউরে উঠল বার্থা।

বাকি তিনজনও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘেঁষে ঘন হয়ে দাঁড়াল। যেন কিছুটা নিরাপত্তার অনুভূতি পাওয়ার জন্যেই। ভিনসেন্ট ওদের থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে একটা পাথরের আড়ালে বসে আছে। তিক্ত অবজ্ঞাভরে সে নিচের দিকে তাকাল। তবু উজ্জ্বল

রোদে সোনালি চুলের মেয়েটার চুলের দিকে চেয়ে ওর দৃষ্টির ভাষা বদলে গেল। সে ভাবছে, পিছনে ফেলে আসা ওই বসতিতে তার চোখে যদি মেয়েটাকে দেখতে এত সুন্দর দেখাত, তাহলে মেয়েটার ইচ্ছা পূরণ করার মত টাকা দিয়ে সে ওখানেই থেকে যেত, এবং তাকে আর আজকের মত এই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হত না। রিচার্ড যদি এর থেকে ওদের কোনভাবে উদ্ধার করতে পারে তবে ওকে খুন করে মেয়েটাকে নিয়ে আমি সত্যিই আবার ফিরে যাব। শুরুতেই আমার সেটা করা উচিত ছিল।

ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। রাইফেল তুলে নিচের দিকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসা হুয়ান করটিনার দিকে তাক করল সে।

'থেমে দাঁড়াও, ব্যাটা কাপুরুষ কয়োটি,' ধমকে উঠল ভিনসেন্ট। 'যথেষ্ট এগিয়েছ তুমি!'

থেমে দাঁড়িয়ে করটিনা ওর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'আহ্, তোমাকে অভিনন্দন, সেনইঅর। আমার লোকগুলো দারুণ রকমের ভীতু। আমি সবসময়েই জানতাম ওরা তাই। কিন্তু হুয়ান করটিনা ভীতু নয়। তাই আমি ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়তে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমি একজন সাহসী পুরুষ।'

'তুমি যা বলছ তার একটা কথাও আমি বুঝিনি। আমি তোমাকে এখান থেকে কেটে পড়ার জন্যে দু'সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে তুমি সরে না পড়লে সোজা তোমার কপাল ফুটো করে দেব আমি—পাজি ঘোড়া চোর!'

'একটু দাঁড়াও, ভিনসেন্ট,' হাঁকল রিচার্ড। 'ওর লোকজন পালিয়ে যাওয়ায় ও আমাদের সাথে যোগ দিতে এসেছে।'

'লোকটা পায়ে হেঁটে এগিয়ে এসে আমাদের একশো গজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। ইচ্ছা করলেই গোটা ছয়েকবার ওকে আমি শেষ করতে পারতাম। এবং এখন আমি তাই করব।'

'ওর রাইফেলের জোর আমাদের কাজে আসবে,' জবাব দিল রিচার্ড। তারপর স্প্যানিশ ভাষায় ব্যানডিটকে বলল, 'তুমি আমাদের সাথে যোগ দিয়ে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়তে পারো। আমরা এখন একই বিপদে আছি। আমি তোমাকে আগেই অ্যাপাচিদের ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি টনটো সেবিয়া (বিজ্ঞ বোকা) আমার কথায় কান দাওনি।'

লোকটা মাথার থেকে সমব্রেরো নামিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল। ওর ঠোঁটে সেই বিদ্রুপের হাসিটা এখনও ঝুলছে। 'সত্যিই আমি চতুর বোকাই ছিলাম, সেনইঅর। এখন আমি তোমাদের একান্ত অনুগত হয়ে থাকব।'

রিচার্ড আর সবাইকে বলল, 'ও আমাদের সাথেই লড়বে। এবং ওর জার্মানীর তৈরি বিদেশী রাইফেলটা হয়তো আমাদের উপকারে আসবে। কিন্তু ওর ওপর আমাদের চোখ রাখতে হবে। সামান্য সুযোগ পেলেই পিছলা লোকটা আমাদের একটা ঘোড়া চুরি করে পালাতে দ্বিধা করবে না।'

সম্ভ্রান্ত ব্যানডিট এগিয়ে এল। এবং আবার মাথা থেকে সমব্রেরো নামিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বার্থাকে বাও করল। 'আহ্, এমন সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখতে পেয়ে এই অধমের চোখ ধন্য হলো। এমন অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করার পর এখন আমি খুশি মনেই মরতে পারব।'

বার্থা কৌতূহলী হয়ে রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি বলল? আমার প্যাকাররা ইংরেজীতে কথা বলে।'

'জরুরী কিছু নয়,' বলল রিচার্ড। হাডসন তার লম্বা পাইপে তামাক ভরছিল। সে রিচার্ডের দিকে তাকাল। 'এর পরে ওরা কি করবে, রিচার্ড?'

কাঁধ উঁচাল ম্যাকিনলে। 'নিনো কি সিদ্ধান্ত নেয় তার ওপরই সব নির্ভর করছে। সে যদি আমাদের এখানেই ধরে রাখতে পারে, তাহলে সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। সে যদি মনে করে রাতের অন্ধকারে আমরা পালাবার চেষ্টা করতে পারি তাহলে আড়াল

থেকে গুলি করে আমাদের ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলবে।'

'আর ওয়ান কার্ড?'

আবার কাঁধ উঁচাল রিচার্ড। 'সে যদি মনে করে আমাদের ব্যবস্থা করার জন্যে ওর হাতে অনেক সময় আছে, তাহলে ওকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখবে। আমরা আজই পালাতে পারি মনে করলে ওকে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে মারবে অথবা পিঁপড়ের ঢিবিতে পুঁতে রাখবে।'

'ঈশ্বর সহায় হন,' বলে আবার শিউরে উঠল বার্থা। এখন আর ওর মাঝে বিন্দুমাত্র কাঠিন্যও অবশিষ্ট নেই। এখন সে একটা নিছক কোমল অনুভূতির সাধারণ নারী।

'ঝুঁকিটা সে নিজেই মাথায় নিয়েছে,' একটু বিরক্ত স্বরেই বলল রিচার্ড। 'বিপদ আসতে পারে এটা জেনেশুনেই সে এসেছে। জীবনের শেষ জুয়া খেলায় সে হেরে গেছে।'

'হ্যাঁ,' ধীরে মাথা ঝাঁকাল বার্থা। 'জুয়াতে সারাটা জীবন কেবল হেরেই তার জীবন কাটল।'

ওর কথার জবাব না দিয়ে রিচার্ড অন্যদের দিকে ফিরল। 'এখানে সবগুলো ঘোড়া রাখার মত যথেষ্ট জায়গা নেই। ওগুলোকে কয়েক গজ দূরে নিয়ে বেঁধে রাখো যেন প্রয়োজন হলে সুযোগ পেলেই আমরা ছুটে পালাতে পারি। এই ভিনসেন্ট, ওখান থেকে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি। রাইফেল রেঞ্জের বাইরে ওরা প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করছে। মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে। ওয়ান কার্ডকে বেঁধে মাটিতে ফেলে রেখেছে ওরা। কিন্তু আর কিছুই করছে না। তুমি উপরে এসে একটু দেখে যাও। ওদের সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি জানো।

রাইফেল হাতে নিয়ে উপরে উঠছে রিচার্ড। দেখল ওর পিছন পিছন বার্থাও উঠে আসছে। উপরে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে উঠতে সাহায্য করল সে।

'ওরা হয়তো মেক্সিকান ডাকাত দলের পিছনে ধাওয়া করেছে,' অনুমান করল ভিনসেন্ট। 'চেষ্টা করলে আমরা হয়তো অবশিষ্ট অ্যাপাচিদের ভিতর দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারব।'

'আমাদের মত মূল্যবান শিকারকে ঘিরে ফেলার পরে ওরা মেক্সিকানদের পিছনে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না। অভ্যাসবশেই ওরা মেক্সিকান ডাকাতদেরও মারবে, কারণ ওদের সাথে অ্যাপাচিদের দীর্ঘকালের শত্রুতা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নিনো আমাদেরই চায়...বিশেষ করে আমাকে। আমরা অনেককালের শত্রু, এবং অ্যাপাচিরা—বিশেষ করে নিনোর মত অ্যাপাচি—শত্রুতার কথা ভোলে না।'

এক পাশে বোনের হত্যাকারী আর অন্য পাশে যে মেয়ে তার নিস্পৃহ উপেক্ষার জন্য অত্যন্ত রুষ্ট, এদের মাঝেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রিচার্ড। কিন্তু এখন যেন মেয়েটার মন ওর প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হয়েছে। ওদিকে দেখা যাচ্ছে অ্যাপাচিরা একসাথে দুতিনজন করে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। কিছু তরুণ যোদ্ধা পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের দলটাকে ঘিরে পাহারায় আছে। কেবল নিনোর আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।

'আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা একটা আগুন জ্বালাবার জোগাড় করছে,' বলল বার্থা। 'কিন্তু ওয়ান কার্ডের কপাল ভাল ওকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে সেখানে আগুন জ্বালানো হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে ওরা নিশ্চিন্ত, মাঝ-সকালেই খাওয়ার আয়োজন করছে ওরা।'

রিচার্ড বলল, 'নিচে গিয়ে ওদের একটা আগুন জ্বালাতে বলো এবং সাথে কিছু সবুজ ঝোপও তৈরি রাখতে বলো। নিনো কথা বলতে চাইছে।'

মেয়েটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকাল। ওর মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরেই বার্থার মুখ। কিন্তু নীরবেই রিচার্ডের নির্দেশ

পালন করল সে। কয়েক মিনিট সময় পার হয়ে গেল। একজন যোদ্ধাও জায়গা থেকে নড়েনি। কিছু লোক পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। যারা মাটির ওপর আছে তারাও নিজেদের পোনির কাছাকাছিই থাকছে। হাডসন আর তার সঙ্গীরা নিচে তৈরি হয়ে পাহারায় আছে। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে দূরপাল্লার একটা রাইফেল গর্জে উঠল। একটা সীসার গুলি পাথরে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'ওহ, চমৎকার!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ভিনসেন্ট। 'তাহলে সে কথা বলতে চায়! এই তার নমুনা?'

'সে আমার সাথে একাই কথা বলতে চায়। এবং ওই গুলিটা করে সে আমাকে সাবধান করে দিল যে ওদের সব অস্ত্রই সাধারণ নয়, দূরপাল্লার রাইফেলও ওদের কাছে আছে। আমি যদি কোন চালাকি করার চেষ্টা করি তাহলে ওই অ্যাপাচি বন্দুকবাজ জানবে ওকে কি করতে হবে।'

ধোঁয়ার গোলাকৃতি বলয়গুলো আকাশে উঠতে শুরু করল। রিচার্ড ওগুলোর দিকে তাকিয়ে পুরোনো কথাই ভাবছে। বারো বছর আগে কাঁধে গুলি খেয়ে আহত তাকে সাদা বাপমায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়া না হলে হয়তো আজ সে নিনোর সাথে, বা নিনোর বদলে ওই জায়গাতেই থাকত সে।

একটু বিরতি দিয়ে আবার ধোঁয়ার গোলক আকাশে উঠতে শুরু করল। তারপর একটা হলদেটে ধোঁয়ার গোলকে ওঠার পর সঙ্কেত শেষ হলো।

রিচার্ড পাথরের ওপর থেকে দ্রুত পিছলে নিচে হাডসনের জ্বালানো আগুনের পাশে নামল। কিছু সবুজ পাতা সহ তাজা গাছের ডালও হাতের কাছেই রাখা হয়েছে। উপর থেকে চাপা উত্তেজনায় ভরা চেহারা নিয়ে রিচার্ডের কার্যকলাপ লক্ষ করছে। আগুনে কিছু এভারগ্রীন গাছের কাঁচা ডালপালা চাপিয়ে ভিনসেন্টের জিনের তলায় বিছানোর কম্বলটা তুলে নিল রিচার্ড।

দলের কারও মুখে রা নেই। কম্বলটা ধোঁয়ার ওপর বিছিয়ে কাজ শুরু করল সে। ওদিককার সঙ্কেতের জবাবে ধোঁয়ার গোলকগুলো পাথরের ফাঁক দিয়ে বাতাসহীন সকালে সোজা আকাশে উঠছে। নীরবেই সবাই ওকে লক্ষ করছে। বিভিন্নজনের চেহারায় ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। শেষে কম্বলটা একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড।

'এসবের কি অর্থ?' প্রশ্ন করল টম হাডসন।

'নিনো তার "ভাই"য়ের সাথে কথা বলতে চায়। জানিয়েছে সে আমার সাথে মাঝামাঝি জায়গায় একা দেখা করবে সাদা পতাকার নিচে। অর্থাৎ সে কোন ক্ষতি করবে না বলে কথা দিয়েছে। আমি ওখানে গিয়ে দেখছি সে কি চায়।'

'চালাকি পেয়েছ?' জোরালো আপত্তি জানাল বার্ট। 'আমাদের এখানে মরার জন্যে ফেলে রেখে তুমি নিজে পালাবার চুক্তি করবে ওদের সাথে?'

'চুপ করো, বার্ট,' ধমকে উঠল টম। তারপর রিচার্ডকে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হয় অনেক ঘোড়া বা আর কিছুর বিনিময়ে তুমি আমাদের মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'মেক্সিকোতে ওর যা কিছু প্রয়োজন তা সে কিছু রেইড চালিয়েই জোগাড় করে নিতে পারবে। আমি গিয়ে ওর সাথে কথা বলে দেখছি সে কি চায়।'

রিচার্ডের যে ঘোড়াটাকে জিন চাপিয়ে পুরোনো ক্যাম্প থেকে লীড করে নিয়ে এসেছিল সেটাই এনে হাজির করল বার্ট। বড় রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে খাপে ভরে ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাচ্ছে রিচার্ড, এই সময়ে কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া অনুভব করল সে। পাদানি থেকে পা নামিয়ে বার্থার দিকে ফিরে দাঁড়াল রিচার্ড।

'আমি ভয় পাচ্ছি, রিচার্ড,' অনুনয় জানাল মেয়েটা।

'ভয় আমিও পাচ্ছি,' একটু রূঢ় স্বরেই বলল পোকো।

'এখান থেকে জীবন নিয়ে ফেরার তুমিই আমাদের একমাত্র

আশা।'

'তোমাদের কাউকেই আমি আসতে অনুরোধ করিনি,' শান্ত স্বভাবজাত স্বরেই বলল সে। এত বছর পরিবারের সাথে থাকার পরেও ওর মন মোটেও নরম হয়নি। এটা ওর মনে ছেলেবেলা থেকেই গেঁথে যাওয়া অ্যাপাচি মনোভাব। ওর কথাবার্তা, চিন্তাধারা, সবই এখনও অ্যাপাচিদের মতই।

নম্রতার সাথে মাথা ঝাঁকাল বার্থা। 'আমি জানি আমি লোভী ছিলাম বলে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না, এবং অনেকে এটাও সন্দেহ করে যে আমার স্বামীকে আমিই হত্যা করেছি। কিন্তু আমি ওই নিষ্ঠুর লোকগুলোর কবলে পড়তে চাই না। এমন কিছু যদি ঘটে তুমি আর ফিরতে পারলে না, তাহলে আমাদের কি করা উচিত?'

গভীর নীল চোখে বার্থার দিকে তাকাল রিচার্ড, যে চোখে কোন ভাবাবেগ নেই। 'গুলি চালিয়ে যাবে। যখন দেখবে কেবল আর একটা গুলিই অবশিষ্ট আছে, সেটা নিজের ওপরই ব্যবহার কোরো।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল সে। তারপর পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে অ্যাপাচিদের দিকে এগোল। দেখল ওদিক থেকেও ঘোড়ার পিঠে একজন এগিয়ে আসছে।

বারো বছর পরে নিনো আর সে আবার মিলিত হতে যাচ্ছে...ওরা এখনও পরস্পরের শত্রু।

ষোলো

দুজন অশ্বারোহী ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে ধীর গতিতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাথরের আড়ালে যারা আশ্রয় নিয়েছে এবং যেসব অ্যাপাচি যোদ্ধা মূর্তির মত নিশ্চল, তাদের প্রত্যেকের চোখ ওই দুজনের ওপরই আটকে রয়েছে।

বেশি বদলায়নি নিনো, কেবল একটু লম্বা হয়েছে আর কিছুটা পরিণত হয়েছে মাত্র, কিন্তু চেহারা আগের মতই আছে, ভাবল রিচার্ড। স্মোক সিগনাল পাঠাবার সময়ে নিনো যে তাকে হাডসনের দূরবীন দিয়ে লক্ষ করেছে তা সে জানে। দূরবীনের লেন্স থেকে সূর্যের প্রতিফলিত আলোর ঝলক দেখতে পেয়েছে রিচার্ড।

ঘোড়া দুটো যখন তিরিশ ফুট দূরে আছে তখন দুজনই ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল। উপর থেকে কোমর পর্যন্ত নিনোর দেহ নগ্ন। কেবল কপাল ঘিরে একটা লাল কাপড়ের পট্টি বাঁধা। কিন্তু চোখের তলায় সাদা দাগ দুটো নেই। সম্ভবত দেখা করতে আসার আগে ওগুলো ধুয়ে ফেলেছে। যাহোক, ওখানেই ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে নীরবেই কিছুক্ষণ দুজন দুজনকে যাচাই করে দেখল। এটাই রীতি। নিনোর স্যাডলের ওপর একটা তেরো গুলির হেনরি রাইফেল আড়াআড়ি ভাবে রাখা আছে। ওই অস্ত্রটা আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের সময়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহৃত হলেও ওটা দূর পাল্লায় রিচার্ডের স্পেন্সারের মত কাজের নয়।

শেষে দুজনেই হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে কাছে পৌছল। পোকো এখনও নীরবে অপেক্ষা করছে। নিনোই প্রথমে মুখ খুলল।

'তাহলে পোকো আবার অ্যাপাচি আর মেহিকানোদের জমিতে ফিরে এসেছে?' (অ্যাপাচি আর মেক্সিকান ভাষায় মেক্সিকোর উচ্চারণ মেহিকো)।

'আমি আমেরিকানো আর মেহিকানোদের এলাকায় ফিরেছি। অ্যাপাচিদের এখন আর কোন জমি নেই। "হোয়াইট আইজরা" তোমাদের সব জমি দখল করে নিয়েছে।'

রাগে নিনোর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। রিচার্ডও তাই করল। দুজনে মুখোমুখি পা ভাঁজ করে মাটিতে থেবড়ে বসল। দুজনেই একে অন্যকে খুঁটিয়ে দেখছে।

'বহু বছর পরে তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালই লাগছে। কিন্তু তুমি এখন "হোয়াইট আইজ" এবং আমাদের শত্রু।'

'কথাটা সত্যি।'

'পুরোনো দিনের অনেক কথাই এখন আমার মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ, অনেক কথা। আমার মনে হচ্ছে বুড়োদের কথা, যোদ্ধাদের কথা, আর নিতেকার মত সুন্দরী মেয়েদের কথা।'

নিনোর চোখ দুটো সাফল্যের গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সে এখন আমারই স্কও এবং আমার তিনটে সন্তানের মা হয়ে আমার তাঁবুতেই থাকে।' তিনটে আঙুল তুলে তিন বাচ্চার হিসেব দিল সে।

'সে আমারই স্কও হত যদি সেদিন বড় রেইডের সময়ে আহত হওয়ার পর তুমি আমাকে মাটি থেকে তুলে নিতে। কিন্তু তোমার বয়স ছিল কম এবং তুমি ছিলে দুর্বল, তাই তুমি আমাকে ওঠাবার শক্তি পাওনি।'

'জীবনে আমি কখনও দুর্বল ছিলাম না। সবসময়েই আমি

ছিলাম সবল। ছয় বছর ধরে আমি দলের চীফ আছি।'

এই ধরনের আরও কিছু মামুলি আলাপ শেষ করার আগে অ্যাপাচিদের কাজের কথা পাড়ার নিয়ম নেই। এতক্ষণে পোকোকে কেন আলাপ করতে ডাকা হয়েছে সেই কথায় এল নিনো। কিন্তু তার আগে ছেলেবেলায় একসাথে দিন কাটানোর কিছু স্মৃতিচারণ করল ওরা। গ্রীষ্মের শিকার, বড় যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ-কৌশল শেখা, বিভিন্ন রেইড, ইত্যাদি। যেসব যোদ্ধা মারা গেছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করল না পোকো। একজন যোদ্ধা যখন শহীদ আত্মা হয়ে ভিন্ন মার্গের বাসস্থানে যায় তাদের নাম অ্যাপাচিরা আর কখনও উচ্চারণ করে না। নিনো তার সদ্য পরিচালিত কিছু রেইডের সফলতার বর্ণনা দম্ভের সাথে দিল। বুড়ো তানাকার মত ঝানু স্কাউট "হোয়াইট আইজ"দের সাথে থাকা সত্ত্বেও তার মত চতুর চীফকে কেন ধরতে পারেনি সেসব কথাও দর্পের সাথে ব্যাখ্যা করল।

এতে পোকো কথার মোড় ঘোরাবার একটা সুযোগ পেল। সে বলল, 'আমি কয়েকদিন আগে "হোয়াইট আইজ" সৈন্যদের সাথে তানাকাকে দেখেছি।'

'ওর ভাই এখনও আমাদের সাথে আছে।'

'সেও কি যেসব "হোয়াইট আইজ"কে তোমরা পাথরের আড়ালে ঘেরাও করে রেখেছ তাদের ঘৃণা করে?'

'সে ওই সোনালি চুলের মেয়েটাকে পোড়াতে চায়। দেখতে চায় ওই সোনালি চুল বেয়ে কিভাবে আগুন উপরে ওঠে। আমি তোমাদের একজনকে বন্দি করেছি। কিন্তু সে শক্ত লোক নয়, পট করেই মরে যাবে। আমি তোমাকে ওই দুর্বল লোকটার মুক্তির বিনিময়ে ওই মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব দিতেই আলাপ করতে ডেকেছি।'

কথাটা নিনো ছলনা করে নয়, আন্তরিক ভাবেই বলেছে। কারণ অ্যাপাচিদের কাছে স্কও হচ্ছে এমন একটা পণ্য যে প্রচুর

খাটবে, বাচ্চা পেটে ধরবে, এবং স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী পিটুনি খাবে। পোকো অস্বীকার করল দেখে সত্যিসত্যিই অত্যন্ত অবাক হলো নিনো। নৈরাশ্যে মুখ দিয়ে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে একটা শব্দ করল।

'"হোয়াইট আইজরা" তোমাকে নরম আর বোকা করে ফেলেছে। তুমি এখন আর অ্যাপাচি নও। কিন্তু তুমি শক্ত ভাবেই মরবে। আমি ফিরে গিয়ে নিতেকাকে পিটাব আর বলব তুমি কিভাবে মরেছ।'

এবার পোকোর অসন্তোষ প্রকাশের পালা। 'দুদিন আগে আমি তোমার তিনজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছি, একজন আহতও হয়েছে। একা। তোমরা ছিলে অনেক আর আমি একাই ছিলাম। তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করে আমি পালিয়েছিলাম। এখন আমার সাথে আরও "হোয়াইট আইজ" আছে যাদের কাছে ভাল রাইফেল রয়েছে এবং ভাল অস্ত্রসহ একজন মেহিকানোও আছে আমাদের সাথে। তুমি নেহাতই বোকা।'

নিনোর কালো চোখ দুটো যেন আগুন ছড়াচ্ছে এবং ঠোঁট দুটোও পাতলা হয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে বোকা বলার পর বেঁচে থাকেনি।

'তোমাদের কাছে চামড়ার ব্যাগে সামান্য যেটুকু আছে এছাড়া আর কোন পানি নেই। তোমাদের ঘোড়াগুলোও পানি পাবে না। আমার অনেক পানি আর হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। আমার যোদ্ধারা প্রচুর পানি মাটিতে ঢালবে তোমাদের চোখের সামনে। আর তোমাদের জিভ পিপাসায় শুকিয়ে ফুলে যাবে।'

'তোমার যোদ্ধারা চোখের সামনে পানি ঢালতে পারবে না। সূর্য যখন আমার জিভ পুড়িয়ে ফেলবে তখন ওদের চোখ থাকবে না যে ওরা দেখবে।' (অ্যাপাচিরা বিশ্বাস করে ম্যাগপাই-এর মত কিছু পাখি আছে যারা কয়োটি বা শকুন পৌছার আগেই লাশের চোখ ঠুকরে খেয়ে ফেলে। কথাটা নিনোর জন্যেও চরম

অবমাননা)।

কথাটা ওকে খুব বেশি রাগিয়ে দিল। ওর জ্বলন্ত চোখ আর মুখের উল্লসিত হাসি মুছে চেহারা কালচে-লাল হয়ে যাওয়া দেখেই তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবু সে কাজ উদ্ধার করার জন্যে ধৈর্য রেখে অন্য পথ ধরল।

'তুমি এখন "হোয়াইট আইজ" হলেও আমাদের সাথে থাকার সময়ে কিশোর বয়সেও নিজের লোকের বিরুদ্ধে লড়ার সময়ে অত্যন্ত সাহসী আর ভয়ানক যোদ্ধা ছিলে। তুমি এখন আবার আমাদের সাথেই আছ কারণ আমরা যত "হোয়াইট আইজ" সৈন্যই মারি না কেন ওদের বদলে ঘাসের মতই নতুন সৈন্য গজিয়ে উঠে হাজির হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের যেসব যোদ্ধা শহীদ হয়ে উঁচু মার্গে চলে যায় তাদের বদলে দাঁড়াবার মত যোদ্ধা আমাদের নেই, কারণ সংখ্যায় আমরা খুবই কম। তুমি বারো বছর সাদাদের মাঝে কাটিয়েছ। তুমি ওদের চাল-চলন জানো। মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, তাহলে তুমি আগের মতই আমাদের সাথে থাকতে পারবে, এবং তোমার সঙ্গীদেরও আমি জীবিতই মুক্তি দেব। নিজের পছন্দ মত একজন স্কও বেছে নিয়ে তুমি আমাদের সাথেই লড়ো যতক্ষণ না ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে না দেয়। তারপর তুমি আমাদের হয়ে কথা বলতে পারবে এবং একজন মহান নেতায় পরিণত হবে।'

আপাত দৃষ্টিতে প্রস্তাবটা মোটেও অযৌক্তিক শোনাচ্ছে না। পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হলে হয়তো এটা করতে পারত পোকো। এতে আর সবাই মুক্তি পেত এবং সে হয়তো বড় বড় চীফদের বোঝাতে সক্ষম হত যে "হোয়াইট আইজ"দের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা কতটা নিষ্ফল আর আত্মঘাতী। নিজে এবং মেয়েটাকেও হয়তো তার স্কও করে নিয়ে ওকেও বাঁচাতে পারত। জেরোনিমোর মত কয়েকজন অবুঝ চীফ ছাড়া বেশিরভাগ চীফই এখন আর যুদ্ধ চায় না।

পোকো মাথা নাড়ল। 'আমি বোকা নই এবং যেসব যোদ্ধারা দুই মুখে কথা বলে তাদের কথায় আমি কান দিই না।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি,' রেগে, উঠে দাঁড়াল নিনো। ওর রাইফেলের নলটা বেখেয়ালে ধরা হয়ে থাকলেও বিপজ্জনক ভাবে রিচার্ডের পেটের দিকে রয়েছে ওটার মুখ।

'তুমি "হোয়াইট আইজ" সৈন্যদের কথা দিয়ে সেটা বহুবার ভঙ্গ করেছ। বলেছিলে আর কখনও রেইড করবে না তুমি। এখন তুমি আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে প্রথমে মেয়েটাকে পোড়াবে, তারপর আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাবে। যেমন তুমি "হোয়াইট আইজ" সৈনিকের সাথে আমার চোখের সামনেই করেছিলে। তিনদিন বিভিন্ন কষ্ট দেয়ার পরে ওর মাথার ওপর তুমি জ্বলন্ত কয়লা রেখেছিলে। পাথরের আড়ালে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদেরও আটক করে তুমি একই ভাবে মারবে। তারপর নিজেদের দলের কাছে ফিরে ওদের কাছে নিজের বীরত্বের বড়াই করবে। আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ।'

পোকো নিজেও উঠে ওর ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনেই সতর্ক। ঘোড়ার পিঠে উঠল ওরা। ঘোড়ার পিঠে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পোকোকে দেখছে নিনো। ওর চোখে রাগ আর ব্যর্থতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ওর ধাপ্পা আর চালাকি কোনটাই সফল হয়নি।

সে বলল, 'তোমাকে ধরে এনে পোস্টে বাঁধার আগে তার আমাদের মধ্যে কোন কথাই হবে না। তারপর তোমার সাথে আমি তিনদিন ধরে কথা বলব কারণ তুমি শক্ত ভাবেই মরবে।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিনো ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। রিচার্ডও তাই করল। পাথরের গুচ্ছের দিকে ফিরে চলল সে। পাথরের পাশে তৈরি হয়েই রাইফেল হাতে বার্থা শুয়ে ছিল ভিনসেন্টের পাশে। অক্ষত অবস্থায় রিচার্ডকে ফিরে আসতে দেখে লম্বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট আর রিচার্ড কোন শর্তে

একসাথেই ক্যাম্পে আছে তা আগেই বার্থাকে জানিয়েছে ও। এখন সে আবার মুখ খুলল।

'ওখানে ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে তা জানি না, কিন্তু শিগগিরই সেটা আমরা জানতে পারব। তোমাকে তো বলেছি এখান থেকে আমরা জীবিত বেরোতে পারলে কি ঘটবে। আমাদের একজনের অন্যজনকে মেরে ফেলতেই হবে। আমার ধারণা আমিই জিতব। তারমানে আমার কাছে যা টাকা আছে তাই দিয়ে আমরা কোন নতুন জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, সেখানে আমরা সংসার পাততে পারব। এর আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে...দুটো ক্যানভাসের ব্যাগ ভর্তি টাকা। তুমি চাইলেই তা পেতে পারো।'

বার্থার চোখ এখনও রিচার্ডের ওপরই নিবদ্ধ। মাঝারি গতিতে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে আসছে সে। সবাই ওর জন্যে উদগ্রীব অপেক্ষায় আছে। বার্থা বলল, 'অনেকেই আমাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছে, কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে কেউ তা করেনি। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তুমি তোমার টাকার ওপর কড়া নজর রেখো আর রাইফেলটাও তৈরি রাখো। আমি নিচে নেমে দেখছি কি ঘটেছে।'

সতেরো

ফিরে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল রিচার্ড। সবাই আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। রাইফেল হাতে পাথরের আড়ালে ওদের

মাঝে এসে দাঁড়াল সে।

'কোন সুবিধা করতে পারলে?' ভিতরের জমাট বাঁধা উত্তেজনা চেপে রেখে স্বাভাবিক আলাপের সুরে প্রশ্ন করল হাডসন।

'আমি যেমন আশা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল,' জবাব দিল রিচার্ড। 'সে চালাকি আর ধাপ্পা দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চেয়েছিল।'

'কি ধরনের ধাপ্পা আর চালাকি?'

'সে ওয়ান কার্ডের মুক্তির বিনিময়ে বার্থাকে নিতে চেয়েছিল ওকে গাছে ঝুলিয়ে ওর সোনালি চুলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্যে। নিনোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে আমাদের অত্যন্ত লাভজনক একটা আদান-প্রদানের প্রস্তাব দিচ্ছে। ওদের মতে মেয়েদের কেবল খাটাখাটনি করার জন্যে আর স্বামীর হাতে মার খাওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। মেয়েরা কেবলমাত্র একটা ব্যবহারিক সামগ্রী। অন্যদিকে রাইফেল চালাতে সক্ষম একটা পুরুষ, অর্থাৎ ওয়ান কার্ড আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। তাই সে প্রস্তাব দিয়েছিল মেয়েটাকে ওদের হাতে তুলে দিলে আমি আবার অ্যাপাচিদের সাথে যোগ দিলে বাকি সবাইকে ওরা জীবিতই মুক্তি দেবে। আমি এতদিন সাদাদের সমাজে থাকার ফলে ওদের ভাষা এবং আচার-ব্যবহার জানি বলেই শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে ওদের মুখপাত্র হয়ে কাজ করতে হবে। বলেছিল, সৈনিকদের সাথে ওদের পক্ষ নিয়ে শান্তির চুক্তি করার জন্যে আমি ওদের কাছে হব একটা অমূল্য সম্পদ।'

'কথাটা আমার কাছে মোটেও ঠকবাজি বলে মনে হচ্ছে না,' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল বার্ট। 'এটা যুক্তিসঙ্গত একটা প্রস্তাব, ওয়ান কার্ড সহ আমরা সবাই অক্ষত অবস্থায় বেরোতে পারতাম। তুমি ওয়ান কার্ডের সাথে আমাদেরও নির্যাতন সহ্য করতে মরতে দিতে চাইছ?'

বার্থা বলে উঠল, 'তোমার কাছে এটা ধাপ্পা বলে মনে হচ্ছে,

রিচার্ড? তুমি চাইলে আমি এই মুহূর্তে তোমার স্কও হয়ে তোমার সাথে ওদের ওখানে যেতে রাজি আছি। তুমি কেবল একবার বলো তুমি আমাকে স্কও হিসেবে চাও।'

'ধন্যবাদ,' শুষ্ক স্বরে বলল রিচার্ড। 'কিন্তু ওর কথাগুলো মোটেও সত্য নয়। ওরা তোমাকে পোড়াবে, ওয়ান কার্ডকে পিঁপড়ের ঢিবিতে পুঁতে রাখবে, তারপর একে একে আর সবাইকেও হত্যা করবে। আমাকেও ছাড়বে না, খুঁটির সাথে বেঁধে আমাকে তিনদিন ধরে অকথ্য কষ্ট দিয়ে হত্যা করে ওর স্কও নিতেকার কাছে বড়াই করে বলবে আমাকে কেমন বীরত্বের সাথে মেরেছে।'

'কিন্তু ওরা তোমার পরিচিত, ওদের তুমি চেনো!' আবার চেঁচিয়ে উঠল বার্ট।

ঠাণ্ডা স্বরে রিচার্ড বলল, 'হ্যাঁ, আমি নিনোকে চিনি। সেই জন্যেই ওর প্রস্তাব নাকচ করেছি আমি।'

'তাহলে আমাদের পরবর্তী প্ল্যান কি হবে?'

'আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নেই।'

'আমি খোলাখুলিই বলছি, রিচার্ড, আমাদের মনে হয় আমরা নেহাত বোকামি করছি,' মন্তব্য করল টম। 'আমরা যত বেশি সময় এখানে কাটাব আমাদের ঘোড়াগুলো ততই কাহিল হয়ে পড়বে। আমরা যদি অনবরত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি তবে আমাদের কিছু লোক হয়তো বেঁচে যেতে পারব। সেটা ওদের হাতে আটক হয়ে মরার চেয়ে অনেক ভাল হবে। আমি এই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।'

'আমিও তোমার সাথে একমত,' সমর্থন জানাল বার্ট।

'আমারও এই একই কথা, রিচার্ড,' উপর থেকে হাঁকল ভিনসেন্ট।

'তোমার কি মত?' মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'যদি কেউ পারে, তবে একমাত্র তুমিই এই সঙ্কট থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে। তুমি ছাড়া কোন সন্দেহ নেই আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

'চমৎকার নাটকীয় একটা দৃশ্য!' ব্যঙ্গ করে বলল বার্ট। 'আমাদের কঠিন আর শক্ত বিগ বার্থা এখন তার কঠিন খোলস ছেড়ে কোমল হৃদয় নারীতে পরিণত হয়েছে!' তারপর মেয়েলী স্বর নকল করে সে বলল, 'তুমি যেমন বলবে আমি তাই করব, ডিয়ার।'

এবার হাডসনের দিকে ফিরল সে। 'টম, এসো তুমি আমি আর ভিনসেন্ট ওই মেক্সিকানটাকে নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এখান থেকে বেরিয়ে যাই। আমরা কেউ কেউ হয়তো ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারব। এই দুজন খেপা প্রেমিক-প্রেমিকা এখানে বসে বসে আকাশের তার।—'

ওর কথা শেষ হলো না, রিচার্ড কেবল একবারই ওকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল চোয়ালের ওপর। ভারী কিছু পতনের শব্দ তুলে মাটিতে পড়ল বার্ট। মাথা ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টার সাথে হাত দিয়ে চোয়াল ঘষছে সে। রিচার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওর মাথার কাছে।

'তোমরা নিজেরাই পুরো পার্টি সহ টাকার লোভে ভিনসেন্টের পিছু নিয়ে নিজেদের এই বিপদ ডেকে এনেছ। তোমরা না থাকলে অ্যাপাচিরা আমার টিকিটাও দেখতে পেত না। এবং আমাকে দেখলেও আমাকে ধরার সাধ্য ওদের হত না। আমি এতক্ষণে ওকে ধরে হত্যা করে নিজের পথে চলে যেতাম।'

'পিঁপড়ের ঢিবিতে পুঁতে—' উপর থেকে ফোড়ন কাটল ভিনসেন্ট।

'তোমরাই আমাকে এভাবে আটকে পড়তে সাহায্য করেছ, এখন যদি সম্ভব হয় তোমরাই আমাকে এর থেকে বেরোতে সাহায্য করবে। ওই মেয়েকে আর আমাকেই বিশেষ করে চায়

নিনো। মেয়েটাকে চায় কারণ সে তার সোনালি চুল পোড়াতে চায়; এবং আমাকে চায় কারণ যে মেয়েকে সে বিয়ে করেছে সে একবার আমাকে চায় বলেই ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই অপমান সে এখনও ভুলতে পারেনি। এতে ওর আঁতে ঘা লেগেছিল। আমরা আপাতত এখানেই থাকছি। যে কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে আমি গুলি করে মারব।'

ওখানেই ঘটনার আপাত নিষ্পত্তি ঘটল। উঠে দাঁড়িয়ে রোষের দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকাল বার্ট। কিন্তু ওর চোখে প্রকৃত ক্রোধের চেয়ে ব্যথা পাওয়ার রাগই বেশি। রিচার্ড ওকেই ঘোড়ার পেটিগুলো ঢিলে করে দিয়ে পানির বোতল আর মশকগুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। এরপরে এল স্থির হয়ে বসে, অপেক্ষার পালা। সূর্য আরও উপরে উঠল। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাথরের আড়ালে বসা লোকগুলো ঘেমে উঠেছে। শুধু সূর্যই নয় পাথরগুলোও এখন উত্তপ্ত হয়ে তাপ ছড়াচ্ছে। দূরে রাইফেলের পাল্লার বাইরে অ্যাপাচি যোদ্ধারাও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। ওয়ান কার্ডকে বাঁধা অবস্থাতেই টেনে গাছের ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে সেটা ওর প্রতি করুণা দেখানোর জন্যে নয়; ওরা নিজেরাও গাছের ছায়ায় বসে আছে বলে ওকে কাছাকাছি রেখেছে।

রিচার্ড দলটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একদল পাহারায় থাকলে অন্যদল ভিনসেন্টের তেরপলের ছায়ায় যতটা সম্ভব বিশ্রাম নিচ্ছে। সূর্য মাথার উপর উঠল। তাপ এখন আরও বেড়েছে। ওয়ান কার্ড অ্যাপাচিদের কাছাকাছি বাঁধা অবস্থায় মাটিতেই পড়ে আছে। ছায়াটা এখন ওর ওপর থেকে সরে গেলেও ওকে ছায়ায় সরিয়ে নেয়ার গরজ কারও নেই। ওকে একটু পানিও খেতে দেয়া হয়নি।

বিকেল পেরোবার পর বার্থা উপরে উঠে রিচার্ডের পাশে

অবস্থান নিল। গরম এখন অনেক কমে গেছে। এখন আর কেউ বসে নেই। কিন্তু ওদের অসন্তোষ প্রকাশ করা থেমে গেছে। ওরা প্রায় সবাই শত্রু হলেও প্রয়োজনের খাতিরে ওদের একজোট হতে হয়েছে। করটিনাই ওখানে একমাত্র মেক্সিকান হওয়াতেই হয়তো সে প্রমাণ করতে চাইছে নর্থে আমেরিকানদের চেয়ে সে অনেক বেশি সাহসী। হাডসনের সাথে সে অল্পবিস্তর কথা বলছে, কারণ রিচার্ড ছাড়া একমাত্র তারই সামান্য কিছু স্প্যানিশ ভাষা জানা আছে। টমকেই সে তার আউটল জীবনের বীরত্বের কাহিনীগুলো আড়ম্বরের সাথে শোনাচ্ছে। সবার মধ্যে ওকেই কেবল হাসিখুশি দেখাচ্ছে। বিদ্রুপের হাসিটা এখনও ওর ঠোঁটে ঝুলছে। একবার একজন অ্যাপাচি যোদ্ধা সাহস করে কিছুটা কাছে এগিয়ে এলে করটিনা তার বিদেশী রাইফেল উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়ল। লোকটার পোনির পায়ের কাছে কিছুটা ধুলো উড়ল। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তড়িঘড়ি লোকটা রেঞ্জের বাইরে চলে গেল।

রিচার্ডের পাশে রাইফেল হাতে উপুড় হয়ে শুয়ে বার্থা বলল, 'ওদের মধ্যে তাড়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, তাই না?'

নিজের নিজস্ব ভঙ্গিতে মেয়েটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জবাব দিল, 'নিনোর হাতে প্রচুর সময় আছে। সে হয়তো রাতের অন্ধকারে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে। অবশ্য এটা ওরা পছন্দ করে না, কারণ ওদের বিশ্বাস মৃত আত্মাদের শান্তিপ্রিয় ভূতেরা তাদের আবাস ছেড়ে রাতে ওদের আগুনের পাশে বসে ওদের কথাবার্তা শোনে। বর্তমানে নিনো তার চিন্তার স্পিরিট পাঠিয়ে আমার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছে।'

চমকে রিচার্ডের দিকে তাকাল বার্থা। 'সে কি তোমার সাথে মনেমনে যোগাযোগ করছে?'

'ব্যাপারটা অনেকটা তাই,' মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। 'সে বড়াই করে জানাচ্ছে আমাকে খুঁটির সাথে বাঁধার পর সে কি কি করবে। আক্রমণের আগে অ্যাপাচিরা এটাই করে। ওরা বিশ্বাস করে এই

চিন্তাধারা শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছে ওদের মনোবল ভেঙে দেবে। এতে তাদের লড়বার ক্ষমতা আর সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। নার্ভাস হয়ে ওরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। অনেক সাদা মানুষও তাই বিশ্বাস করে।'

'আর তুমি?'

'আমিও একটু নার্ভাস হয়ে পড়ছি, যদি তোমার মূল প্রশ্ন এটাই হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই সে ওই মেসেজ পাঠাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ বার্থা কোন কথা বলল না। নীরবেই তার ভাঁজ করা দুহাতের ওপর থুতনি রেখে কিছু ভাবছে। তারপর সে বলল, 'তুমি বলেছিলে নিনোর তোমার ওপর রাগের কারণ হচ্ছে ওর প্রেয়সীর মন তুমি জয় করে নিয়েছিলে। কয়েকদিন আগে হলেও এ প্রশ্ন আমি তোমাকে করতাম না। কিন্তু এরপরে অনেক কিছুই বদলে গেছে। তুমি, ভিনসেন্ট, হতভাগ্য লিম্পি এবং বেচারা অসহায় ওয়ান কার্ড ওখানে রোদের মধ্যে পড়ে আছে। কিন্তু ওই অ্যাপাচি মেয়েটা—'

সিয়েরা মাদ্রের বিশালত্বের দিকে চেয়ে সে বলল, 'মেয়েটার নাম ছিল নিতেকা। আমরা সবাই ছিলাম এক দঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল শিশু। একসাথেই বেড়ে উঠেছি আমরা। কিন্তু সে যখন চোদ্দ বছরের কিশোরী হলো তখন ওকে সাবালিকা হওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হলো। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো ওই উৎসব। নাচ-গান প্রার্থনা আর অন্যান্য অনুষ্ঠান সবই হলো। মেয়েটা বিবাহ যোগ্যা হলো। আমার বয়স তখন মাত্র ষোলো। নিনোর বয়সও তাই। রাতের বেলা সে ওর তাঁবুর সামনে তার ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখল। পরের সারাটা দিন ঘোড়াগুলো ওখানেই রইল। কিন্তু যখন দ্বিতীয় দিনও ওদের পানি খাওয়াতে নিয়ে গেল না নিতেকা তখন সে বুঝল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে নিতেকা। শেষে নিনোকে রাতের অন্ধকারে ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। এর দুদিন পরে নিতেকা যখন আমার দিকে একটা

কাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল তখন পরিষ্কার হলো নিনোকে নয় সে আমাকেই চায়। এর পর থেকেই আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে গেলাম।'

'তুমি কি তাকে বিয়ে করতে?' প্রশ্ন করল বার্থা।

ওর চোখ দুটো দূরের দিকে নজর রেখেছে। যা কিছু নড়ছে সবই সে দেখছে। সে বলল, 'অ্যাপাচিরা যখন কোন বড় রেইড থেকে ফিরে আসে তখনই একটা বিরাট আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, এইসব। আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনও ঘনিয়ে আসছিল। ওই সময়েই আমি বসতিতে রেইড করতে গিয়ে কাঁধে গুলি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। ওই সকালেই আমি গুলি করে লিম্পির পা খোঁড়া করেছিলাম। নিনো ঘোড়া ছুটিয়ে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমার হাত ধরে আমাকে মাটি থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছিল, যেভাবে ওই অ্যাপাচি দুজন ওয়ান কার্ডকে তুলে নিয়ে গেছিল—কিন্তু ওর হাত পিছলে গেল। সেদিন যদি ওর হাত পিছলে না যেত তাহলে নিতেকার সাথেই আমার বিয়ে হত, এবং নিজেকে এখানে না থেকে ওখানে ওর জায়গায় হয়তো আমিই থাকতাম।'

রিচার্ডের দিকে চেয়ে হাসল বার্থা। 'এবং তুমিই হয়তো আমার গোড়ালি দুটো বেঁধে কটনউড গাছের ডালে ঝুলিয়ে আমার চুলে আগুন ধরাতে?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল সে। 'ওটা একটা চমৎকার দৃশ্য হত। তোমার চুল বেয়ে আগুন উপরে উঠতে দেখার সাথে শুনতাম তোমার আর্ত চিৎ—'

'থামো তুমি!' শিউরে উঠে চিৎকার করল মেয়েটা। 'ওটা ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।'

এবার রিচার্ড হাসল। 'আমি যদি এখনও ওদেরই একজন থাকতাম তাহলে আমি তা ভাবতাম না। ওরা আর কিছু জানে না।

এটাই ওদের জীবনধারা। ইংল্যান্ড থেকে সাদারা এসে পুব উপকূলে বসবাস শুরু করার একশো পুরুষ আগে থেকে সব ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যেই এই রীতিই প্রচলিত।'

আঠারো

পশ্চিম দিগন্তের দিকে ঢলে পড়েছে সূর্য। ছায়াগুলো দীর্ঘতর হচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে নিচে বহুমাইল দূরে মরুভূমি দেখা যাচ্ছে। সারাদিন যেসব বাজ পাখি আশা নিয়ে আকাশে চক্কর কেটেছে তারা এখন নিজের নিজের গুহায় নীড়ে ফেরার পথ ধরছে। যারা গার্ড দিচ্ছে না তারা নিচে খাবার তৈরি করছে। রিচার্ড এখনও উপরে মেয়েটার পাশেই আছে। অনেকক্ষণ ওদের কেউই কথা বলেনি। আসন্ন রাতের সম্পর্কেই ভাবছে রিচার্ড। যদি ওরা বেরোতে পারে তবে প্রথম সুযোগেই ভিনসেন্ট তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু যদি বেঁচেই বেরোতে পারে তাহলে সে কি করবে?

ক্যানসাসে ফিরে যাওয়ার কোন পিছু টানই ওর নেই। ওই পাট শেষ করে দিয়ে চিরদিনের জন্য পিছনে ফেলে এসেছে সে। যা ও ভুলে যেতে চায়। ওর সামনেও বিশিষ্ট কিছু নেই যার জন্যে ওকে এগিয়ে যেতে হবে। সেদিন লিম্পির আস্তাবলের পিছনে শুয়ে রাতে দেখা উল্কাটার কথা মনে পড়ল ওর। কেবল ওই মেক্সিকান করটিনা ছাড়া এখানে আর যারা উপস্থিত আছে তারা প্রত্যেকেই ওই ছোট্ট বসতি থেকেই এখানে হাজির হয়েছে।

রিচার্ডের পাশে শুয়ে দিগন্তকে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসতে

দেখছে বার্থা। অন্ধকারের কালো ঘের চারপাশ থেকেই এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাত্র কয়েক ফুটের বেশি আর নজর চলবে না। আলোর একটা বিন্দু ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখল ল্যাম্পের আলোটা হঠাৎ বেড়ে উঠল। লোকটা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে, পলতেটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে।...

বার্থা কামরায় ঢুকতেই সে নড়ে উঠে চোখ খুলল। মেয়েটা আবার ওর গোঙানি শুনতে পেল। গত দুই সপ্তাহ ধরে দিনে রাতে ওটা সে শুনছে। দুর্বল ভাবে থুথু ফেলার সময়ে ওর ঠোঁটে রক্ত দেখতে পেল বার্থা। টেক্সাসের দোকানে দেখা লম্বা সুদর্শন সেই মিষ্টভাষী ভদ্রলোকের কিছুই আর এখন ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। যে কোমল হাতে সে তাকে আদর করেছে, কাছে টেনে নিয়েছে—পরে সেই হাতেই লোকটা তাকে ডীলারের চেয়ারে বসে তাস বাঁটার সমস্ত কায়দা-কৌশল শিখিয়েছে। লোকে ওকেই জুয়াড়ী লম্বা জিম সন্ডার্স বলে জানত।

'ওটা কি তুমি, বার্থা?'

'নিশ্চয়, ডার্লিং।'

'তুমি কি জিনিসটা পেয়েছ?'

'ডালিং, আমি তো তোমাকে বলেছি এই কঠিন মাইনিং ক্যাম্পে ওসব কিছুই নেই। কোন ওষুধের দোকান বা একটা ডাক্তারও নেই।'

'তাহলে যাও, আমার পিস্তলটা তুমি যেখানে লুকিয়ে রেখেছ সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসো। আমি আর পারছি না, প্রিয়ে, এই অসহ্য ব্যথা...আমি আর সইতে পারছি না।'

'তোমাকে সহ্য করতেই হবে, জিম, আমি জানি তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে।'

একটা খেলো হাসি হাসল সে। তারপর রক্তমাখা থুথু ফেলল আবার।

'নিশ্চয়, আমি আবার ভাল হয়ে উঠব। একটা কিছু আমার

ফুসফুস খেয়ে ফেলছে। তাতেই আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। ফুসফুসে গুলি খেয়ে তুমি কাউকে মরতে দেখেছ? তাকে কেমন যন্ত্রণা ভোগ করে মরতে হয় জানো? আমি দেখেছি। অনেকবার। আমার ফুসফুসেও তাই ঘটছে। একটা বুলেট নয়, শতশত যেগুলো আমার ফুসফুসকে উত্তপ্ত লাল লোহার সিকের মত ছ্যাঁকা দিয়ে পুরোপুরি শেষ করে ফেলছে। হানি, প্লীজ...আমার পিস্তলটা এনে দাও, তারপর আমাকে ফেলে বেরিয়ে পড়ো। আমি আর পারছি না।'

বড় তাঁবুটায় বিছানার ওপর জিমের পাশেই বসল বার্থা। অ্যারিজোনা গাল্শের (gulch) পাহাড়ের ঢালে বহু উঁচুতে ওদের তাঁবু। তেলের অভাবে এখনও ল্যাম্প ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। ওদিকে খেয়াল না দিয়ে নিজের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে লওডেনামের একটা বোতল বের করল। ওটার লেবেলে লেখা আছে টিঙ্কচার অব ওপিয়াম। জিমকে মিথ্যা কথা বলেছিল বার্থা। বলেছিল ক্যাম্পে ওই জিনিস পাওয়া যায় না।

অসহ্য ব্যথায় চোখ বুজে শুয়ে আছে জিম। ওর কপালে একটা চুমো খেয়ে নীরবেই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল বার্থা।

টেবিলের ওপর জিমের হাতের নাগালের মধ্যেই বোতলটা রয়েছে, ওটা জিমের যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে...চিরদিনের জন্য।

বার্থা যে লওডেনাম কিনেছে কথাটা ছড়িয়ে পড়ার পর মাইনের একচোখা কোর্ট কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছল। লম্বা জিমের তাসে সব ধরনের চুরির কৌশল জানা থাকলেও জীবনে সে কখনও তাস খেলায় কাউকে ঠকায়নি। সে তার জিতের একটা বড় অংশ গরীব মাইনারদের দান করত। কোন ক্ষুধার্ত মানুষকে সে কখনও বিমুখ করেনি।

রায় দেয়া হলো: 'আমরা, জুরিবৃন্দ, একমত হয়ে রায় দিচ্ছি যে তুমিই তোমার অসুস্থ স্বামীকে হত্যা করেছ। তুমিই স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষের সাথে মেলামেশার উদ্দেশ্যে অসত্

স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছ। আমরা কোন মেয়েকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাই না। কিন্তু এখন লম্বা জিম মাটির তলায় তার শেষ বিশ্রাম নিতে যাওয়ার পর আমরা তোমাকে এই ক্যাম্প থেকে চিরতরে নির্বাসিত করছি। আমরা এই পুরো এলাকায় তোমার কুকীর্তির খবর চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব যেন লোকজন জানতে পারে তুমি কি ধরনের জঘন্য চরিত্রের মহিলা। এই ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার আগে তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

'অনেক কিছুই আমার বলার আছে। তোমাদের এই কোর্ট অন্ধ বিচারের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা কেবল সঙ্কীর্ণচেতা নির্বোধ মানুষের পক্ষেই সাজে। আমি অপরাধ করে তোমাদের থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যে চলে যাচ্ছি না, তোমাদের থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি মাত্র। টাকা জোগাড় করে একদিন আমিই অ্যারিজোনায় সবথেকে বড় ডানসিং হল খুলব নতুন কোন মাইনিং ক্যাম্পে। যেখানে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে। এবং আমিও আমার রায় আজ তোমাদের শুনিয়ে যাচ্ছি, সেটা যখন আমি করব, তখন মাটির তলা থেকে তোমরা যত টাকাই রোজগার করো না কেন তার প্রতিটা পেনি আদায় করে নিয়ে তোমাদের পথের ভিখারি করে ছেড়ে দেব আমি।'

পরে ওর মন কিছুটা শান্ত হলে তোড়ের মুখে ওসব কথা বলার জন্যে ওর কিছুটা অনুশোচনা হলো বটে, কিন্তু তাতে তার মনোবল একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কোন পুরুষকে কাছে ঘেঁষার সুযোগ না দেয়ার জন্যে নিজেকে একটা কঠিন খোলসে আবৃত করে চোরাচালানের ব্যবসাটাকেই তার উদ্দেশ্য দ্রুত সিদ্ধির জন্য টাকা রোজগারের উপায় হিসেবে বেছে নিল সে। কিন্তু তার দুর্নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় অনেক সেলুন মালিকই অন্য উৎস থেকে মদ কেনায় অনেক চেষ্টা করেও কম সময়ে ডান্স হল আর জুয়ার প্রতিষ্ঠান খোলার মত টাকা এখনও জোগাড় করে উঠতে

পারেনি সে।

ভিনসেন্ট নামের গানম্যান ওই বসতিতে এসে পৌছার পর ওর পিস্তল আর টাকার জোরে নিজের স্বপ্ন সফল করার একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল বার্থা।...

ওদিকে দূরে আরও আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। ওদের চারপাশে ওগুলো একটা পুরো বৃত্ত তৈরি করেছে। বার্থা সন্ডার্স এতক্ষণ রিচার্ডের পাশেই শুয়ে ছিল। এবার সে নড়েচড়ে উঠে বসল।

'আর সবাই খেয়ে উঠেছে। আমি ভিনসেন্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি খেয়ে নেয়ার ফাঁকে সে পাহারায় থাকবে।'

রাত বাড়ছে। সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। উপরে একদিকে ভিনসেন্ট আর অন্য দিকে হাডসন পাহারায় আছে। চারদিক নিঃশব্দ। কেবল বার্ট তেরপলের নিচে ঘুমিয়ে সশব্দে নাক ডাকছে। রিচার্ড, বার্থা আর মেক্সিকান করটিনা আগুনের পাশে বসে আছে। কেবল করটিনাই এখনও তার হাসিখুশি ভাবটা বজায় রেখেছে। বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে তেরপলের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওই লোকটা স্টীম এঞ্জিনের চেয়েও বেশি শব্দ করছে,' রিচার্ডের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'আমার দলের একটা লোক ওই রকম নাক ডাকত, এক রাতে আমি একটা লাকড়ি দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারার পর সে আর কখনও নাক ডাকেনি।'

কথাগুলো বার্থার জন্যে অনুবাদ করল রিচার্ড।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে গেল করটিনা। ওদের কাঁধে হাত রেখে পরীক্ষা করে আবার ফিরে এসে মাথা নাড়ল সে।

'যেভাবেই হোক ওদের জন্যে আমাদের কিছু পানি জোগাড় করতেই হবে।' এখন আর ওর মুখে হাসিটা নেই। 'আজকের সারাটা দিন খুব গরম গেছে. ওরা কোন পানি খায়নি. আগামীকাল আরও গরম হবে

বার্থা সন্ডার্স পাথরের ওপর তার আসনে একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'আচ্ছা, রিচার্ড, আমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলবে? অন্ধকারে ওরা যখন গুলি করার টার্গেট দেখতে পারবে না তখন এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে কি ক্ষতি?'

'আমরা সেটার চেষ্টা না করার কারণ কেবল একটাই,' বলল সে। 'আজ পর্যন্ত আমার জীবন যেখানে কেটেছে তাতে আমি ঠিক খুঁতখুঁতে স্বভাবের নই। কিন্তু যেহেতু ইদানীং আমার জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে হয়তো সেই কারণেই আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। ওয়ান কার্ডকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা না করে আমি এখান থেকে যেতে পারছি না। হাজার হোক সে একজন সাদা মানুষ।'

'সেটা আমি জানি!' মৃদু স্বরে বলে উঠল বার্থা। 'আমি জানি। তুমি একজন ঠাণ্ডা, আর ভাবাবেগহীন কঠিন লোক। পৃথিবীর কারও প্রতিই তোমার কোন মায়ামমতা নেই। কিন্তু তুমি নিজের জীবনের সাথে আমাদের জীবনও বিপন্ন করছ কেবল একজনকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে।'

'এই,' উপর থেকে নিচু স্বরে ভিনসেন্টের গলা শোনা গেল। 'উপরে এসে ব্যাপারটা তোমার এক নজর দেখা ভাল। ওখানে কিছু একটা ঘটছে, খুব বেশি দূরে নয়।'

রিচার্ড ওপরে উঠে উঁকি দিল। দুশো গজ বা তারও কাছে কিছু একটা রয়েছে। ওদিক থেকে চাপা একটা শব্দ আসছে, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। ওরা যে ঘাসে আগুন ধরাবে তার উপায় নেই, মাটি এখনও ভেজা, কোন বাতাসও বইছে না।

'ওরা এগিয়ে আসার সময়ে এমন শব্দ করে না,' গানফাইটারকে জানাল রিচার্ড। 'তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। ওরা—'

নিচের ঘোড়াগুলোর মাঝে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। কারও

ঘোড়ার জিনে চড়ে বসার শব্দ শোনা গেল। স্পারের খোঁচায় ঘোড়াটা শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। পরক্ষণেই ঘোড়াটা ঢাল বেয়ে বেগে নিচের দিকে ছুটল।

'রিচার্ড, ওটা ওই মেক্সিকান লোকটা!' চিৎকার করল বার্থা। 'সে চলে গেছে!'

ঘোড়াটা দ্রুত ছুটছে। খুরের শব্দ থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। জেগে উঠল বার্ট, এবং এই প্রথমবারের মত সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। একটু ভেবে নিয়েই লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে বেঁধে ফেলে ওদের শান্ত করল। দূরের দুটো আলোর মাঝামাঝি দিকে দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে হুয়ান। মনে হচ্ছে ওই আলো দুটোর দূরত্ব দেড়শো গজ।

'হতচ্ছাড়া হারামীর বাচ্চা!' রাগে গালি দিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। 'এবং যখন সুযোগ ছিল তখন তুমিই ওকে গুলি করে মারতে বাধা দিয়েছিলে। ভাল, হয়তো তোমারটার বদলে ওর আইডিয়াটাই ঠিক ছিল। এবং এক ডলারের বদলে আমি দশ ডলার বাজি রাখতে রাজি আছি যে সে পার পেয়ে যাবে।'

'আমি তোমার বিরুদ্ধে বাজি ধরতে আনন্দের সাথেই রাজি আছি, কারণ আমি জানি ওরা কেউ ওসব আগুনের কাছে নেই। ওরা কেবল ওগুলো জ্বালিয়ে রেখেছে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। ওরা আমাদের একশো গজের মধ্যেই আছে এবং আমরা কি করছি সেদিকে নজর—'

বাক্যটা শেষ করার আগেই সে বাজিতে জিতে গেল। ঠিক একশো গজ দূরেই আগুনের ঝিলিকের সাথে একটা গুলির শব্দ হলো। ঝিলিকটা উপর-মুখী হওয়ায় বোঝা গেল লোকটা মাটি থেকেই গুলি করেছে। ছুটন্ত ঘোড়ার মাত্র দশ ফুট দূর থেকেই এসেছে গুলি। একটা চিৎকারের সাথে হুয়ানের দেহ মাটিতে পড়ার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই আরেকটা গুলির শব্দ উঠল। এবারের শিখাটা নিচুমুখী।

'তুমি বাজিতে হেরে গেছ,' বলল রিচার্ড। 'দুজনের ঠিক মাঝখান দিয়েই যাচ্ছিল করটিনা। মাটিতে শুয়ে ওরা ক্রল করে সম্ভবত ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছিল। ঘোড়াগুলো কোনমতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলেই খুশি হবে নিনো। বার্ট,' চিৎকার করল রিচার্ড, 'তুমি সর্বক্ষণ ঘোড়াগুলোর কাছেই পাহারায় থাকো—কিন্তু বাজে কোন মতলব আঁটতে যেয়ো না।'

'আমি তা করব না,' নিচে থেকে জবাব এল। 'ওর মত একটা মতলব আমার আগে ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তা আর নেই।'

ওদের চারপাশ থেকেই কয়োটির ডাকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসছে। দুই মিনিট ধরে ওটা চলার পর থেমে গেল। আবার সব নীরব হলো।

কেবল দুশো গজ দূর থেকে একটা বিজাতীয় শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই হচ্ছে না।

ঊনিশ

রিচার্ড ওর বোনের হত্যাকারী ভিনসেন্ট প্রাইসের দিকে ফিরল। তার .৪৫-৭০ কার্তুজ বেল্টে নতুন করে গুলি ভরে বেল্টটা নেড়েচেড়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে রিচার্ড। ওর পায়ে এখনও মোকাসিনের জুতো।

'আমি বাইরে বেরিয়ে একটু তদারক করে আসতে যাচ্ছি। আমি দেখতে চাই ওরা ওখানে কি করছে।'

'তুমি কিছু আইডিয়া করতে পারছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে। 'আমার ধারণা ব্যাপারটা আমি একটু আঁচ করতে পারছি।' এর বেশি আর কোন ব্যাখ্যা দিল না সে। ওদিকে কিছু গণ্ডগোল বাধলে এদিকে কোন নড়াচড়া দেখলেই গুলি করবে। চোখকান খোলা রেখো। আমি আসার সময়ে দুবার শিস দেয়ার শব্দ শুনতে পাবে তুমি। কাছে পৌঁছেই আমি শিস দেব, পরিষ্কার শুনতে পাবে তুমি। এবং তুমি বার্টের ওপরও একটু নজর রেখো, আমি যদি দক্ষিণে ঝামেলায় পড়ি তাহলে সে উত্তর দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে। এখন তোমার লম্বা ফলার ছুরিটা আমাকে ধার দাও।'

নীরবেই ওর নির্দেশ মত ছুরিটা বের করে দিল ভিনসেন্ট। হাডসন তার পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে এলে ভিনসেন্টকে সে যা বলেছে তা ওকেও জানাল। ছোটখাট মানুষটা মুখে কিছু না বলে কেবল একটা নড করল। কোন প্রশ্নই করল না সে। সেই দলের একমাত্র সদস্য যে তার অতীত জীবন নিয়ে কখনও চিন্তা করা পছন্দ করে না। তার অতীত তার মাথার ভিতরই কোন অন্ধকার গহ্বরে চিরদিনের জন্যে তালা দিয়ে বন্ধ করা আছে।

'দুটো শিস,' বলল সে। 'কথাটা আমার মনে থাকবে। উপরে বার্থাকেও কথাটা জানিয়ে রাখো। এবং তুমি চিন্তা কোরো না, বার্টের ওপর আমি কড়া নজর রাখব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাট খুলে পাশেই একটা পাথরের ওপর রেখে ছায়ার মত ঘোড়াগুলোকে পেরিয়ে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হলো রিচার্ড। হ্যাটটাকে নিচে থেকে দেখলে যে কেউ ভাববে ওখানে একটা লোক উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। হাডসন উপরে উঠে বার্থার পাশে পাহারায় থাকল।

রাতের অন্ধকার রিচার্ডকে পুরোপুরিই গ্রাস করেছে। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না।

উপুড় হয়ে ক্রল করে দক্ষিণে এগোচ্ছে রিচার্ড। হাত দুটো সামনের দিকে যতদূর পৌঁছোয় সেখানে রাইফেল সহ হাত দুটো

রেখে দেহটাকে টেনে আগে বাড়াচ্ছে। প্রথমে পঞ্চাশ, তারপর একশো গজ এগোল সে। শব্দটা এখন আরও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কারও গলার আওয়াজ আসছে না। দূর থেকে কয়োটির ডাক শোনা যাচ্ছে। ওর শার্ট আর কার্তুজ বেল্টের নিচে দিয়ে পিছলে পিছিয়ে যাচ্ছে ঘাস। কোন শব্দই হচ্ছে না। নির্দিষ্ট গতিতে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রিচার্ড। এখন একজন প্রকৃত অ্যাপাচি সে। ওদেরই নিজস্ব পদ্ধতিতে ওদের এলাকাতেই শিকারের দিকে ওদের অজান্তেই এগোচ্ছে পোকো।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের কঠিন পরিশ্রমের পর সে যেখানে পৌছল সেখান থেকে যেকোন নড়াচড়া সে চিহ্নিত করতে পারছে। কিন্তু এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না ওদের দলের কতজন ওখানে আছে। সে ভাবছে, ওদের একজন নিনো হলে খুব ভাল হয়। আমি যদি ওকে হত্যা করতে পারি তাহলে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি খুব সহজ হবে। বাকি সবাই ছায়ার মত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে টেরিটোরিতে নিজের এলাকায় আর সবার কাছে ফিরে যাবে।

এটাই ছিল ওর অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওদের ঘের থেকে পালাতে অস্বীকার করার প্রধান কারণ। লড়াই করে ওদের কেউ কেউ হয়তো সত্যিই বেরোতে পারত, কিন্তু তারপরেও ওদের কোন বড় বসতি বা হেসিয়েন্ডায় (র‍্যাঞ্চে) পৌছতে হলে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মাইল পথ অতিক্রম করতে হত।

কিন্তু এসব ব্যাখ্যা সে কাউকে দেয়নি, কারণ কোন কিছুর ব্যাখ্যা দেয়া ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ওই চারজন বোকা মানুষ নিজের দোষেই নিজেদের এই ঝামেলায় ফেলেছে, অথচ এখন চাইছে সে ওদের উদ্ধার করুক। এখন অ্যাপাচি হয়ে সে সেই চেষ্টাই করছে। পুবের দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা ঘোড়া অস্বস্তি ভরা ভয়ে নাক ঝাড়ার শব্দ করল। সম্ভবত যে দুজন যোদ্ধা করটিনাকে হত্যা করেছে তারা ওর ঘোড়াটাকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল পোকো।

এখন সে লক্ষ্যস্থলের অনেক কাছে পৌছে গেছে। একটা তিন ফুট উঁচু মাটির ঢিবির কাছে অ্যাপাচিদের কাজে ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছে ও। ওরা ওয়ান কার্ডকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। সকালে আমি যেন দৃশ্যটা দেখতে পাই এটাই চাইছে নিনো। মাটির উপরে ওর মাথাটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। আমাকে যে দুশো গজ দূর থেকে রাইফেল ব্যবহার করতে হবে না এটা ভাগ্যের কথা।

চারজন অ্যাপাচি ওর চারপাশে হাঁটু গেড়ে বসে আলগা মাটি হাত দিয়ে ঠেলে ওকে গলা পর্যন্ত ঢাকায় ব্যস্ত। লম্বা ফলার ছুরিটা খাপ থেকে বের করল পোকো। লম্বা একটা বাওয়ি ছুরি। বিশেষ ভাবে শান দিয়ে ওটাকে ক্ষুরের মত ধারাল করা হয়েছে। আর দুমিনিটের মধ্যেই ওরা কাজ সেরে নিঃশব্দে চলে যাবে। ঘাসের ওপর ওদের চলার সামান্য খসখস শব্দও হবে না। সাবধানে রাইফেলটা রেখে সিক্স শূটার বের করল পোকো। আংটার মত হ্যামারটার নিচে যে চেম্বারটা খালি থাকে সেখানেও একটা বাড়তি গুলি ভরে নিল সে।

এখন ওদের থেকে মাত্র ছয়ফুট দূরে আছে পোকো। পিঁপড়ের ঢিবিটা ওকে আড়াল করে রেখেছে। একটা হাঁটু ভাঁজ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে লাফ দিল সে।

লোকগুলো ওর উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই প্রায় ওদের ওপর এসে পড়ল রিচার্ড। ওর .৪৪ থেকে দ্রুত গুলি ছুটছে। প্রথম দুজনকে সে গুলি করল। তৃতীয়জনও ওর হাতে মারা পড়ল। চতুর্থজন তার রাইফেলের দিকে ঝাঁপ দিল। পোকোর গুলিতে সেও মাটিতে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাফিয়ে উঠল। রাইফেল তুলে ওটা ঘুরিয়ে তাক করার চেষ্টা করছে লোকটা। লাফিয়ে এগিয়ে প্রথমে ডান হাতে পিস্তলের নল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে বাম হাতের বাওয়ি ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল ওর বুকে।

চারদিক থেকে অ্যাপাচিদের তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকার উঠল। গুলির আলোর ঝিলিক আর শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছে। দূর থেকে ছুটে আসছে ওরা। ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মৃত লাশগুলোর চেহারা দেখে নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠল ওর চেহারায়। নিনোর চেহারা ওদের মধ্যে দেখতে পেল না পোকো। নিনো ওখানে থাকবে মনে করেই এত বড় ঝুঁকিটা নিয়েছিল সে। অর্থাৎ ওর কাজ এখনও বাকি রয়ে গেল। এই লড়াইয়ের অবসান এখনও ঘটেনি। এখন ওরা ছুটে আসছে। ওর কাছে ঘোড়া নেই যে দ্রুত ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে। সে যদি কোনক্রমে বেঁচেও যায় নিনো জানবে এটা কার কাজ। এবং সে দ্বিতীয়বার আর এমন একটা রেইডের সুযোগ পোকোকে দেবে না। যে এককালে নিজেও অ্যাপাচি ছিল।

অ্যাপাচিদের লাশগুলো দেখার সময়ে অন্তত এক বিন্দু সান্ত্বনা সে পেয়েছে যে তানাকার ভাই তার অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই তার উঁচু মার্গের আবাসে যেতে বাধ্য হয়েছে। ছুরির আঘাতে যে চতুর্থ লোকটা মরেছে সেই ছিল তানাকার ভাই। সোনালি চুলের মেয়েকে পোড়াবার ইচ্ছাটা তার আর পুরো হলো না।

রাইফেল হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসবে কান পেতে শুনে সেটা বোঝার চেষ্টা করল রিচার্ড। ওরা সংখ্যায় কয়জন সেটাও বোঝার চেষ্টা করছে।

এবার ফেরার পথে পা বাড়াল সে।

পাথরের আড়ালে যারা আছে তারা এখন কি করছে, চিন্তাটা মুহূর্তের জন্যে ওর মাথায় খেলল।

ভিনসেন্টের আশ্রয়ে ওখানে কি ঘটবে সেটা সম্পূর্ণ ভিনসেন্টের হাতে। ওখানে নিজের পজিশনে পাহারায় থাকার সময়ে সে রিচার্ডকে অন্ধকারে অদৃশ্য হতে দেখেছে। ওভাবে একটা লোককে এতজন অ্যাপাচির মোকাবিলায় একা এগিয়ে যেতে

দেখে সে মনেমনে রিচার্ডের সাহসের তারিফ না করে পারেনি। ওই লোকটা জীবন্ত ফিরে এলে ওকেই ওর হত্যা করতে হবে। ফলাফল কি দাঁড়াবে এতে ভিনসেন্টের মনে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সে একজন গানফাইটার, রিচার্ড তা নয়। রিচার্ড এমন ধরনের মানুষ যে কোন পূর্বসঙ্কেত না দিয়েই অবাধে হত্যা করতে পারে। হত্যার আগে ভিনসেন্টের পেটের ভিতরটা যেমন আঁকড়ে আসে রিচার্ডের তেমন কিছুই হয় না। সে থাকে একেবারে নির্বিকার।

নিচে থেকে একটা বুট পাথরে ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। বার্থা উপরে উঠে ভিনসেন্টের কাছে ঘেঁষে এল। পনেরো মিনিট হলো রিচার্ড অদৃশ্য হয়েছে। ওই পনেরো মিনিট ওই তিনজনের কাছে সবথেকে লম্বা পনেরো মিনিট মনে হচ্ছে। বার্থার মনে হচ্ছে ওর দেহে যেন কাঁপ ধরেছে। ভিনসেন্ট শক্ত নার্ভের নিষ্ঠুর মানুষ। সে বার্থার দিকে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে ওর অবজ্ঞা মিশ্রিত মুখের ভাবটা দেখা গেল না।

'ওর জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমার?' প্রশ্ন করল ভিনসেন্ট।

'দুশ্চিন্তা? আমার হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসছে। ওখানে কি ঘটছে বা ঘটবে না জেনে এই নীরব অপেক্ষা—অসহ্য।'

'আমরা শিগগিরই সব জানতে পারব,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'আমি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি ওটা কিসের শব্দ ছিল।'

'কি?'

'বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। সম্ভবত আমি বোকা বলেই একটু দেরিতে বুঝেছি। অথচ ওটার দিকেই সারাদিন তাকিয়ে আমি ভেবেছি অ্যাপাচি চিন্তাধারার ধরনটা কেমন, এবং ভেবেছি আমার হাত-পা বেঁধে ওখানে ফেলে রাখায় রিচার্ড কতটা আনন্দ পাবে।'

'তুমি কিসের কথা বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি

না।'

'ও কটা পিপড়ের ঢিবি, বার্থা। ওখানে দুশো গজ দূরে একটা বড় পিপড়ের ঢিবি আছে। যে শব্দ আমরা শুনেছি সেটা অ্যাপাচি যোদ্ধাদের ওখানে গলা পর্যন্ত ওয়ান কার্ডকে পুঁতে রাখার শব্দ। রিচার্ডও কথাটা জানত, বার্থা। তাই সে ওখানে গেছে।'

'অবশ্যই···এবারে বুঝেছি কেন সে বলেছিল ওয়ান কার্ডকে একা ফেলে সে যেতে চায় না। এখন সে তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওয়ান কার্ডকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। যারা ওকে বড় করেছে সেই অ্যাপাচিদের মতই সে ভয়ঙ্কর আর বেপরোয়া। মৃত্যু আর নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে সে এমন একটা কাজ করতে গেছে যেটা আমরা কেউই করতে সাহস পেতাম না।'

'যেভাবেই মরুক, মরতে তাকে হবেই,' জবাব দিল ভিনসেন্ট। 'সে যদি ফিরেও আসে এবং আমরা এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারি। তার ভাগ্যে মরণই জুটবে। কারণ আমি একজন গানম্যান, বার্থা, সে তা নয়।'

'সহজে মরার লোক সে নয়।'

'কিন্তু সেটাই ঘটবে। এবং ওটা ঘটার পর কেবল তুমি আর আমি থাকব। বসতিতে থাকার সময়ে তোমার প্রস্তাব মেনে না নিয়ে আমি ভুল করেছিলাম। এখন থাকবে কেবল তুমি আর আমি এবং আমাদের টাকা।'

'ওই প্রস্তাব আমি তোমাকে দিয়েছিলাম বসতিতে থাকার সময়, যখন ওই অজ্ঞাতনামা বসতি থেকে বেরোবার জন্যে আমি যেকোন কিছু করতেই রাজি ছিলাম। তখন আমি জানতাম না রিচার্ডের ছোট বোনকে তুমি পিটিয়ে হত্যা করেছ।' বিদ্রূপ প্রকাশ করে একটু হাসল বার্থা। 'কিন্তু ঘটনাটা আমি এখন জানি। তোমার পিছনে রিচার্ডকে ধাওয়া করতে দেখে তখন আমরা সবাই ভেবেছিলাম সে একজন বাউন্টি হান্টার। সেইজন্যেই বাউন্টির টাকা পাওয়ার আশায় আমরা তোমার পিছু নিয়েছিলাম। লিম্পি

ওয়ান কার্ড, বার্ট, হাডসন এবং আমি। আমরাও বাউন্টি হান্টারে পরিণত হয়েছিলাম। রিচার্ড যখন পায়ে হেঁটে আমাদের অ্যাপাচিদের হাত থেকে বাঁচাবার আশায় তোমাকে তোমার গানের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য আমাদের ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনতে রওনা হওয়ার আগে সে আমাদের সব কথাই খুলে বলেছে। তোমার মাথার ওপর কোন বাউন্টি নেই এবং টাকাগুলো যেসব ব্যাঙ্ক থেকে তুমি লুট করে এনেছ তাদেরই ফিরিয়ে দেয়া হবে। এবং ওর বোনকে হত্যা করার ব্যাপারটাও সে তখনই আমাদের জানিয়েছে। এসব কথা বলার জায়গা বা সময় যদিও এটা নয় তবু বলছি, একা কোন অ্যাপাচি ক্যাম্পে গিয়ে স্কও হয়ে থাকতেও আমি রাজি আছি, কিন্তু তোমার মত নারী হত্যাকারী খুনী গানম্যানের সাথে আমি কখনও যাব না।'

'তাহলে তুমি সবই জেনে গেছ?' তিক্ত স্বরে বলল ভিনসেন্ট। 'এবং এখন তুমি রিচার্ডকেই পছন্দ করছ, যে তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট?'

'সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বয়স উনত্রিশ। তবে এতে কিছু আসে যায় না। রিচার্ড একটা বিশেষ কোন লক্ষ্য নিয়ে ছুটছে। জীবনে আর কিছুর কোন দামই নেই ওর কাছে। ও অদ্ভুত একটা মানুষ, তবে আমার স্বামীর মধ্যে যেসব গুণ ছিল তার অনেকগুলোই ওর মধ্যেও আছে।'

'ভাল,' তেতো-বিরক্ত স্বরে বলল গানম্যান। 'আমি রিচার্ডকে যতটা চিনি তাতে ওর সাথে জুটি বাঁধলে তার ফল মোটেও ভাল হবে না। যেদিন আমি ক্যানসাসে ওদের র‍্যাঞ্চে কয়েকদিন বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেছিলাম সেদিন আমার সাথে হাত মেলাবার ভদ্রতাটুকুও তার ছিল না। সে কেবল আমার দিকে নির্বিকার ঠাণ্ডা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কোরালের দিকে চলে গেল। ওর বোকা বুড়ো বাপটা ওর অ্যাপাচি জীবনের বড়াই করে করে আমার কান দুটো পচিয়ে ফেলেছে। যাহোক, যখন ওই বুড়োর

সতেরো বছর বয়সের মেয়েটা আমার সাথে প্রেমের অভিনয় করে শেষে আমিও ওকে ভাল মনে ভালবেসে ফেলার পর সে যখন আমার মুখের ওপর হেসে আমাকে প্রেম-পাগলা বুড়ো বলে পরিহাস করে প্রত্যাখ্যান করল তখন প্রচণ্ড রাগে আমি আর আমার মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, ওকে চড় মারতে মারতেই মেরে ফেললাম আমি। ওকে ব্যথা দেয়ার কোন উদ্দেশ্য আমার সত্যিই ছিল না। এটা আমার রাগী আর জেদি স্বভাবের দোষেই ঘটেছে। মার খেতে খেতেই মেয়েটা আমাকে শাসিয়েছিল আমার নামে যাচ্ছেতাই কথা বলে সে তার ভাইয়ের কাছে নালিশ জানাবে। আমি জানতাম রিচার্ড আমাকে অনুসরণ করছে। এই কারণেই আমি তোমার সাথে ওই বসতিতে থাকতে পারিনি। দক্ষিণে মেক্সিকোতে পৌঁছে ভেবেছিলাম টাকার বিনিময়ে আমি ওদের থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কিনে নিতে পারব। ওখানে আমি—'

'শোনো!' ওর কথার মাঝেই বাধা দিল বার্থা।

ওরা কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ। কিন্তু নিরেট অন্ধকারে কিছু কয়োটির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা গেল না। ওইভাবেই কয়েকটা মিনিট কেটে যাওয়ার পর বার্থা যখন আবার নিচে নামার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ঠিক ওই সময়েই গুলির শব্দগুলো ওরা শুনতে পেল।

ওদিকে দুশো গজ মত দূরেই কোন জায়গা থেকে শব্দ আসছে। মাথা উঁচু করে ঘোড়ার খুরের শব্দগুলো স্পষ্টই শুনতে পেল ভিনসেন্ট। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বার্থার বাহু আঁকড়ে ধরল সে।

'শিগগির চলো! ওরা রিচার্ডকে মেরে ফেলেছে! আমাদের এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে হবে। ও আর ফিরে আসতে পারবে না।'

লাফিয়ে নিচে নামল প্রাইস। বার্থা ওকে অনুসরণ করল।

মেয়েটা ভয় পাচ্ছে সামনে আরও দুর্ভোগ আছে ওদের কপালে। হাডসন নিজের জায়গা থেকে ওদের নিচে নামতে দেখল।

'নিজের পোস্টে ফিরে যাও, ভিনসেন্ট,' ধমকে উঠল টম।

'পোস্ট না ছাই! আমি এখান থেকে দ্রুত সরে পড়ছি। রিচার্ড শেষ হয়ে গেছে। অ্যাপাচিরা উত্তর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। আমরা দক্ষিণ দিক দিয়ে পালাতে পারব!' ওদিকটা এখন পরিষ্কার।

ডাইভ দিয়ে তেরপলের তলায় ঢুকল প্রাইস। মিনিটখানেক অন্ধকারেই হাতড়ে ম্যাচ জ্বেলে আরও কিছুক্ষণ হাতড়াল। তারপর ওর চিৎকারে নীরবতা বিচ্ছিন্ন হলো।

'নেই! আমার টাকার থলে দুটো অদৃশ্য হয়েছে! ওগুলো তোমাদের মধ্যে কে নিয়েছে? কে, বলো!'

চারফুট উঁচু থেকে শান্তভাবেই ওর দিকে তাকাল টম। 'আর কে নেবে? এটা নিশ্চয় ওই মেক্সিকান লোকটার কাজ। এইজন্যেই হয়তো সে ঘোড়াগুলোর কাছে ঘুরঘুর করছিল। মনে হচ্ছে নিনো এবার এক ধাক্কাতেই বড়লোক হয়ে গেল।'

ভিনসেন্ট হতবুদ্ধি হয়ে ওখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রতিকারে কি করা যেতে পারে তার কোন প্ল্যানই তার মাথায় খেলছে না। বার্ট তার পোস্ট ছেড়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখে হাজারো প্রশ্ন; কিন্তু ওর একটা প্রশ্নেরও জবাব কেউ দিল না। হাডসনও নিচে নেমে এল। এত ক্ষণে ভিনসেন্টের মুখ ছুটল। ওর যত গালি জানা ছিল সেগুলো শেষ হওয়ার পরও সে থামল না, নতুন নতুন গালি সৃষ্টি করে আউড়ে চলল। এত যত্ন করে আগলে রাখা টাকা এভাবে খুইয়ে ফেলার শোক সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত গলা শুকিয়ে আসায় একটা ঢোক গিলে থামল ভিনসেন্ট। ওর রাগ একটু শান্ত হয়েছে এখন। এবার সে কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল, 'আমি এখান থেকে সরে পড়ছি, এবং বার্থাও

আমার সাথে যাচ্ছে।'

শান্ত স্বরে বার্থা বলল, 'আমি এখানেই থাকছি, এখান থেকে এক পাও আমি নড়ব না।'

'শান্ত হও, ভিনসেন্ট,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল টম। 'আমরা সবাই থাকছি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!'

বিদ্যুৎ গতিতে ওর হাত কোমরের কাছে নেমে আবার উঠে এল। হাডসনকে দুবার গুলি করে সে বার্টের দিকে ফিরল। মাত্র তিন ফুট দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল বার্ট। সে ঠিক মত বোঝারও সময় পেল না কি ঘটল। ভিনসেন্টের গুলি দুই চোখের মাঝখানে ওর কপাল ফুটো করে দিয়েছে।

এবার বার্থার দিকে ফিরল গানম্যান। 'শোনো, বেশ্যা মাগী,' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। 'রিচার্ড মারা গেছে। এখন কেবল আমরা দুজনই রয়েছি। আমার সাথে যেতে চাইলে চলো, অথবা ওরা এসে তোমাকে না ধরা পর্যন্ত তুমি এখানেই অপেক্ষা করতে পারো। আমি চললাম।'

ইতোমধ্যেই ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে ভিনসেন্ট। চোখের সামনে দু'দুজনের মৃত্যু দেখার পর নিজের নিরুপায় অবস্থা উপলব্ধি করে নিজেও ঘোড়ার পিঠে উঠল বার্থা। বাকি ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিল ভিনসেন্ট। তারপর ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে দ্রুতবেগে উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল।

বিশ

নিনোর দিনগুলো বেশ সফলতার সাথেই কাটছে। একজন "হোয়াইট আইজ" দূরে মরুভূমিতে পিছন থেকে আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেটা ছিল ওদের দলের প্রথমজন। আজ সকালে আক্রমণ চালিয়ে তারা দ্বিতীয় একজনকে আটক করেছিল। তৃতীয় একজন অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা করে ওদের দুজন যোদ্ধার হাতে নিহত হয়েছে। অন্ধকারে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে সে নিজের আঙুলে একে একে বারোবার মিলিয়ে দেখে আপন মনেই সন্তুষ্ট হয়ে হাসল। তানাকার ভাইয়ের সাথে আরও বিশজন যোদ্ধা খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা বন্দিকে নিয়ে পিঁপড়ের ঢিবির দিকে চলে গেল ওর মরার ব্যবস্থা করতে। ওখানে বসেই নিজের চিন্তার ঢেউ পাঠাচ্ছে পোকোর কাছে।

চিন্তা-শক্তি দিয়ে ওকে জ্বালাতন করছে, বলছে ওদের কাছে পানি নেই, এবং তার হাতে রয়েছে প্রচুর সময়। বিজয় উল্লাসের সাথে সে মেসেজ পাঠাল আগামীকাল সকালে যখন পোকো মাটির ওপরে তার বন্ধুর মাথাটাই কেবল দেখতে পাবে তখন তার মনের অবস্থা কি হবে?

কিন্তু ওই চারটে গুলির শব্দের জন্যে সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। যেখানে যোদ্ধা চারজন বন্দি লোকটাকে নিয়ে গেছে সেদিক থেকেই শব্দগুলো এসেছে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার যোদ্ধাদের নির্দেশ

দিয়ে সে নিজেও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার গলায় পরানো দড়ির একক গাছাটা ওর কব্জিতেই বাঁধা ছিল। অনায়াস একটা লাফে সে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। বাতাসের বেগে শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল নিনো। যোদ্ধা ওর পিছনেই রয়েছে। অন্য যোদ্ধাদের আর্তচিৎকার ওর কানে পৌঁছেছে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কিছু একটা যোগাযোগ বেঁধেছে ওদিকে।

পাথরের আড়ালের আশ্রয় থেকেও কয়েকটা গুলির আওয়াজ ওর কানে গেল। কিন্তু সে ধরেই নিল যে ওই লোকগুলো অন্ধকারে তার যোদ্ধাদের দিকেই গুলি ছুঁড়ছে। নিনোর ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে, এই সময়ে সে পিঁপড়ের ঢিবির কাছে পৌঁছল।

দেখল ওর যোদ্ধাদের অবশিষ্ট চার পাঁচজন ঘোড়ার পিঠে পিঁপড়ের ঢিবিটাকে ঘিরে নীরবে স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। অন্ধকারেও সে টের পাচ্ছে বাতাসে রয়েছে মৃত্যুর আভাস। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগোতে গিয়ে তানাকার ভাইয়ের লাশে হোঁচট খেল নিনো। আরও দুটো ঘোড়া ওখানে এসে হাজির হলো। পুব দিকের পাহারায় নিযুক্ত ছিল ওরা।

'আমরা ওদের একজনকে মেরে ফেলেছি,' ওদের একজন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল। 'লোকটা প্রায় আমাদের উপরে এসে পড়েছিল। কিন্তু দেখলাম লোকটা একজন মেহিকানো। আমাদের আসতে দেখে যারা পালিয়ে গেছিল, ও তাদেরই একজন।'

ওরা নিজেদের কৃতিত্বে গর্বিত। অনেক উত্তরে নিজেদের প্রধান ক্যাম্পে ফিরে ওরা গর্বের সাথে ওই ঘটনার বর্ণনা দেবে। কিন্তু ওদের কথায় কান দিল না নিনো।

'তোমরা কাউকে দেখেছ?' জানতে চাইল সে।

একটা যোদ্ধা কথা বলল। 'একটা লোক। সে আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছিল। আমাদের একজনকে গুলি করে সে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে নিজের ঘোড়ার দিকে

এগোল নিনো। 'কেবল একজন লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব— পোকো। সে ছাড়া আর কারও এই কাজ করার সাহস হবে না।'

'দুজন "হোয়াইট আইজ" পালিয়ে গেছে,' জানাল একজন। 'অনেক দূর থেকে ওদের আওয়াজ আমরা শুনেছি।'

'পোকো,' আবার নামটা উচ্চারণ করল নিনো। ওর চোখ দুটো অন্ধকারেও জ্বলছে। 'আমরা আর অপেক্ষা করব না। এগিয়ে গিয়ে ওদের সবাইকে হত্যা করব। তারপর আমি পোকোকে ধরব। তিনদিন ধরে জ্বলন্ত কাঠের ফালি দিয়ে আমি ওর বুক ঝলসে দেব। আমি ওর চোখের পাপড়িও কেটে ফেলব যেন সূর্যের কিরণ সরাসরি ওর চোখে পড়ে।...'

ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছোটাল নিনো। বাকি সবাই বিনা দ্বিধায় ওকে অনুসরণ করল। সোজা পাথরের আড়ালের দিকেই ঘোড়া ছোটাচ্ছে নিনো। যে দুজন করটিনাকে হত্যা করেছে, তাদেরই একজন যে ঘোড়ায় চড়ে সে পালাতে চেষ্টা করেছিল, সেটাই ব্যবহার করছে। ওটার দুটো স্যাডলব্যাগে কাগজের টাকার ক্যানভাস ব্যাগ দুটো রয়েছে। নোটগুলোর এক পিঠ সবুজ আর অন্য পিঠ সোনালি।

পাথরগুলোর কাছে এসে থেমে অ্যাপাচিরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। সবাই নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। গান, ছুরি, বর্শা, ছুঁড়ে মারার ছোট কুড়াল হাতে সবাই তৈরি। আগুনটা এখনও উজ্জ্বল হয়েই জ্বলছে। ওটার আলোতেই চারপাশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল নীরব নিনো।

ছোট গড়নের একজন "হোয়াইট আইজ" এক হাতে পাইপ আঁকড়ে ধরে একটা পাথরের ধারে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছে। ওর শার্টের সামনের দিকে দুটো জায়গা রক্তে লাল হয়ে আছে। দ্বিতীয়জন, লম্বা আর মোটাসোটা লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওখানে জীবন্ত আর কিছুই নেই। কোন মানুষ বা ঘোড়া কিছুই না। কেবল মৃত্যুতে নীরব দুটো লাশ পড়ে আছে ওখানে।

নিনো ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল।

'এই জায়গাটা অভিশপ্ত,' বলল সে। 'এখান থেকে জলদি আমাদের সরে পড়া দরকার। আমরা অন্য লোক দুটোর ট্রেইল অনুসরণ করব।'

'কিন্তু এখন অন্ধকার রাত, এবং আমাদের মৃত আত্মারা এখন তাদের আবাস ছেড়ে এদিকে ঘোরাফেরা করছে,' প্রতিবাদ জানাল ওদের একজন। 'আমাদের অনেকগুলো ঘোড়া ছাড়া অবস্থায় ঘোরাফেরা করছে। তাছাড়া আমাদের কিছু লোককেও কবর দেয়া বাকি রয়েছে।'

'ওই মেহিকানোগুলো যারা পালিয়ে গেছিল, আমরা চলে যাওয়ার পর তারাই ফিরে এসে ঘোড়া আর লাশগুলোর ব্যবস্থা করবে। যেসব আত্মা আবাস ছেড়ে নিচে নেমে এসেছে তাদের কাছে আমরা চিন্তার স্পিরিট পাঠাব।'

সামনেই যে লাশগুলো পড়ে আছে তাদের কথা তুলল না নিনো। কয়োটি আর শকুনই ওগুলোর সদগতি করবে। ওর ভিতরে রাগটা এখন দাউদাউ করে জ্বলছে। পোকো বলেছিল যাদের চোখ নেই তারা মাটিতে পানি ঢালা দেখতে পাবে না। ঠিক কথাই বলেছিল সে।

একদল বিষণ্ণ নীরব অ্যাপাচিকে লীড করে এগিয়ে চলল নিনো। ওদের হাঁটার গতিতে এগোতে হচ্ছে কারণ দুজন অ্যাপাচি পায়ে হেঁটে ঝুঁকে মাটির ওপর ট্র্যাক দেখে দেখে এগোচ্ছে। ঘোড়াগুলোকে দড়ি ধরে লীড করছে ওরা। এইভাবে তিন মাইল উত্তরে যাওয়ার পর ঘোড়া দুটোর ট্র্যাক পশ্চিমে মোড় নিয়েছে। পাহাড় ছেড়ে ওরা নিচের মরুভূমিতে নামছে।

'আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই,' নিজের লোকজনকে বলল নিনো। এখন ওদের দলে মাত্র আট-নয়জন লোক আছে। 'ওই সোনালি চুলের মেয়েটা আর একজন "হোয়াইট আইজ" মরুভূমির ভিতর দিয়ে অনেক মাইল দূরের সেই বড় হেসিয়েন্ডার

দিকে যাচ্ছে। এসো।'

একটু বাম দিকে ঘুরে মাঝারি গতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোল নিনো। এখন আর ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোবার প্রয়োজন নেই। দু'চারজন স্কাউট পাঠিয়ে ওটা আরও কাছে পৌছে খুঁজে নিলেই চলবে।

কথিত আছে যে অ্যাপাচিরা তাদের ঘোড়াগুলোকে যেকোন রাইডারের চেয়ে বেশি দূর এবং বেশি জোরে ছোটাতে পারে। ওরা নিষ্ঠুর ভাবে ওগুলোকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে যতক্ষণ না চরম পরিশ্রমের ফলে পড়ে মারা যায়। এখন সেইভাবেই পোনি ছোটাচ্ছে। জঙ্গল পেরিয়ে সমতল জমিতে নেমে এসেছে ওরা লম্বা ঢাল পিছনে ফেলে। ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে।

শেষে বেশ উঁচু একটা ঢালের তলায় এসে পৌছল ওরা। শিকারের আগে পৌছার জন্যে চক্কর কেটে ঘুরে এসেছে ওরা। এখন আবার উত্তরে দু'মাইল এগোল। এখানে নিনো তার লোকজনকে দেড় মাইল জুড়ে ছড়িয়ে দিল।

পোনির পিঠ থেকে নেমে অপেক্ষায় থাকল ওরা। বেশিক্ষণ দেরি করতে হলো না ওদের। আধঘণ্টার মধ্যেই ঢালের উঁচুতে গাছের ভিতর আড়াল থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। কয়োটি ডাকের সঙ্কেতের শব্দে ওরা যেখান থেকে শব্দ আসছে সেদিকেই এসে একত্রিত হলো। কেউ আর ঘোড়ার পিঠে নেই। ওদের মেদহীন ক্ষিপ্র গাঢ় রঙের দেহগুলো অন্ধকারের সাথে একাকার হয়ে আছে। নিচে নেমে আসার শব্দ তাদের শিকারকে আটকে ফেলার জন্যে সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিতে সাহায্য করল।

শেষে ভিনসেন্টের ক্লান্ত ঘোড়াটা গাছের ফাঁক দিয়ে খোলায় বেরিয়ে এল। ওর সামান্য পিছনেই রয়েছে মেয়েটা। জিনের ওপরই ঘুরে মেয়েটার দিকে ফিরে সে বলল, আমরা পার পেয়ে গেছি, বার্থা। সকালের আলো ফোটার আগে ওরা আর আমাদের

ট্র্যাক করতে পারবে না। ততক্ষণে আমরা—

একটা কি যেন ওর ঘোড়ার দিকে ঝাঁপ দিল। টের পাওয়ার পর মুহূর্তেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল প্রাইস। সে মনে করেছিল ওটা একটা চিতাবাঘ। ওটা তার ঘোড়ার পাশে আঘাত করল। প্রায় একই সাথে আরও তিনজন তাই করল। ভিনসেন্টের মনে হলো ইস্পাতের আঙুল যেন ওর বাহু চেপে ধরেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে ওকে শক্ত করে জাপটে ধরল।

বার্থার আতঙ্কিত চিৎকার ওর কানে পৌঁছল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। এর পরে কি ঘটল কিছুই জানল না সে।

জ্ঞান ফিরলে টের পেল মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটির সাথে ওকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। কাছেই একটা আগুন জ্বলছে। মেয়েটারও একই অবস্থা। নিনো আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভিনসেন্টের জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে এগিয়ে এসে মোকাসিন পরা পায়ে ওর মুখে লাথি মারল নিনো।

'তুমি আর মেয়েটা মরবে,' বলল সে। 'আমার যেসব যোদ্ধাদের তোমরা "হোয়াইট আইজ"রা ওপারে পাঠিয়েছ তার মাসুল তোমাদের দিতে হবে।'

ব্যথার সাথে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল ভিনসেন্ট। লোকটা যে কি বলছে তার একটা বর্ণও সে বুঝল না। কিন্তু কথার মোটামুটি অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার।

'চমৎকার একটা প্রেমের কি করুণ পরিণতি, বার্থা,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষীণ হেসে বলল সে।

'নো টক।' যেটুকু ইংরেজি জানা আছে তার পুরোটাই ব্যবহার করে বলল একজন অ্যাপাচি।

নিনো আরেকজন অ্যাপাচিকে কি যেন বলল। মাঝবয়সী লোকটা এগিয়ে এসে ভিনসেন্টের দিকে চেয়ে হাসল।

'আমি কিছুদিন "হোয়াইট আইজ" সৈন্যদের স্কাউট ছিলাম। তুমি শক্ত ভাবেই মরবে।'

নিনো ওখানে দাঁড়িয়ে বার্থার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটাও পাল্টা কটমট করে ওর দিকে চেয়ে থাকল। মুখটা একটু সাদা হওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয়নি ওর। ঠোঁট দুটো এখনও শক্ত। নিনো আগে বেড়ে একটু ঝুঁকে ওর বেণি করা সোনালি চুলে হাত বোলাল। লোকটা টান দিতেই ওর খোঁপাটা খুলে গেল। ওর পাশে বসে বেণি খুললে চুলগুলো মুক্ত করল নিনো। খোলা চুলের সৌন্দর্য আর অভিনব রঙের দর্শনে ওদের অতিমাত্রার বিস্ময় প্রকাশ পেল ওদের মুখ দিয়ে জোরে শ্বাস টানার হিসহিসে শব্দে।

প্রাক্তন স্কাউট মুখ নিচু করে বার্থার দিকে চেয়ে হাসল। 'সোনালি চুল। ভাল জ্বলবে,' মন্তব্য করল সে।

ওর খোলা চুল মাটিতে পড়তে দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিনো। ভিনসেন্টের দিকে চেয়ে নড করে সে বলল, 'পোকো আগামীকালের আগে আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। সে যখন এখানে এসে পৌঁছবে ততক্ষণে এরা মরে যাবে। তারপর আমরা ওর জন্যে অপেক্ষা করব। এই "হোয়াইট আইজ"দের নিয়ে একটা গাছের সাথে বাঁধো।'

এই সময়েই গুলিটা এল। .৪৫-৭০ শার্পস রাইফেলের বিকট আওয়াজ। শব্দটা বেশি দূর থেকে আসেনি। গুলিটা নিনোর বুকে এত জোরে আঘাত করল যে লোকটা পড়ে গিয়ে দুবার গড়ান দিয়ে একেবারে স্থির হয়ে মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। রক্তে ভিজে উঠল ওর গাঢ় রঙের দেহ। আগুনের আলোয় দৃশ্যটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। যোদ্ধারা কয়েক মুহূর্ত নিনোর নিথর দেহটার দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকল, এর পরেই ওরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠল।

দলবদ্ধ হয়ে ছুটে পালানো অ্যাপাচিদের স্বভাব নয়।

অ্যামবুশে ঝটপট হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়াই ওদের রীতি। তাই ঘটল। নেতা মারা পড়লে নিজস্ব চেষ্টায় কিছু করা ওদের স্বভাব নয়। ওরা পালাল। এই ধরনের ঘটনা অনেক বড়বড় যুদ্ধেও ঘটেছে।

সেদিনও সিয়েরা মাদ্রের পাদদেশে একই ঘটনা ঘটল। দৌড়েই অদৃশ্য হয়েছে ওরা। দুমিনিট পরে ঘোড়া নিয়ে মরুভূমির দিকে ওদের ছুটে পালানোর শব্দ শোনা গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসা বার্থা আর ভিনসেন্টের কানে কাছে থেকেই একজনের এগিয়ে আসার পায়ের শব্দ পৌঁছল। লম্বা একটা লোক আগুনের ধারে এগিয়ে এল।

'রিচার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল বার্থা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি সময় মতই এসে পৌঁছেছ। ওরা বলছিল ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারবে। তুমি আগামীকালের আগে এখানে পৌঁছতে পারবে না।'

'ওখানে পিঁপড়ের ঢিবিতে যেখানে ওরা ওয়ান কার্ডকে গলা পর্যন্ত পুঁতে রাখছিল যেন সকালে আমরা ওর মাথা দেখতে পাই। ওখানে আমাদের কিছুটা লড়াই হয়েছিল। ওরা চারজন ছিল। ওদের তিনজন বুঝতেই পারেনি কখন মারা পড়ল। চতুর্থজন চিৎকার করে উঠেছিল।'

'গুলির শব্দগুলো আমরা শুনেছি,' বলল ভিনসেন্ট।

'আমি ওদের চারজনেরই একটা পোনি নিয়ে আমাদের আশ্রয়ের দিকে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু একটা অ্যাপাচি যোদ্ধার সাথে দেখা হয়ে গেল, আমার একটা লাকি শটে আমি বেঁচে গেলাম,' জানাল সে। 'আমি কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে নিনোর জন্যে অপেক্ষা করলাম। সে চার্জ করে পাথরের আড়ালে গিয়ে দেখল ওটা একেবারে ফাঁকা, তখন বুঝলাম কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। আমিও ওখানে গিয়ে অবস্থাটা দেখেছি, ভিনসেন্ট,' যোগ করল সে।

'দুজনকেই ও গুলি করে মেরেছে, রিচার্ড,' রুদ্ধ স্বর যতদূর

সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল বার্থা। 'আমাকে ওর সাথে আসতে বাধ্য করার জন্যেই সে এটা করেছে। বলেছিল আমি না এলে ওখানে একা ফেলে পুড়ে মরার জন্যে ওখানেই ফেলে সে চলে যাবে।'

'আমিও সেই রকমই কিছু সন্দেহ করেছিলাম,' জবাব দিল রিচার্ড। ছুরি বের করে মেয়েটার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল সে।

'রিচার্ড, ওয়ান কার্ডের কি হলো?' মেয়েটার চোখ রিচার্ডের ওপর। ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে।

'নিনোর সাথে যেসব অ্যাপাচি যোদ্ধা এসেছিল, তাদেরই একজন ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

রিচার্ডের শেভ না করা চেহারার দিকে চেয়ে বার্থা ভাবল: আমার মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যা কথা বলছ; কিন্তু তাই যদি হয়, তবু আমি খুশি তুমি বলোনি যে কষ্ট পেয়ে মরার থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে তুমিই ওকে মেরেছ।

এগিয়ে গিয়ে নিনোর লাশটাকে চিৎ করল রিচার্ড। এখনও বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ভিনসেন্ট। সে বলে উঠল, 'তুমি ওই খুনী বদমায়েশটাকে মেরে ফেলায় আমি খুশি হয়েছি।'

'সবই নির্ভর করে মানুষকে হত্যা করাটা তুমি কেমন চোখে দেখো,' একটু বিরক্ত স্বরে বলল রিচার্ড। 'কিন্তু আমি ওকে মারিনি। আমি ওর কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি করেছিলাম ওকে অজ্ঞান করে মাটিতে ফেলে দেয়ার জন্যে। আমি জানতাম ওর লোকজন পালিয়ে যাবে। ওকে আমি জীবিতই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

ছোট্ট ক্যাম্পটাতে ভোরের আলো ফুটল। যদিও সত্যিকার অর্থে হয়তো কথাটা ওদের যথার্থ অবস্থার বর্ণনা দিল না। আগুনের ধারে আহত অবস্থায় বার্থার আন্ডারস্কার্ট থেকে ছেঁড়া ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে নিনো। এখন ওর জ্ঞান ফিরেছে। ওর চোখে পরাজয়ের গ্লানি, লজ্জা, আর চরম

অবমাননার ছাপ সুস্পষ্ট। যে লোক প্রেম করার মত বয়স হওয়ার পর থেকেই তার চূড়ান্ত শত্রু হয়ে উঠেছিল, তার হাতেই আবারও এভাবে অপদস্থ হওয়াটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। যেদিন "হোয়াইট আইজ"রা পোকোকে নিয়ে গেছিল সেদিন নিতেকাকে পাওয়ার পথ পরিষ্কার হওয়ায় সে খুশিই হয়েছিল।

'আমাকে নিয়ে তুমি এখন কি করবে, রিচার্ড?' প্রশ্ন করল ভিনসেন্ট। এখন ওর হাত দুটোই কেবল পিছন দিকে বাঁধা রয়েছে। 'তুমি দেড় হাজার মাইলেরও বেশি পথ অনুসরণ করেছ আমাকে হত্যা করার জন্যে। এখন কি করবে? তুমি হাত বাঁধা অবস্থাতেই আমাকে খুন করবে, নাকি সমান-সমান একটা সুযোগ দেবে?'

মাথা নাড়ল রিচার্ড। 'ও দুটোর কোনটাই না, ভিনসেন্ট। এসব লাইনে তোমার আর আমার চিন্তাধারা একটু ভিন্ন। তোমাকে ক্যানসাসে নিয়ে জুরির সামনে দাঁড় করানো হবে। ফাঁসি হবে তোমার।'

'আর তোমার ওই অ্যাপাচি বন্ধুকে নিয়ে কি করবে?' বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে জেরা করল খুনী ভিনসেন্ট।

'কাঁধে ওই বুলেটের আঘাতে ওর হাড়ের যা ক্ষতি হয়েছে তাতে এরপর আর কোন রেইডে অংশ নেয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর সাহায্য নিয়ে আমি আরও বড়বড় চীফদের সাথে কথা বলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব।'

ঘুরে আগুনের পাশে এসে দাঁড়াল রিচার্ড। মেয়েটার চোখ ওকে অনুসরণ করল।

তিন সপ্তাহ পরের কথা। রিচার্ড আর বার্থা পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে ধীর গতিতে ক্রীক ধরে এগোচ্ছে ছোট বসতির দিকে। বিকেল হয়ে এসেছে, কটনউড গাছের ছায়ায় এখন তাপ অপেক্ষাকৃত কম। পাখিগুলো গাছের ফাঁকে কিচির-মিচির করছে

মাঝেমাঝে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করার ভান করছে। দুতিনটে চিল অলস গতিতে আকাশে চক্কর কাটছে। দুদিন আগে সৈন্যর একটা দলের সাথে ওদের দেখা হয়েছিল। দুজন বন্দিকেই ওরা ওদের হাতে তুলে দিয়েছে। ভিনসেন্টকে কড়া গার্ডে রেখে রিচার্ডের বোনকে হত্যা করার অপরাধে বিচারের জন্যে ক্যানসাসে নিয়ে যাওয়া হবে বলে কথা দিয়েছে ওদের অফিসার। তাতে যদি ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না হয় তবে ব্যাঙ্কের দুজন ক্যাশিয়ারকে হত্যা করার চার্জ ওর বিরুদ্ধে আনা হবে। নিনো কথা দিয়েছে যে ব্যাঙ্কের টাকা সে ফেরত দেবে।

রিচার্ড আর বার্থার মধ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ কোন কথা হয়নি। নিনোকে কিছুটা সেরে ওঠার সুযোগ দিতে ওরা যে কয়েকদিন বড় হাসিয়েন্ডায় (র‍্যাঞ্চে) বিশ্রাম নিয়েছে সেই সময়ে বার্থার প্রতি রিচার্ডের আচরণ একটুও বদলায়নি। এখন বার্থা আড়চোখে একবার রিচার্ডের দিকে তাকাল। মেক্সিকোতে সংগ্রহ করা প্যাক হর্সটা দড়ি বাঁধা অবস্থায় ওদের পিছন পিছন আসছে।

'আমার বাড়িটা সামনের বড় গাছগুলোর ঠিক পিছনেই,' জানাল বার্থা। 'তুমি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি থাকো তাহলে তোমাকে আমি নিজের হাতে চমৎকার সাপার তৈরি করে খাওয়াব। আমার জীবনের অনেক কিছু বদলে দেয়ার জন্যে অন্তত এটা তোমার প্রাপ্য।'

সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আবার তোমার চোরাকারবারের ব্যবসায় ফিরে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল বার্থা। 'আমি টেক্সাসে ফিরে যাব। আমার মিউল আর জিনিসপত্র বিক্রি করে আমি বেশ কিছু টাকা পাব, তাছাড়া ওখানে গোপন একটা জায়গায় আমি আমার সঞ্চিত কিছু টাকাও লুকিয়ে রেখেছি। হাডসন ঠিকই বলেছিল, এক জায়গায় বেশিদিন স্থির থাকলে নতুন করে জীবন শুরু করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

গাছগুলোর কাছে পৌঁছে একটা সুন্দর কেবিন দেখতে পেল

রিচার্ড। ওখানে কোরাল আর পিছনে কিছু টিন-শেডও রয়েছে। সামনের দরজাটা খোলা, কোরাল একেবারে খালি। দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত একটা জায়গা।

'আশ্চর্য ঘটনা,' বলল বার্থা। 'আমি ওই প্যাকারদের বলেছিলাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওরা যেন এখানেই থাকে।'

বাড়ির সামনে থেমে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওরা ভিতরে ঢুকল। একেবারে ওলটপালট অবস্থা। আসবাবপত্রগুলো ভাঙা, রান্নাঘরেরও বিধ্বস্ত অবস্থা। একটা বড় ইঁদুর মেঝের অর্ধেক পথ ছুটে এসে খুদেখুদে চোখে ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে ছুটে পালাল।

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তোমার প্যাকাররা কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজেরাই ব্যবসায় নেমেছে,' ঠাট্টা করে একটু হেসে মন্তব্য করল রিচার্ড। 'তোমার সব মালপত্র নিয়েই ওরা মেক্সিকোর পথে অদৃশ্য হয়েছে।'

ওকে অবাক করে দিয়ে পাল্টা হেসে মেয়েটা বলল, 'এতে আমার অনেক সময় আর ঝামেলা বেঁচে গেল। একটু অপেক্ষা করো, লুকিয়ে রাখা টাকা বের করে এনে তোমাকে রান্না করে খাওয়ানোর বদলে কিনেই সাপার খাওয়াব।'

বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রিচার্ড। প্রায় সাথেসাথেই বার্থাও বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল। চওড়া ট্রেইল ধরে দুশো গজ মত এগোনোর পর হঠাৎ মোড় নিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল বার্থা। ট্রেইলের বাম দিকে একটা বড় কটনউড গাছের তলায় গোটা পাঁচেক সদ্য খোঁড়া মাটির স্তূপ দেখা যাচ্ছে।

'জলদি এসো!' চিৎকার করল মেয়েটা। 'খুব খারাপ কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে!'

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগোল ওরা। প্যাক হর্সটাও ওদের পিছন পিছন আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বসতিটা দেখা

গেল। ওটা একেবারে খালি। একটা লোকও ওদের নজরে পড়ল না। মেক্সিকান মহিলার বাড়ির সামনে এসে থামল রিচার্ড। মনে হচ্ছে যেন মেয়েটা সবকিছু ফেলেই চলে গেছে। গরু আর বাছুরটা রয়েছে একটা গাছের ছায়ায়। একটা মুরগিও দেখা যাচ্ছে না। কয়োটিদের কাজ।

'মহিলা মেক্সিকোতে ফিরে যেতে চেয়েছিল,' বার্থাকে বলল রিচার্ড। 'মনে হচ্ছে প্যাকারদের সাথেই সে ফিরে গেছে।'

কয়েক ফুট দূর থেকে হাতের ইশারায় রিচার্ডকে ডাকল বার্থা। সে এগিয়ে গিয়ে একটা কামরায় উঁকি দিল। ওখানে দুজন আউটল বাস করত। দেয়ালের গায়ে বসন্তের মত গুলির গর্ত দেখা যাচ্ছে। মাটির মেঝেতে এক জায়গায় একটা শুকনো কালচে দাগ দেখা যাচ্ছে, যেটা এক সময়ে লাল ছিল।

অন্য বাড়িগুলোরও একই অবস্থা। হাডসনের বারটার অবস্থা কসাইয়ের মাংসের দোকানের মত দেখাচ্ছে।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'পাসি। মনে হচ্ছে ওরা খারাপ কোন ডাকাত দলের পিছনে ধাওয়া করে এসে পুরো শহরটাকেই পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। কাজটা নিখুঁত ভাবেই শেষ করে গেছে ওরা।'

'হ্যাঁ, রিচার্ড, কোন ত্রুটিই ওরা রাখেনি,' শ্রান্ত গলায় বলল বার্থা। 'কাজটা বহু আগেই করা দরকার ছিল। এবং লিম্পি, ওয়ান কার্ড, বার্ট, হাডসন, আর স্মাগলার বার্থা যদি মেক্সিকোয় না থেকে এখানে থাকত...' কথার বাকি অংশটা সে আর শেষ করল না।

গর্তওয়ালা একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করল রিচার্ড। সিগারেট জ্বালানোর পর পুরোনো অভ্যাসবশে জ্বলন্ত কাঠিটা মাটিতে ফেলে বুটের তলায় পিষে নেভাল। এসব শুকনো তৃণ এলাকায় আগুন সহজেই মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে।

শেষে সে বলল, 'এবার আমার যাওয়া দরকার। এই সপ্তাহেই

ফোর্টে পৌঁছে নিনো আর অফিসারদের সাথে দেখা করার কথা। তানাকাকেও আমার জানাতে হবে ওর ভাইকে আমি মেরে ফেলেছি। তবে আমার মনে হয় না ওই বুড়ো শয়তানটা ওই খবরে একটুও বিচলিত হবে।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটু হাসল বার্থা। 'নিয়তি এমন ভাবে কাজ করে যে ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা পাঁচজন বাউন্টির টাকার লোভে রওনা হয়েছিলাম এবং কেবল একজনই বেঁচে ফিরেছি। আমরা যদি এখানেই থাকতাম তাহলেও হয়তো ফলাফল একই দাঁড়াত। ওয়ান কার্ড বলত সবই তাসে লেখা আছে। হতেও পারে। অ্যাপাচিরা যদি তোমাকে নিয়ে না যেত তাহলে তুমি যা তা না হয়ে অন্যান্য আর সবার মতই হতে। এবং আমি যদি অনেক দিক দিয়ে একটা ঠিক মানুষের দেখা না পেতাম, যদিও সে অন্যান্য কিছু দিক দিয়ে বেঠিক, তাহলে আমরা দুজন একই ধরনের মানুষ হতাম না।'

'কথাটা আমি ঠিক ওই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কখনও ভেবে দেখিনি,' চিন্তাযুক্ত ভাবে বলল রিচার্ড। 'অন্তত আজকের আগে নয়। তোমার কি মনে হয়, বার্থা—'

'হ্যাঁ,' বলল সে। এগিয়ে এসে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, রিচার্ড, আমি তাই বিশ্বাস করি। দুটো বৈষম্য একসাথে মিশলে একটা ঠিক জুড়ি তৈরি করতে পারে।'

'আমিও অনেকটা একই কথা ভাবছিলাম,' জবাব দিল সে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করল রিচার্ড। 'ফোর্টে যাওয়ার পথে আমরা বিষয়টা বিশদ ভাবে আলাপ করব। আমাদের এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল। নিনো আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। নিতেকা আর তার তিনটে অ্যাপাচি বাচ্চা কেমন দেখতে হয়েছে আমাকে দেখাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে সে।

***

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর
বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার ।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত ।
কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com